গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ৬

# প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

## “২ টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ), ৪টি জেলা স্টেডিয়ামের (ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নাটোর ও ফরিদপুর) এবং ২টি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (রাজশাহী ও খুলনা) এর অধিকতর উন্নয়ন (সংশোধিত)”

জুন, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ৬

# প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

## "২ টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ), ৪টি জেলা স্টেডিয়ামের (ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নাটোর ও ফরিদপুর) এবং ২টি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (রাজশাহী ও খুলনা) এর অধিকতর উন্নয়ন (সংশোধিত)"

জুন, ২০১৮

# সূচিপত্র


| বিষয়বস্তু | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| নির্বাহী সার সংক্ষেপ | | i-iv |
| **অধ্যায়-১: প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ** | | **১-৯** |
| ১.১ | প্রকল্পের পটভূমি | ২ |
| ১.২ | প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | ৩ |
| ১.৩ | প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | ৫ |
| ১.৩.১ | অনুমোদন ও সংশোধন | ৬ |
| ১.৩.২ | প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া | ৬ |
| ১.৩.৩ | অবমুক্ত ও ব্যয়: আরডিপিপি বরাদ্দ/প্রকল্পের বছর ভিত্তিক এডিপি | ৬ |
| ১.৩.৪ | অর্থায়নের অবস্থা | ৭ |
| ১.৪ | প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ, আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যয় | ৭ |
| **অধ্যায়-২: প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি (Methodology)** | | **১০-২০** |
| ২.১ | প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের পটভূমি | ১১ |
| ২.২ | প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR) | ১১ |
| ২.৩ | পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব | ১২ |
| ২.৪ | প্রভাব মূল্যায়নের কর্মপদ্ধতি (Methodology) | ১২ |
| ২.৪.১ | পরিমাণগত মূল্যায়নের নমুনায়ন (Sampling) | ১৩ |
| ২.৫ | গুণগত নিবিড় সাক্ষাৎকার- পর্যালোচনা | ১৫ |
| ২.৬ | প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম | ১৬ |
| ২.৬.১ | বিদ্যমান রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা | ১৭ |
| ২.৬.২ | তথ্য সংগ্রহের জন্য উপকরণাদি প্রণয়ন ও প্রি-টেষ্ট | ১৭ |
| ২.৬.৩ | মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য স্টাফ নিয়োগ | ১৭ |
| ২.৬.৪ | মাঠ কর্মীদের প্রশিক্ষণ | ১৮ |
| ২.৬.৫ | তথ্য সংগ্রহ | ১৮ |
| ২.৬.৬ | তথ্য সংগ্রহের মান নিয়ন্ত্রণে তত্ত্বাবধান ও পরামর্শদান | ১৮ |
| ২.৬.৭ | তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, একত্রিতকরণ ও বিশ্লেষণ | ১৯ |
| ২.৬.৮ | সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা | ২০ |
| **অধ্যায়-৩: প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক পর্যালোচনা** | | **২১-২৩** |
| ৩.১ | প্রকল্প এলাকা, প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়, প্রকল্প সংশোধন এবং বাস্তবায়ন | ২২ |
| ৩.২ | প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিলম্ব | ২৩ |
| **অধ্যায়-৪: প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়া ও গুণগত মান** | | **২৪-৩২** |
| ৪.১ | প্রকল্পের আওতায় পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহ | ২৫ |
| ৪.২ | ক্রয়কৃত নির্মাণ উপকরনসমূহের ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল/গুণগতমান | ২৬ |
| ৪.৩ | পি পি আর ২০০৮ অনুযায়ী মালামাল/সেবা ক্রয় সংক্রান্ত -কেস ষ্টাডি | ৩০ |

| | | |
|---|---|---|
| **অধ্যায়-৫: প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং প্রভাব যাচাই** | | **৩৩-৮১** |
| ৫ | প্রকল্পে উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা | ৩৪ |
| ৫.১ | চুয়াডাঙ্গা স্টেডিয়াম (নব নির্মিত) | ৩৪ |
| ৫.২ | হবিগঞ্জ স্টেডিয়াম (নব নির্মিত) | ৩৭ |
| ৫.৩ | ময়মনসিংহ স্টেডিয়াম (অধিকতর উন্নয়নকৃত) | ৪০ |
| ৫.৪ | নাটোর স্টেডিয়াম (অধিকতর উন্নয়নকৃত) | ৪২ |
| ৫.৫ | টাঙ্গাইল স্টেডিয়াম (অধিকতর উন্নয়নকৃত) | ৪৫ |
| ৫.৬ | ফরিদপুর স্টেডিয়াম (অধিকতর উন্নয়নকৃত) | ৪৭ |
| ৫.৭ | খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (অধিকতর উন্নয়নকৃত) | ৫০ |
| ৫.৮ | রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (অধিকতর উন্নয়নকৃত) | ৫৩ |
| ৫.৯ | জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন টুর্ণামেন্টের বিবরণ | ৫৫ |
| ৫.১০ | স্টেডিয়াম ভিত্তিক আয়ের উৎস ও পরিমাণ | ৫৭ |
| ৫.১১ | স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স ভিত্তিক উত্তরদাতা খেলোয়াড়, দর্শক ও অন্যান্যদের মতামত | ৫৮ |
| ৫.১১.১ | উত্তরদাতা খেলোয়াড়দের মতামত | ৫৮ |
| ৫.১১.২ | দর্শক ও অন্যান্য উত্তরদাতার মতামত | ৬৬ |
| ৫.১২ | ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) থেকে প্রাপ্ত তথ্য | ৬৮ |
| ৫.১৩ | মূখ্য তথ্য প্রদানকারীর (KII) সাথে আলোচনা | ৭০ |
| ৫.১৪ | স্টেডিয়াম প্রকল্পের স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালার ফলাফল (টাঙ্গাইল জেলা) | ৭৩ |
| ৫.১৫ | প্রকল্পের প্রভাব যাচাই | ৭৫ |
| ৫.১৬ | কেস ষ্টাডি | ৭৯ |
| **অধ্যায়-৬: প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ** | | **৮২-৮৬** |
| ৬.১ | প্রকল্পের সবল দিক | ৮৩ |
| ৬.২ | প্রকল্পের দুর্বল দিক | ৮৪ |
| ৬.৩ | প্রকল্পের সুযোগ | ৮৫ |
| ৬.৪ | প্রকল্পের ঝুঁকি | ৮৬ |
| **অধ্যায়-৭: TOR অনুযায়ী প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়সমূহ উপস্থাপন** | | **৮৭-৮৯** |
| ৭. | TOR অনুযায়ী প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়সমূহ উপস্থাপন | ৮৮ |
| **অধ্যায়-৮: পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ ও সুপারিশমালা** | | **৯০-৯৯** |
| ৮.১ | পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ | ৯১ |
| ৮.২ | সুপারিশমালা | ৯৫ |
| ৮.৩ | জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থার জন্য বিশেষ সুপারিশ | ৯৭ |
| **অধ্যায়-৯: উপসংহার** | | **১০০-১০১** |
| ৯ | উপসংহার | ১০১ |
| **সংযোজনী** | | **১০২-১৩০** |
| ১ | ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব অর্জন | ১০৩ |
| ২ | মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্যের সংকলন | ১১৩ |
| ৩ | জেলাভিত্তিক উদীয়মান খেলোয়াড়দের তালিকা | ১২১ |
| ৪ | জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত জেলাভিত্তিক ক্যাম্প | ১২৪ |

| | | |
|---|---|---|
| ৫ | প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রদত্ত সমস্যা ও সুপারিশসমূহ | ১২৫ |
| ৬ | টেকনিক্যাল কমিটির ২য় সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা | ১২৭ |
| ৭ | ষ্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা | ১২৮ |
| ৮ | কর্মশালার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা | ১২৯ |
| ৯ | টেকনিক্যাল কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা | ১৩০ |
| ১০ | ষ্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা | ১৩০ |

## Acronyms & Abbreviations

| | |
|---|---|
| BRTC | Bureau of Research, Testing and Consultation (A concern of Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) assigned for testing quality of construction materials |
| BUET | Bangladesh University of Engineering and Technology |
| CRTS | Consultancy Research & Testing Services (A Concern of Khulna University of Engineering and Technology KUET, assigned for testing quality of construction materials) |
| DPP | Development Project Proforma/ Proposal |
| DSA | District Sports Association |
| ECNEC | Executive Committee of the National Economic Council |
| FGD | Focus Group Discussion |
| IA | Important Assumptions |
| IMED | Implementation Monitoring and Evaluation Division |
| JV | Joint Venture |
| KII | Key Informant Interview |
| KUET | Khulna University of Engineering and Technology |
| MOV | Means of Verification |
| NSC | National Sports Council |
| OVI | Objectively Verifiable Indicators |
| PPBL | Participation Promoters Bangladesh Ltd. |
| RDPP | Revised Development Project Proposal/ Proforma |
| RUET | Rajshahi University of Engineering and Technology |
| SWOT | Strengths Weaknesses Opportunities and Threats |
| ToR | Terms of Reference |

# নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

"২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা এবং হবিগঞ্জ), ৪টি জেলা স্টেডিয়ামের (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল এবং ফরিদপুর) এবং ২টি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (খুলনা ও রাজশাহী) এর অধিকতর উন্নয়ন-১ম সংশোধিত" শীর্ষক প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল চুয়াডাঙ্গা, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, রাজশাহী ও খুলনা জেলায় অবকাঠামোগত সুবিধা উন্নয়নের মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলাদের খেলাধুলার মান উন্নত করা। দুইটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে: ১) ২টি জেলায় (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ) খেলাধুলার জন্য নতুন অবকাঠামো নির্মাণ এবং ২) ৪টি জেলায় (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) বিদ্যমান স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন এবং ২টি জেলার (খুলনা ও রাজশাহী) বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর অধিকতর উন্নয়ন সাধন।

প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে মোট ৯৭৮১.১৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৪/০২/২০১১ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পভুক্ত কিছু কিছু কার্যক্রমের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন, কিছু নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করার কারণে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন হয়। অতঃপর প্রকল্পের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি অর্থাৎ জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ এবং ব্যয় ১০৭২৫.২০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করে প্রকল্পটি ২৭/০৬/২০১৩ তারিখে সংশোধিত হয়। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত অর্থাৎ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয় এবং উক্ত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষিত হয়। প্রকল্পটি মোট ১০৫৫২.৪৯ (অনুমোদিত ব্যয় প্রাক্কলনের তুলনায় ৯৮.৩৮%) লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছে।

গুণগত ও সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয় টুলস/পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকল্পের উপকারভোগী এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার ও নির্ধারিত প্রশ্নমালা, এফজিডি, কেআইআই-এর মাধ্যমে প্রত্যেকটি জেলা স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য যাচাই বাছাই করে তা সংকলন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।

নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণের ক্ষেত্রে চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলায় আরডিপিপি'র বাস্তব ও আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন, খেলার মাঠ উন্নয়ন, ঘাস লাগানো, গ্রীল ফেন্সিং, আরসিসি ড্রেন, ১২ ধাপ বিশিষ্ট গ্যালারী, দোতলা প্যাভিলিয়ন ভবন, পায়ে হাঁটার রাস্তা (ওয়াক ওয়ে), কাঁটা তারের বেড়াসহ সীমানা প্রাচীর, টয়লেট, সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা (আরসিসি) নির্মাণ করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর জেলার চারটি পুরাতন জেলা স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরডিপিপি'র বাস্তব ও আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন, প্যালাসোডিং, খেলার মাঠ উন্নয়ন (মাটি ভরাট, ঘাস লাগানো), আরসিসি ড্রেনসহ গার্ড ওয়াল, এমএস এঙ্গেল রডদ্বারা গ্রীল ফেন্সিং, ১২ ধাপ বিশিষ্ট গ্যালারী, দোতলা প্যাভিলিয়ন ভবন সংস্কার/সম্প্রসারণ, হাঁটার রাস্তা (ওয়াক ওয়ে), কাঁটা তারের বেড়াসহ সীমানা প্রাচীর, টয়লেট, সংযোগ ও অভ্যন্তরীন রাস্তা (আরসিসি), প্রধান গেইট ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে।

দু'টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর অধিকতর উন্নয়নের ক্ষেত্রে খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এ মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো, হোস্টেল বিল্ডিং (দো-তলা) নির্মাণ, রুফটপ আরসিসি প্যারাপেট, অভ্যন্তরীন রাস্তা (আরসিসি), কাঁটা তারের বেড়াসহ সীমানা প্রাচীর, জিমনেসিয়াম এবং সুইমিং পুল ও প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এ খেলার মাঠ উন্নয়ন, ছয় তলা ফাউন্ডেশনসহ দো'তলা হোস্টেল

কাম অফিস বিল্ডিং, সারফেস ড্রেন, সুইমিং পুল নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ ও সংযোগ রাস্তা (আরসিসি) নির্মাণ করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের কোন বেইজ লাইন জরীপ করা ছিলনা তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় কি গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। তবে অবকাঠামো নির্মাণ বা উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তনসমূহ যাচাই করা হয়েছে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে এলাকার সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের প্রভাব যাচাই করা হয়েছে।

অনুমোদিত প্রকল্প দলিলের লগ ফ্রেমে বর্ণিত উদ্দেশ্য যাচাইয়ের জন্য তিনটি নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়েছে: ১) জানুয়ারি ২০১৩ সাল থেকে বছরে কমপক্ষে ৩ টি জাতীয় পর্যায়ে টুর্ণামেন্ট আয়োজন করা; ২) জানুয়ারি ২০১৩ সাল থেকে বছরে কমপক্ষে ১৫,০০০- ২৫,০০০ দর্শক খেলা দেখবে; ৩) জানুয়ারি ২০১৩ সাল থেকে সব ধরনের খেলোয়াড়গণ স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স ব্যবহার করতে পারবে। প্রথম নির্দেশকের বিপরীতে শুধুমাত্র নাটোর স্টেডিয়ামে জাতীয় পর্যায়ে ১ টি ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট হয়েছে। তাছাড়া আর কোথাও জাতীয় পর্যায়ের কোন টুর্ণামেন্ট হয়নি। তবে স্থানীয় পর্যায়ে সব স্টেডিয়ামে বিভিন্ন খেলায় সর্বমোট ২৫৭ টি টুর্ণামেন্ট হয়েছে অর্থাৎ ৪ বছরে (২০১৪-২০১৭) গড়ে প্রতিটি স্টেডিয়ামে ৩২ টি টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় নির্দেশকে বর্ণিত দর্শক সংখ্যা ১৫,০০০ থেকে ২৫,০০০ এর বিপরীতে বর্তমানে প্রতিটি স্টেডিয়ামে বছরে ১২,০০০ থেকে ২০,০০০ দর্শক খেলা উপভোগ করে। মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে প্রতি বছরে গড়ে প্রতিটি স্টেডিয়ামে ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ দর্শক খেলা উপভোগ করত। যদিও এ নির্দেশকের বিপরীতে অর্জন শতভাগ হয়নি তবে পূর্বের তুলনায় দর্শক সংখ্যা অনেক বেড়েছে। তৃতীয় নির্দেশকে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল ও জিমনেসিয়াম সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে লক্ষ্য করা যায়, সবাই মাঠ ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে। বরং কোন কোন স্টেডিয়ামের ব্যবহারকারীর সংখ্যা এত বেশি যে সবাইকে সমানভাবে সুযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছেনা। খুলনা জেলায় জিমনেসিয়াম নির্মাণ অসম্পূর্ণ থাকায় তা ব্যবহারযোগ্য হয়নি এবং পানি সরবরাহের পাম্প নষ্ট থাকায় সুইমিংপুলে পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছেনা বিধায় তা ব্যবহার করা যাচ্ছেনা।

চিহ্নিত প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো হল:

১) ডিপিপিতে উল্লেখিত লক্ষ্যের আলোকে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়নি। দু'টো উদ্দেশ্যই শুধুমাত্র অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিত। খেলাধূলার মান উন্নয়নের জন্য কোন উদ্দেশ্য রাখা হয়নি। প্রকল্প ডিজাইন করার পূর্বে কোন **বেইজ লাইন জরিপ** (baseline survey), **সম্ভাব্যতা যাচাই**(feasibility study), **স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ** (stakeholder analysis) এবং **চাহিদা নিরুপণ** (Need Assessment) করা হয়নি যার ফলে প্রকল্পের মাধ্যমে খেলার জগতে কি উন্নতি সাধিত হয়েছে তা তুলনামূলকভাবে জানা যাচ্ছে না। সম্ভাব্যতা যাচাই ও চাহিদা নিরুপণ ছাড়া বৃহৎ আকারের ব্যয়বহুল সুইমিংপুল নির্মাণ দূরদর্শিতার অভাব বলে প্রতীয়মান হয়।

২) কোন প্রকারের সম্ভাব্যতা যাচাই ও চাহিদা নিরুপণ ব্যতিরেকে সুইমিংপুলের মত একটি বৃহৎ কম্পোনেন্ট এই প্রকল্পে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে যার রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

৩) ডিপিপি প্রণয়নকালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং ফেডারেশনসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দ্দিষ্ট করা হয়নি; প্রকল্প পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন অর্থের সংস্থান রাখা হয়নি এবং চাহিদা অনুপাতে প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান রাখা হয়নি;

৪) ডিপিপি/আরডিপিপিতে খেলাধূলার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন কম্পোনেন্ট রাখা হয়নি যা প্রকল্পের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে;

৫) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাবে স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও খেলাধূলার মান উন্নয়নে বিঘ্ন ঘটছে;

৬) প্রকল্প পরবর্তী সময়ে স্থাপনাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন ধরনের নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়নি। ফলে বেশির ভাগ জেলায় স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল ও জিমনেসিয়াম নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করার ফলে স্থাপনাসমূহ দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; যেমন- কোন কোন স্থানে স্থাপনার দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং একটি স্থানে মেঝে নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করা হয়নি (খুলনা জিমনেসিয়াম); গ্যালারীর নীচের মাটি সরে বর্তমানে গ্যালারীর একটি অংশ বিপদজনক অবস্থায় আছে এবং ওয়াক ওয়েতে বড় গাছ গজিয়েছে (চুয়াডাঙ্গা); কোথাও কোথাও ফ্লোরের টাইল্‌স উঠে গেছে (রাজশাহী সুইমিংপুল);

৭) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক জেলা ক্রীড়া সংস্থার জন্য বার্ষিক বরাদ্দকৃত অর্থ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। বেশিরভাগ জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে বিভিন্ন ধরনের খেলার টুর্ণামেন্ট সঠিকভাবে আয়োজন করতে পারে না;

৮) প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহকে নিয়মিতভাবে নিবিড় মনিটর করতে পারছেনা;

৯) মাঠ উন্নয়নে সঠিক মাটি ব্যবহার না করায় এবং সঠিক ঘাস না লাগানোর ফলে অনেক স্টেডিয়ামের মাঠ খেলার জন্য পরিপূর্ণভাবে উপযোগি হয়নি;

১০) খেলোয়াড়দের খেলার মান উন্নয়নের জন্য ভাল কোচ আবশ্যক, কিন্তু জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহের কোচ সংগ্রহ করার দক্ষতা, ক্ষমতা বা সামর্থ্য নেই;

১১) কিছু নির্মাণ কাজ আরডিপিপি'তে ছিলনা কিন্তু করা প্রয়োজন ছিল যেমন- প্রত্যেক স্টেডিয়ামে মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা, রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর সীমানা প্রাচীর উঁচু করা, নাটোর স্টেডিয়ামের প্রবেশ পথ প্রশস্ত করা।

উপরোক্ত সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য নিম্নে সুপারিশ প্রদান করা হলো:

১) ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প প্রণয়নকালে অবশ্যই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। বেইজ লাইন জরীপ, ফিজিবিলিটি স্টাডি ও স্টেকহোল্ডার এ্যানালিসিস করতে হবে এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এসেট ভ্যালুয়েশনের ভিত্তিতে নূন্যতম ২-৩% অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে।

২) ভবিষ্যতে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা সুইমিংপুলের পরিবর্তে ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের বিষয় চিন্তা করতে পারে;

৩) ডিপিপি প্রণয়নকালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দ্দিষ্ট করতে হবে। প্রকল্প পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের সংস্থান রাখতে হবে এবং চাহিদা অনুপাতে প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা রাখতে হবে;

৪) ডিপিপি/আরডিপিপিতে খেলাধূলার মান উন্নয়নের জন্য আলাদা কম্পোনেন্ট রাখতে হবে;

৫) জেলার ক্রীড়া স্থাপনাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ, মনিটরিং এবং জেলার ক্রীড়ার মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সাথে জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহের পারস্পরিক সমন্বয় ও সহযোগিতা আরো সুদৃঢ় করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহ ও ফেডারেশনসমূহের মধ্যে দায়িত্ব ও ভূমিকা পরিষ্কারভাবে লিখিত আকারে থাকতে হবে;

৬) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল স্থাপনাসমূহ নিয়মিত ও সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে চাহিদা মোতাবেক নিয়মিত অর্থ বরাদ্দের সংস্থান রাখতে হবে। স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভূমিকা কি হবে তা সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকতে হবে। যদি কোন ক্রীড়া সংস্থা স্থাপনাসমূহ সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করে তার জন্য জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে তাদের বরাদ্দ কমিয়ে দিতে হবে। যেসব বিভাগীয় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা স্থাপনাসমূহ সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে;

৭) জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহের পূর্ববর্তী বৎসরের ক্রীড়াক্ষেত্রে সার্বিক কর্মকান্ডের (যেমন- টুর্ণামেন্ট আয়োজনের সংখ্যা, ক্যাম্প আয়োজনের সংখ্যা, নতুন খেলার চর্চা, খেলোয়াড় তৈরি ও জাতীয় দলে তাদের অংশগ্রহণের সংখ্যা) ভিত্তিতে পরবর্তী বৎসরের অর্থ বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে;

৮) জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহকে কার্যকরভাবে মনিটর করা ও বিভিন্ন প্রকারের পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে;

৯) যেসব স্টেডিয়ামের মাঠের মাটি খেলার উপযুক্ত নয় এবং ঘাসের পরিমাণ কম সেসব মাঠের মাটি দ্রুত পরিবর্তন করে ও প্রয়োজনীয় ঘাস লাগিয়ে মাঠকে খেলার উপযোগি করে তুলতে হবে;

১০)জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বিভিন্ন খেলার জন্য দেশি ও বিদেশি কোচসমূহের সাথে যোগাযোগ করবে এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহের সাথে তাদেরকে যোগাযোগ করিয়ে দিবে যেন সংস্থাসমূহ তাদের প্রয়োজনে কোচ এনে খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বাৎসরিক অর্থ বরাদ্দের মধ্যে কোচের ভাতা ও প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

১১)যেসব জরুরী নির্মাণ কাজ আরডিপিপি'তে রাখা হয়নি অথচ করা জরুরী ছিল তা জরুরীভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে।

১২)প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটিতে সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি/প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

# অধ্যায়-১
# প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

## অধ্যায়-১: প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

### ১.১ প্রকল্পের পটভূমি

ক্রীড়া বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যম ও সম্মানজনক পেশা। স্বাধীনতার পর থেকে ধীরে ধীরে ক্রীড়ার বিকাশ উল্লেখ করার মতো। যদিও ক্রীড়া বিষয়ক অবকাঠামো খুবই দুর্বল ছিল। কাবাডি খেলা আমাদের জাতীয় খেলা হলেও যেসব খেলাধুলার চর্চা বেশি হচ্ছে তাহলো– ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, গল্‌ফ, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, ব্যাডমিন্টন, কারাতে ও শ্যুটিং ইত্যাদি।

বিশ্বায়নের কারণে বর্তমানে বিদেশী খেলাই বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তাই বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেট এবং এরপরই ফুটবল। বাংলাদেশ ক্রিকেট, ফুটবল ও অন্যান্য একক খেলায় আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে এবং কৃতিত্ব প্রদর্শন করছে। এছাড়া একক খেলার মধ্যে গল্‌ফ, সাঁতার, দাবা, আর্চারি, শ্যুটিং, দৌড় ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। স্টেডিয়াম হল একমাত্র ভেন্যু যেখানে খেলোয়াড়রা নিয়মিত অনুশীলন করতে পারে এবং সারা বছর বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নিয়মিত অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়াড় গড়ে তোলা সম্ভব। বর্তমানে খেলাধুলাকে সাধারণ শিক্ষার একটি আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। খেলাধুলার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সচেতন ও আত্মপ্রত্যয়ী নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়।

বর্তমান সরকারের আমলে ক্রীড়া এবং এর অবকাঠামো নির্মাণে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। উন্নয়নের সার্বিক কর্মকাণ্ডের সাথে ক্রীড়া ক্ষেত্রেও ব্যাপক কাজ সম্পাদিত হয়েছে। খেলার এবং খেলোয়াড়দের উন্নয়ন আন্তর্জাতিক মানের করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচির ১৩.৩.১ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ৭টি উদ্দেশ্যর ৩ নং, ৪ নং, ৫ নং ও ৬ নং এ বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইনডোর ও আউটডোর খেলাধুলার জন্য অবকাঠামোর উন্নতি এবং নারীদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়[১]। প্রতিটি জেলায় বিকেএসপি স্কুল প্রতিষ্ঠা, খেলাধুলা উন্নয়নের লক্ষ্যে খেলার মাঠের পরিবর্ধনসহ ব্যাপক উন্নয়ন, উপজেলা পর্যায়ে ক্রিকেট ও ফুটবলের উন্নতির জন্য অবকাঠামো নির্মাণ, নারী এবং পুরুষের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবকাঠামোর নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় উন্নয়ন বাজেটের আওতায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে "২টি নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা এবং হবিগঞ্জ), ৪টি জেলা (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল এবং ফরিদপুর) স্টেডিয়াম এবং ২টি বিভাগীয় (খুলনা ও রাজশাহী) মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর অধিকতর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বিবেচ্য প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।

---

[১] সূত্র: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০), জেনারেল ইকোনোমিক ডিভিশন, পরিকল্পনা কমিশন, পৃষ্ঠা-৬৬৩

## ১.২ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (লগ ফ্রেম-এর আলোকে)

**প্রকল্পের লক্ষ্য:**
এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো চুয়াডাঙ্গা, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, রাজশাহী ও খুলনা জেলায় **অবকাঠামোগত সুবিধা উন্নয়নের মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলাদের খেলাধুলার মান উন্নত করা**[2]।

**উদ্দেশ্য যাচাই নির্দেশক** (Objectively Verifiable Indicators/**OVI**):
১. জানুয়ারি ২০১৩ সাল থেকে বছরে কমপক্ষে ৩ টি জাতীয় পর্যায়ে টুর্ণামেন্ট আয়োজন করবে;
২. জানুয়ারি ২০১৩ সাল থেকে বছরে কমপক্ষে ১৫,০০০- ২৫,০০০ দর্শক খেলা দেখবে;
৩. জানুয়ারি ২০১৩ সাল থেকে সব ধরনের খেলোয়াড়গণ স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স ব্যবহার করতে পারবে।

| উদ্দেশ্য | ইনপুট | আউটপুট |
|---|---|---|
| ১. ২টি জেলায় (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ) খেলাধুলার জন্য নতুন অবকাঠামো নির্মাণ। | **২ টি স্টেডিয়ামের জন্য মোট অর্থ বরাদ্দ: ৩৪১১.১২** লক্ষ টাকা;<br><br>নকশা প্রণয়ণ ও অবকাঠামো নির্মাণে কারিগরি সহায়তাদান। | **চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ স্টেডিয়াম:** ভূমি উন্নয়ন, পেলাসিডিং, খেলার মাঠ উন্নয়ন (মাটি ভরাট, ঘাস লাগানো),গ্রিল ফেন্সিং, ১২ ধাপ বিশিষ্ট নীচ তলা গ্যালারি, দোতলা প্যাভিলিয়ন ভবন, পায়ে হাঁটার রাস্তা, বারবেড তারের ফেন্সিংসহ সীমানা প্রাচীর, টয়লেট ও সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ। |
| ২. ৪টি জেলায় (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) বিদ্যমান স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন এবং ও ২টি জেলার (রাজশাহী ও খুলনা) বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর অধিকতর উন্নয়ন সাধন | **৪ টি স্টেডিয়াম ও ২ টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এ জন্য মোট অর্থ বরাদ্দ: ৭১৩১.০৮** লক্ষ টাকা;<br><br>নকশা প্রণয়ণ ও অবকাঠামো নির্মাণে কারিগরি সহায়তাদান। | **ময়মনসিংহ স্টেডিয়াম:** খেলার মাঠ উন্নয়ন, সীমানা দেয়াল, দোতলা প্যাভিলিয়ন ভবন, ১২ ধাপ বিশিষ্ট নীচ তলা গ্যালারি, খেলার মাঠের চারিপার্শ্বে আরসিসি ড্রেনসহ গার্ড ওয়াল; এমএস এঙ্গেল ও রডদ্বারা গ্রিল ফেন্সিং, হাঁটার রাস্তা, সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ।<br><br>**নাটোর স্টেডিয়াম:** খেলার মাঠ উন্নয়ন, এমএস এঙ্গেল দ্বারা গ্রিল ফেন্সিং, ড্রেন, গার্ড ওয়াল, নীচ তলা গ্যালারি নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা (আরসিসি) ও কার্পেটিং, গ্যালারি ও প্যাভিলিয়ন ভবন সংস্কার।<br><br>**টাঙ্গাইল স্টেডিয়াম:** খেলার মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো, এমএস এঙ্গেল ও রড দ্বারা গ্রিল ফেন্সিং, আরসিসি ড্রেন এবং গার্ড ওয়াল, নীচ তলা গ্যালারি নির্মাণ, সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা, প্যাভিলিয়ন ভবন সম্প্রসারণ, হাঁটার রাস্তা, প্রধান গেইট নির্মাণ।<br><br>**ফরিদপুর স্টেডিয়াম:** খেলার মাঠ উন্নয়ন, সীমানা দেয়াল, গ্যালারি নির্মাণ, টয়লেট নির্মাণ, হাঁটার রাস্তা, আরসিসি ড্রেন এবং গার্ড ওয়াল নির্মাণ।<br><br>**খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স:** মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো, হোস্টেল বিল্ডিং (দো-তলা) নির্মাণ, রুফটপ আরসিসি প্যারাপেট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা (আরসিসি), বারবেড তারের ফেন্সিংসহ সীমানা দেয়াল, জিমনেসিয়াম নির্মাণ, সুইমিং পুল নির্মাণ, প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ।<br><br>**রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স:** খেলার মাঠ উন্নয়ন,<br>ছয় তলা ফাউন্ডেশনসহ দো-তলা হোস্টেল কাম অফিস বিল্ডিং, সারফেস ড্রেন, সুইমিং পুল নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও সংযোগ রাস্তা (আরসিসি) নির্মাণ। |

**নোট:** প্রকল্পের প্রভাবে খেলাধুলার ক্ষেত্রে যে সকল উন্নয়ন হয়েছে তা পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

[2] সুত্র: আরডিপিপি প্রকল্প সারসংক্ষেপ-পার্ট-এ, লগ ফ্রেম, পয়েন্ট-১০, পৃষ্ঠা-৭

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্পের Log frame সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশক ও মাপকাঠি। চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলা শহরে দু'টি নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ; ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর জেলার স্টেডিয়ামসমূহের এবং খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় মহিলা কমপ্লেক্স-এর অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত লগ ফ্রেমে লক্ষ্য (Goal), উদ্দেশ্য (Objectives), উদ্দেশ্য যাচাই নির্দেশক (Objectively verifiable indicators), যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of verification) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত লগ ফ্রেমের আলোকে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পের আউটপুট (output) অর্থাৎ চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জে ২টি নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ এবং ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নাটোর, ফরিদপুর জেলা স্টেডিয়াম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর অধিকতর উন্নয়ন কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।

**প্রকল্পের অর্জিত আউটপুট:**

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলায় ২টি নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ; ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুরের ৪টি জেলা স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন এবং খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর অধিকতর উন্নয়ন। লগ ফ্রেমে বর্ণিত আউটপুট অনুযায়ী সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাস্তব চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কাজ কম বা বেশি করতে হয়েছে, যেমন- মাটি ভরাট করে জমি উচু করার ক্ষেত্রে বরাদ্দের তুলনায় কোথাও মাটি কম লেগেছে এবং কোথাও মাটি বেশি লেগেছে; টাঙ্গাইল স্টেডিয়ামের পূর্বের একতলা ভবনটির ভিত বেশি মজবুত না হওয়ায় উপরের তৃতীয় তলার প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি, ময়মনসিংহ ও হবিগঞ্জে জমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে সীমানা দেয়াল নির্মাণ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। কাজ কম হওয়ার কারণে এ সম্পর্কিত ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে (সারণী-৩ দ্রষ্টব্য)। এ ছাড়া চারটি স্টেডিয়ামের (খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ) মাঠে প্রকল্প অনুমোদিত এলুভিয়াল মাটির সাথে বালির আধিক্য লক্ষ্য করা যায় এবং ঘাস লাগানো অপর্যাপ্ত হয়েছে।

লগ ফ্রেমে Means of Verification (MOV) এ বর্ণিত প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য আরডিপিপি, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর), মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে সংরক্ষিত পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল/সেবাক্রয় সংক্রান্ত নথিসমূহ যাচাই করে দেখা যায় যে প্রকল্পের মালামালসমূহ স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে ল্যাবরেটরি টেষ্ট করানো হয়েছে এবং টেষ্টের মান মোটামুটি সন্তোষজনক।

লগ ফ্রেমে বর্ণিত Important Assumption (IA) সমূহ যাচাই করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি সময়মত অনুমোদিত হয়েছে, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ঠিকাদারদের সাথে সময়মত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং সময়মত অর্থ ছাড় হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থা, মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা, খেলোয়াড়, দর্শক, ক্লাব সদস্য, খেলার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে সাক্ষাৎকার ও আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ সকল সাক্ষাৎকার ও আলোচনার মাধ্যমে লগ ফ্রেমে বর্ণিত তিনটি উদ্দেশ্য যাচাই নির্দেশকের (Objectively Verifiable Indicators (OVI) বিপরীতে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরুপ:

| উদ্দেশ্য যাচাই নির্দেশক (OVI) | প্রাপ্ত ফলাফল |
|---|---|
| জানুয়ারি ২০১৩ সাল থেকে বছরে কমপক্ষে ৩টি জাতীয় পর্যায়ে টুর্ণামেন্ট আয়োজন করা | ২০১৩ সাল থেকে ৮টি প্রকল্প জেলার মধ্যে মাত্র ১টি তে (নাটোর) জাতীয় পর্যায়ে ১টি ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট হয়েছিল। এছাড়া অন্য কোথাও জাতীয় পর্যায়ের কোন টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে গত ৪ বছরে স্থানীয় পর্যায়ে প্রত্যেক স্টেডিয়ামে আন্তঃ জেলা, জেলা, বয়সভিত্তিক |

| উদ্দেশ্য যাচাই নির্দেশক (OVI) | প্রাপ্ত ফলাফল |
|---|---|
| | এবং স্কুল টুর্ণামেন্টসহ মোট ২৫৭ টি টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন খেলায় আনুমানিক মোট ৩২২ টি ক্যাম্প করা হয়েছে। |
| জানুয়ারি ২০১৩ সাল থেকে বছরে কমপক্ষে ১৫,০০০- ২৫,০০০ দর্শক খেলা দেখবে | বর্তমানে প্রতিটি স্টেডিয়ামে বছরে প্রায় ১২,০০০-২০,০০০ দর্শক খেলা দেখতে আসে। যদিও এই সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রার চাইতে কম তবে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্প পূর্ব দর্শক সংখ্যার (৫০০০) চাইতে অনেক বেশি। |
| জানুয়ারি ২০১৩ সাল থেকে সব ধরণের খেলোয়াড়গণ স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স ব্যবহার করতে পারবে | প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো ৭ টি জেলায় সব ধরণের খেলোয়াড়গণ ব্যবহার করছে। তবে খুলনায় সুইমিং পুল ও জিমনেসিয়াম ব্যবহার যোগ্য না হওয়ায় এবং তা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর না করার ফলে খেলোয়াড়গণ তা ব্যবহার করতে পারছে না। |

### ১.৩ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

**সারণী-১ এক নজরে প্রকল্পের তথ্য**

(লক্ষ টাকায়)

| বিবরণ | মূল | সংশোধিত | ব্যয় বৃদ্ধি (মূল প্রকল্পের %) |
|---|---|---|---|
| ক) মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ৯৭৮১.১৩ | ১০৭২৫.২০ | ৯৪৪.০৭ (৯.৬৫%) |
| খ) প্রকৃত ব্যয় | ১০৫৫২.৪৯ (সংশোধিত বরাদ্দের ৯৮.৩৮%) | | |
| গ) অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রকল্প ব্যয়ের) | ৭৭১.৩৬ (৭.৮৯%) | | |
| ঘ) বাস্তবায়ন কাল | জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৩ (৩০ মাস) | জানুয়ারি ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ (৩৬ মাস) | |
| ঙ) দ্বিতীয়বার মেয়াদ বৃদ্ধি | জানুয়ারি ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ (৪৮ মাস) | | |
| চ) অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের) | ১৮ মাস (৬০%) | | |
| ছ) প্রকল্পের অর্থায়ন | বাংলাদেশ সরকার | | |
| জ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | | |
| ঝ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা | জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | | |
| ঞ) প্রকল্প এলাকা | চুয়াডাঙ্গা, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নাটোর, ফরিদপুর, রাজশাহী ও খুলনা | | |

**১.৩.১ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

মূল প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৯৭৮১.১৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৪/০২/২০১১ তারিখ 'ECNEC' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পভুক্ত কিছু কিছু কার্যক্রমের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন, কিছু নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করার কারণে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন হয়। অতঃপর প্রকল্পের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি অর্থাৎ জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ এবং ব্যয় ১০৭২৫.২০ লক্ষ টাকায় প্রকল্পটি ২৭/০৬/২০১৩ তারিখে ১ম সংশোধিত হয়। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত অর্থাৎ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয় এবং উক্ত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষিত হয়। মূলতঃ প্রকল্পের কিছু কাজের পরিধি বৃদ্ধি, টেন্ডার অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্প ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি পায় বলে আরডিপিপি'তে উল্লেখ রয়েছে।

**১.৩.২ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ**

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিজস্ব জনবল রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১ জন প্রকল্প পরিচালক, ২ জন প্রকল্প প্রকৌশলী, ৪ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ৩ জন ওয়ার্ক অ্যাসিসট্যান্ট, ২ জন কম্পিউটার অপারেটর এবং ১ জন ড্রাইভার প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

**১.৩.৩ প্রকল্পের বছর ভিত্তিক এডিপি/আরডিপিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ঃ**

প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৭২৭.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে মোট অবমুক্ত হয়েছে ১০৭২৭.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমান ১০৫৫২.৪৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সংশোধিত প্রকল্প ব্যয়ের ৯৮.৩৭%। পিসিআর-এ বাস্তব কাজের অগ্রগতি ১০০% দেখানো হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে ১৭৪.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় কম হয়েছে যা সমর্পণযোগ্য। তবে পিসিআর-এ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৭২.৫১ লক্ষ টাকা এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৭৫.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ১৭৪.৫১ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা এবং ক্রমপুঞ্জিত অর্জিত অগ্রগতি সারণী-২ এ বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিক সময়ে অবমুক্ত করা হয়েছে।

**সারণী-২ এডিপি/আরডিপিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ঃ**

**(লক্ষ টাকায়)**

| অর্থ বছর | মূল এডিপি বরাদ্দ | আরডিপি বরাদ্দ | অবমুক্ত | ব্যয় | সমর্পণকৃত অর্থ |
|---|---|---|---|---|---|
| ২০১০-১১ | ১৩৪.৭৭ | ৩০.০০ | ৩০.০০ | ৩০.০০ | |
| ২০১১-১২ | ৫৩৩২.২৩ | ৩৩২১.০০ | ৩৩২১.০০ | ৩৩২১.০০ | |
| ২০১২-১৩ | ৩১০৮.১৩ | ৪৬০০.০০ | ৪৬০০.০০ | ৪৫৭৩.০০ | ২৭.০০ |
| ২০১৩-১৪ | - | ২৭০১.০০ | ২৭০১.০০ | ২৬২৮.৪৯ | ৭২.৫১ |
| ২০১৪-১৫ | - | ৭৫.০০ | ৭৫.০০ | - | ৭৫.০০ |
| **মোটঃ** | **৯৭৮১.১৩** | **১০৭২৭.০০** | **১০৭২৭.০০** | **১০৫৫২.৪৯** | **১৭৪.৫১** |

### ১.৩.৪ অর্থায়নের অবস্থা:

প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সালে মোট ১০৫৫২.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই বা আর্থিক লেনদেন বাকি নেই মর্মে পরিলক্ষিত হয়।

### ১.৪ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ, আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যয়:

নিম্নের সারণী-তে আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের জেলা ভিত্তিক প্রধান প্রধান কাজের বিপরীতে আর্থিক ও বাস্তব বরাদ্দ, প্রকৃত ব্যয় ও ব্যয়ের হার বর্ণনা করা হল (সারণী-৩)।

**সারণী-৩ প্রকল্পের আওতায় জেলা ভিত্তিক প্রধান প্রধান কাজের বিপরীতে বরাদ্দ ও ব্যয়**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | কাজের বিবরণ | আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ | | প্রকৃত ব্যয় | | বরাদ্দ ও ব্যয়ের হার (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব |
| ক) চুয়াডাঙ্গা জেলা স্টেডিয়াম (নতুন নির্মিত) | | | | | | | |
| ১. | ভূমি উন্নয়ন, খেলার মাঠ উন্নয়ন, ঘাস লাগানো | ৪৮৯.৬৭ | ২১০১১৭ | ৪৮৯.৬৪ | ২১০৪৭৯ | ৯৯.৯৯ | ১০০ |
| ২. | গ্রিল ফেন্সিং ও আরসিসি ড্রেন | ৭৩.৩৯ | ৬৯৪.৫ | ৭৩.৩৫ | ৬৯৪.৫ | ৯৯.৯৫ | ১০০ |
| ৩. | ১২ ধাপ বিশিষ্ট গ্যালারি নির্মাণ | ৭৩১.০৫ | ৬৫০০ | ৭২৯.৮২ | ৬২৬৪.১০ | ৯৯.৮৩ | ৯৬.৩৭ |
| ৪. | দোতলা প্যাভিলিয়ন ভবন (মিটার) | ২৪৩.৯৮ | ৭২৫ | ২৪৩.৯৫ | ৭২৫ | ৯৯.৯৯ | ১০০ |
| ৫. | পায়ে হাঁটার রাস্তা (বর্গ মিটার) | ৫.৯৭ | ৪৭৫ | ৫.৯৭ | ৪৭৫ | ১০০ | ১০০ |
| ৬. | কাঁটা তারের বেড়াসহ সীমানা দেয়াল (বর্গ মিটার) | ৫৯.০৭ | ১২৭৫ | ৫৯.১৭ | ১২৭৯ | ১০০ | ১০০ |
| ৭. | টয়লেট (৮ টি) | ২৭.১৮ | ৮ | ২৭.১৮ | ৮ | ১০০ | ১০০ |
| ৮. | সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা (আরসিসি) (মিটার) | ৭০.৬৯ | ৪৭০০ | ৭০.৬৭ | ৪৬৫৮ | ৯৯.৯৭ | ৯৯.১১ |
| **মোট-ক):** | | **১৭০১** | - | **১৬৯৯.৭৫** | - | **৯৯.৯৩** | - |
| খ) হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম (নতুন নির্মান) | | | | | | | |
| ১. | ভূমি উন্নয়ন (কিউবিক মিটার) | ২০৬.৫১ | ২৫৮১৩৫ | ২০৩.৮৩ | ২৫৪৭৮৭ | ৯৮.৭০ | ৯৮.৭০ |
| ২. | পালিসেডিং | ২৫.২৬ | ৩৬৮০ | ২৫.১২ | ৩৬৬০ | ৯৯.৪৫ | ৯৯.৫ |
| ৩ | খেলার মাঠ উন্নয়ন (মাটি ভরাট, ঘাস লাগানো) | ২৪.১৩ | ৬৭১০ | ২৪.০২ | ৬৬৮৭ | ৯৯.৫৪ | ৯৯.৬৬ |
| ৪. | গার্ড ওয়াল সহ আরসিসি ড্রেন এবং গ্রিল ফেন্সিং (মিটার) | ৮২.৭৮ | ৫০৪ | ৮২.৭৮ | ৫০৪ | ১০০ | ১০০ |
| ৫. | ১২ ধাপ বিশিষ্ট গ্যালারি (বর্গ মিটার) | ৮৭৪.৫২ | ৫৩৫৩ | ৮৭৪.৫২ | ৫৩৫৩ | ১০০ | ১০০ |
| ৬. | দোতলা প্যাভিলিয়ন ভবন | ২৯২.৫৪ | ৭৬৬ | ২৯২.৫২ | ৭৬৬ | ৯৯.৯৯ | ১০০ |
| ৭. | পায়ে হাঁটার রাস্তা(বর্গ মিটার) | ২৫ | ৯৬৯ | ২৫ | ৯৬৯ | ১০০ | ১০০ |
| ৮. | কাঁটা তারের বেড়াসহ সীমানা দেয়াল (মিটার) | ৬৪.০৩ | ৮৩৪ | ৬৪.০৩ | ৮৩৪ | ১০০ | ১০০ |
| ৯. | টয়লেট (৬ টি) | ৩০.৫৭ | ৬ | ২৫.৪৮ | ৫ | ৮৩.৩৫ | ৮৩ |
| ১০. | সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা | ৮৪.৭৮ | ৪৭৯৮ | ৮৪.৭৮ | ৪৭৯৮ | ১০০ | ১০০ |

| ক্রমিক নং | কাজের বিবরণ | আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ | | প্রকৃত ব্যয় | | বরাদ্দ ও ব্যয়ের হার (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব |
| | (আরসিসি) (বর্গ মিটার) | | | | | | |
| | **মোট খ):** | **১৭১০.১২** | **-** | **১৭০২.০৮** | | **৯৯.৬৫** | **৯৯.৫৩** |
| | **গ) ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়াম (অধিকতর উন্নয়ন)** | | | | | | |
| ১. | সীমানা দেয়াল (মিটার) | ৭৮.৩০ | ৯০০ | ৭৮.২৫ | ৬৫৫ | ৯৯.৯৪ | ৭৮.৮ |
| ২. | দোতলা প্যাভিলিয়ন ভবন | ২৬১.৮০ | ৮৫৪ | ২৪৮.৭১ | ৮৫৪ | ৯২.৮৯ | ১০০ |
| ৩. | ১২ ধাপ বিশিষ্ট গ্যালারি (বর্গ মিটার) | ৮০০.৩৮ | ৫৮২৭ | ৭৩৫.২০ | ৫৮২৭ | ৯১.৮৬ | ১০০ |
| ৪. | খেলার মাঠ উন্নয়ন | ১৭০.৭৩ | ৮৩৫০ | ১৬৭.৩৫ | ৮৩৫০ | ৯৮.০২ | ১০০ |
| ৫. | খেলার মাঠের চারিপার্শ্বে আরসিসি ড্রেনসহ গার্ড ওয়াল | ৫৬.৯৫ | ৫৪৯ | ৫৬.১৬ | ৫৪৯ | ৯৮.৬১ | ১০০ |
| ৬. | এমএস এঙ্গেল ও রডদ্বারা গ্রিল ফেন্সিং (মিটার) | ১৭.৭৯ | ৫৪৯ | ১৭.৭৯ | ৫৪৯ | ১০০ | ১০০ |
| ৭. | হাঁটার রাস্তা (ওয়াক ওয়ে) | ১৫.৬৯ | ১০৫৭ | ১৫.৬৯ | ১০৫৭ | ১০০ | ১০০ |
| ৮. | সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ সড়ক | ৯২.৩০ | ৫২০০ | ৬০.৮৮ | ৫২০০ | ৬৫.৯৬ | ১০০ |
| | **মোট গ):** | **১৪৯৩.৯৪** | | **১৩৮০.০৩** | | **৯১.৯৬** | |
| | **ঘ) নাটোর জেলা স্টেডিয়াম (অধিকতর উন্নয়ন)** | | | | | | |
| ১. | খেলার মাঠ উন্নয়ন | ৪৯.৮৮ | ১০৭০০ | ৪৬.৮৩ | ১০৭০০ | ৯৩.৮৯ | ১০০ |
| ২. | এমএস এঙ্গেল দ্বারা গ্রিল ফেন্সিং, ড্রেন, গার্ড ওয়াল | ৪৭.৩৭ | ৫৩০ | ৪৭.৩৭ | ৫৩০ | ১০০ | ১০০ |
| ৩. | গ্যালারি নির্মাণ | ৭৯৪.৯৩ | ৪৫৭০ | ৭৯০.৫৩ | ৪৫৪২ | ৯৯.৪৪ | ৯৯.৩৯ |
| ৪. | গ্যালারি ও প্যাভিলিয়ন ভবন সংস্কার | ২২ | | ২২ | | ১০০ | |
| ৫. | অভ্যন্তরীণ রাস্তা (আরসিসি) ও কার্পেটিং (বর্গ মিটার) | ৫৭.১৬ | ৩৮৭০ | ৫৬.৭০ | ৩৮৩৯ | ৯৯.২০ | ৯৯.২০ |
| | **মোট ঙ):** | **৯৪৯.৩৪** | | **৯৪১.৪৩** | | **৯৯.১৭** | |
| | **ঙ) টাঙ্গাইল স্টেডিয়াম (অধিকতর উন্নয়ন)** | | | | | | |
| ১. | খেলার মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো | ৩৬.২০ | ১০৩২০ | ৩৬.১২ | ১০৩২০ | ৯৯.৭৮ | ১০০ |
| ২. | এমএস এঙ্গেল ও রডদ্বারা গ্রিল ফেন্সিং (মিটার) | ৩১.৪৬ | ৫৭৪ | ৩১.৪৬ | ৫৭৪ | ১০০ | ১০০ |
| ৩. | আরসিসি ড্রেন এবং গার্ড ওয়াল (মিটার) | ৬১.৬০ | ৫৬০ | ৬২.৪৮ | ৫৬৮ | ১০০ | ১০০ |
| ৪. | গ্যালারি নির্মাণ (বর্গ মিটার) | ৩৪৯.৩৪ | ২৬২০ | ৩৪৪.৭৭ | ২৫৯৪ | ৯৮.৬৯ | ৯৯ |
| ৫. | সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ সড়ক (বর্গ মিটার) | ৭১.৭৪ | ৪৩০৯ | ৭১.৬৩ | ৪৩০২ | ৯৯.৮৫ | ৯৯ |
| ৬. | প্যাভিলিয়ন ভবন সম্প্রসারণ | ৫৬.২২ | ৩৭২ | ৫৬.২২ | ০ | ১০০ | ০ |
| ৭. | হাঁটার রাস্তা (বর্গ মিটার) | ১৫.৩৪ | ১০২০ | ১৫.৩৪ | ১০২০ | ১০০ | ১০০ |
| ৮. | প্রধান গেইট | ৩.৬৩ | ৫ | ৩.৬৩ | ৫ | ১০০ | ১০০ |
| | **মোট ঘ):** | **৬২৫.৫৩** | **-** | **৬২১.৬৫** | | **৯৯.৩৮** | |
| | **চ) ফরিদপুর জেলা স্টেডিয়াম (অধিকতর উন্নয়ন)** | | | | | | |
| ১. | খেলার মাঠ উন্নয়ন (কিউএম) | ৫০.৬৮ | ১০৮০০ | ৫০.৬৮ | ১০৮০০ | ১০০ | ১০০ |
| ২. | সীমানা দেয়াল (মিটার) | ২৩.০৫ | ৩৬২ | ২২.৯২ | ৩৬০ | ৯৯.৪৪ | ৯৯.৪৫ |

| ক্রমিক নং | কাজের বিবরণ | আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ | | প্রকৃত ব্যয় | | বরাদ্দ ও ব্যয়ের হার (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব |
| ৩. | গ্যালারি নির্মাণ | ৭২৮.৩১ | ৪৫৩২ | ৭২৮.৩১ | ৪৫৬৬ | ১০০ | ১০০ |
| ৪. | টয়লেট (৪ টি) | ১৮.৯২ | ৪ | ১৮.৯২ | ৪ | ১০০ | ১০০ |
| ৫. | হাঁটার রাস্তা (বর্গ মিটার) | ৬২.৭৩ | ৪৩২৬ | ৬২.৪১ | ৪২৯১ | ৯৯.৪৯ | ৯৯.১৯ |
| ৬. | আরসিসি ড্রেন এবং গার্ড ওয়াল (মিটার) | ৪৭.৪৫ | ৪৯০ | ৪৭.৪৫ | ৪৯০ | ১০০ | ১০০ |
| | **মোট চ):** | **৯৩১.১৪** | | **৯৩০.৬৯** | | **৯৯.৯৫** | |
| | **ছ) খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (অধিকতর উন্নয়ন)** | | | | | | |
| ১. | মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো (কিউএম) | ১২৫.৬৪ | ১০২৭০ | ১২৫.৪৫ | ১০২৬৪ | ৯৯.৮৫ | ৯৯.৯৪ |
| ২. | হোস্টেল বিল্ডিং (দো-তলা) নির্মাণ (বর্গ মিটার) | ১৩১.০১ | ৬২৮ | ১২৯.৭৪ | ৬২৮ | ৯৯.০৩ | ১০০ |
| ৩. | রুফটপ আরসিসি প্যারাপেট ((বর্গ মিটার) | ১.৪২ | ৭৯ | ১.০০ | ৭০ | ৭০.৪২ | ৮৮.৬১ |
| ৪. | অভ্যন্তরীণ রাস্তা (আরসিসি) (বর্গ মিটার) | ৩৫.৫৪ | ১৬৩৮ | ৩৫.৪৮ | ১৬৩৮ | ৯৯.৮৩ | ১০০ |
| ৫. | কাঁটা তারের বেড়াসহ সীমানা দেয়াল(মিটার) | ১৮.২৭ | ২২৩ | ১৮.১৬ | ২২৩ | ৯৯.৪০ | ১০০ |
| ৬. | জিমনেসিয়াম নির্মাণ (বর্গ মিটার) | ৭৯১.৭৯ | ২৪১৭ | ৭৮০.২১ | ২৪১৭ | ৯৮.৫৪ | ১০০ |
| ৭. | সুইমিং পুল নির্মাণ, প্যাভিলিয়ন ভবন | ৮৩৯.৫৪ | ১৮৯৪ | ৮২৭.১০ | ১৮৯৪ | ৯৮.৫২ | ১০০ |
| | **মোট ছ):** | **১৯৪৩.২১** | - | **১৯১৭.১৪** | - | **৯৮.৬৬** | |
| | **জ) রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স** | | | | | | |
| ১. | খেলার মাঠ উন্নয়ন (বর্গ মিটার) | ২.১২ | ৭০৬৫ | ২.০৪ | ৬৮১০ | ৯৬.২৩ | ৯৬.৩৯ |
| ২. | ছয় তলা ফাউন্ডেশনসহ দো-তলা হোস্টেল কাম অফিস ভবন (বর্গ মিটার) | ৩৩৮.২৮ | ৭৪৩ | ৩৩৮.২৭ | ৭৪৩ | ১০০ | ১০০ |
| ৩. | সারফেস ড্রেন (মিটার) | ২.২৫ | ১১৬ | ১.৭৮ | ৯১.৮ | ৭৯.১১ | ৭৯.১৪ |
| ৪. | সুইমিং পুল নির্মাণ (বর্গ মিটার) | ৮৪৩.০৪ | ১৯০০ | ৮৩৭.৯ | ১৮৯৬ | ৯৯.৩৯ | ৯৯.৭৯ |
| ৫. | অভ্যন্তরীণ ও সংযোগ রাস্তা (আরসিসি) | ২.২৪ | ১২০ | ২.২১ | ১১৮.৬৩ | ৯৮.৬৬ | ৯৮.৮৬ |
| | **মোট জ):** | **১১৮৭.৯৩** | | **১১৮৪.২** | | **৯৯.৬৮** | |

**সূত্র:** *আরডিপিপি এবং প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ২০১৪*

# অধ্যায়-২
# প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি
# (Methodology)

# অধ্যায়-২: প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি (Methodology)

## ২.১ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের পটভূমি

প্রতি বছর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের পাশাপাশি আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে সীমিত সংখ্যক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকে। এরই ধারাবাহিতায় আইএমইডি চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত ”২টি নতুন স্টেডিয়াম (চুয়াডাঙ্গা এবং হবিগঞ্জ) নির্মাণ, ৪টি জেলা (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল এবং ফরিদপুর) স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন এবং ২টি বিভাগীয় (খুলনা ও রাজশাহী) মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর অধিকতর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহন করে। এলক্ষ্যে আইএমইডি'র পরিপত্র অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'পার্টিসিপেশন প্রমোটার্স বাংলাদেশ লিমিটেড'কে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। প্রকল্প কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত 'পার্টিসিপেশন প্রমোটার্স বাংলাদেশ লিমিটেড'-এর সাথে আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক) এর মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে ৪ মাস মেয়াদে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০/০২/২০১৮ তারিখের মধ্যে খসড়া ইনসেপশন রিপোর্ট আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ এর মহাপরিচালক বরাবরে দাখিল করা হয়। প্রণীত ইনসেপশন রিপোর্টের উপর ২২/০২/২০১৮ তারিখে টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রতিবেদনটি বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। সভার আলোচনার আলোকে প্রতিবেদনটি পরিমার্জিতরূপে চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ০৬/০৩/২০১৮ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। স্টিয়ারিং কমিটির পরামর্শ/নির্দেশনাসমূহ প্রতিবেদনে যথাযথভাবে প্রতিফলনপূর্বক অনুমোদনের জন্য চূড়ান্ত ইনসেপশন রিপোর্ট ১৪/০৩/২০১৮ তারিখে দাখিল করা হয়।

চূড়ান্ত ইনসেপশন রিপোর্টের আলোকে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন (খসড়া) প্রস্তুত করা হয় এবং ০৬/০৫/২০১৮ তারিখে মহাপরিচালক বরাবরে দাখিল করা হয়। খসড়া প্রতিবেদনের উপর ০৭/০৫/২০১৮ তারিখে টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রতিবেদনটি বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। সভার আলোচনার আলোকে প্রতিবেদনটি সংশোধন করে ১৬/০৫/২০১৮ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। স্টিয়ারিং কমিটির পরামর্শ/নির্দেশনাসমূহ প্রতিবেদনে যথাযথভাবে প্রতিফলনপূর্বক প্রতিবেদনটি (খসড়া) ২৮/০৫/২০১৮ তারিখে মহাপরিচালক বরাবরে দাখিল করা হয়। খসড়া প্রতিবেদনটি বিগত ৩১/০৫/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদনটি সংশোধনপূর্বক মহাপরিচালক বরাবরে দাখিল করা হয়।

## ২.২ প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR)

১) প্রকল্পের পটভূমি উদ্দেশ্য, অনুমোদন, সংশোধন, অর্থায়নের উৎস, বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যয় ইত্যাদিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পর্যালোচনা।

২) প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতির তথ্য, অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ এবং টেবিল ও গ্রাফিক আকারে পর্যালোচনা।

৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন পরিমাপ করা।

৪) বিভিন্ন ক্রয় ও টেন্ডার প্রক্রিয়ায় পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।

৫) প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ, ক্রয় সামগ্রী ও সেবা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ, সঠিকভাবে ও যথাযথ জনবল দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা।

৬) টেন্ডার ডকুমেন্ট পর্যালোচনাপূর্বক সঠিক প্রক্রিয়ায় পণ্য ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং নির্মাণ কাজের গুণগত মান, পরিমাণ যথাযথভাবে হয়েছে কিনা সে বিষয়টি পর্যালোচনা করা।

৭) ক্রীড়া অবকাঠামো সৃষ্টি ও ক্রীড়া সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিকভাবে প্রকল্প এলাকা তথা সমগ্র দেশের দীর্ঘমেয়াদী আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব পর্যালোচনা করা।

৮) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সমস্যা যেমন বিলম্বে অর্থ অবমুক্ত, পণ্য সেবা ও পূর্ত কাজ সম্পাদনে বিলম্ব এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি হলে তা পর্যালোচনা।

৯) প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প কর্মকর্তাদের কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান।

১০) সমীক্ষার পর্যবেক্ষণসমূহ নিবিড় পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান।

১১) স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স ব্যবহার যাচাই করা এবং এ বিষয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।

১২) প্রকল্পের সুবিধাভোগী/স্টেকহোল্ডারদের মতামত সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা।

১৩) জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক সুইমিংপুল, মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, জিমনেসিয়াম-এর রক্ষণাবেক্ষণ, এবং ক্লাবসমূহের ব্যবহার পর্যালোচনা করা।

১৪) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাধুলার জন্য প্রকল্পে নির্মিত ক্রীড়া অবকাঠামোর ব্যবহার এবং এর সার্বিক ভূমিকা পর্যালোচনা।

১৫) চুক্তির মেয়াদকালের মধ্যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত প্রকল্প সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করা।

## ২.৩ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব

সমীক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করেছে:

| | |
|---|---|
| ১. | প্রভাব মূল্যায়নের জন্য কর্মপদ্ধতি প্রণয়ণ এবং প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট প্রণয়ন এবং তা চূড়ান্তকরণ। |
| ২. | মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ (ধার্যকৃত নমুনা অনুযায়ী প্রতিটি এলাকায় ষ্টেকহোল্ডার ও উপকারভোগীদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার, এফজিডি এবং কেআইআইএর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা)। |
| ৩. | সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণ বাছাই ও বিশ্লেষণ করা। |
| ৪. | প্রতিবেদন তৈরি ও দাখিল। |
| ৫. | প্রণীত প্রতিবেদন জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালায় উপস্থাপন ও অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ। |
| ৬. | প্রয়োজনীয় সংখ্যক চূড়ান্ত মূদ্রিত প্রতিবেদন দাখিল। |

## ২.৪ প্রভাব মূল্যায়ন কর্মপদ্ধতি (Methodology)

এ প্রকল্পটি মোট ২টি বিভাগীয় শহর ও ৬টি জেলা শহরে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৪ তে সমাপ্ত হয়েছে। গুণগত ও সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের টুলস/পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকল্পের উপকারভোগী এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার ও নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক প্রদত্ত কার্য পরিধির (TOR) আলোকে কার্যপদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়েছে। কার্যপরিধি অনুসারে প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ২টি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

**ক. সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ**

সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহের জন্য যেসব উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান প্রধান উৎসগুলো হলো প্রকল্পের ডিপিপি/আরএডিপি/এডিপি/আরডিপিপি, প্রকল্প অনুমোদন সম্পর্কিত বিভিন্ন কমিটি (ডিপিইসি. পিইসি, একনেক) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যকবিবরণী, আইএমইডি কর্তৃক প্রণয়নকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করার লক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন কমিটির, (পিএসসি, পিইসি ও পিআইসি) সভার কার্যবিবরণী, প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন, দ্রব্য সামগ্রীর গুণগতমান দেখার জন্য ল্যাবরেটরি টেস্টিং রিপোর্ট এবং সর্বপরি প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর)। RDPP ও PCR এবং ক্রয় সম্পর্কিত বিধিবিধান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

**খ. প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ (প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহ)**

প্রকল্পটির মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাদি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত। যার সুফল পাচ্ছে আপামর জনসাধারণ (পুরুষ ও মহিলা), খেলোয়াড়, দর্শক, ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জনবল, বিভিন্ন ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত সদস্যবর্গ। তাই প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য তাদেরকেই বিবেচনা করা হয়েছে যারা প্রকল্পের নির্মিত/বর্ধিত স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, জিমনেসিয়াম ইত্যাদি ব্যবহারকারী ।

### ২.৪.১ পরিমাণগত মূল্যায়নের নমুনায়ন (Sampling)

নির্দিষ্ট ফর্মুলা অনুযায়ী ৪৮০ নমুনা ধরা হয়েছে। যেহেতু মূল্যায়নটি ৮(আট)টি নির্দিষ্ট স্থানে করা হবে তাই সমানুপাতিক এবং তাকবন্দি (Stratified) নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। খুলনা ও রাজশাহীতে মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের জন্য নমুনার সংখ্যা একটু বেশি ধরা হয়েছে। যেহেতু সুবিধাভোগীর সংখ্যা জানা নেই, বিভাগীয় শহর বিধায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা বেশি হওয়া স্বাভাবিক। সর্বাধিক নমুনায়নের জন্য, P = 0. 50 অনুসরণ করা হয়েছে। ৫ % (error) ভুল ৯৫% আস্থার পর্যায়ে (Confidence level) রেখে সব ব্যবহারকারী জনগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ রেখে এবং নিম্নোক্ত ফর্মুলা ব্যবহার করে নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত জরিপের জন্য নমুনা আকার নির্ধারণের লক্ষ্যে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। সংখ্যাগত নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে শতকরা ৫% Confidence Intervel সহ ৯৫% আস্থার পর্যায়ের (Confidence level) ওপর ভিত্তি করে Sampling framework, calculation method, population & sample size নিম্নে দেয়া হল:

আনুমানিক নমুনা আকার **(estamated sample size)** $= \frac{Z^2 X p X q}{c^2}$

= ৪৮০

**এখানে,**

Z = ১.৯৬ (পরিসংখ্যান টেবিল থেকে প্রাপ্ত Z-মান ৯৫% আস্থার স্তরের জন্য মান ১.৯৬)

P = একটি নমুনা বাছাই এর শতকরা ভাগ (probability of picking a sample unit) = ০.৫, যা দশমিকে প্রকাশ করা হয়েছে (নমুনা আকার নির্ধারণের জন্য ০.৫ ব্যবহার করা হয়েছে)

q = (1-p) = ০.৫

c = আস্থার স্তরের ব্যবধান (confidence interval) যা দশমিকে প্রকাশ করা হয়েছে যা ৫% ভুল ও ৯৫% আস্থার পর্যায়) (confidence interval) হিসাবে বিবেচ্য অর্থাৎ ০.০৫ = ৫%

নমুনায়িত স্টেডিয়াম ব্যবহারকারী হতে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে নমুনা তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্লাস্টার স্যাম্পলিং পদ্ধতি (Cluster Sampling method) এবং স্তরক্রম দ্বৈবচয়ন নমুনা বাছাই পদ্ধতি (Stratified Random Sampling method) ব্যবহার করা হয়েছে (সারণী-৪)।

**সারণী-৪ ক্যাটাগরি ভিত্তিক Population ও Sample Size নিম্নের টেবিলে দেখানো হয়েছে :**

| স্টেডিয়ামের ধরণ | সার্ভের নাম স্তরক্রম (stratified sampling) | নমুনা সংখ্যা |
|---|---|---|
| নতুন নির্মিত স্টেডিয়াম = ২টি<br>বিদ্যমান স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন= ৪টি<br>মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন= ২টি | স্টেডিয়ামের খেলোয়াড় (individual Interview) | ১২ জন × ৮ টি = ৯৬ জন |
| | স্টেডিয়ামের দর্শক (individual Interview) | ১৮ জন × ৮ টি = ১৪৪ জন |
| | স্টেডিয়ামের অন্যান্য ব্যবহারকারী (individual Interview) ব্যবসায়ী, প্রাতঃভ্রমণকারী, সুইমিংপুল ব্যবহারকারী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ইত্যাদি। | ১৮ জন × ৮ টি = ১৪৪ জন |
| | জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য/কর্মকর্তা (FGD/KII) অন্যান্য সুবিধাভোগীগণ | প্রতি এলাকায় ১ টি এফজিডি এবং প্রতি এফজিডিতে ৬ জন × ৮ টি =৪৮ জন |
| | প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (KII)/ অন্যান্য সুবিধাভোগীগণ | ৩ জন × ৮ টি = ২৪ জন |
| | প্রকৌশল বিভাগ/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (KII) | ৩ জন × ৮ টি =২৪ জন |
| **মোট:** | **৬ টি স্তর** | **৪৮০ জন** |

**সারণী-৫ প্রকল্পের আওতাভুক্ত স্টেডিয়ামসমূহ ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স এর তথ্যদাতার নমুনা বিন্যাস**

| | নমুনা বিন্যাস (পুরুষ/মহিলা) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **প্রকল্প/স্টেডিয়ামের অবস্থান** | **স্টেডিয়ামের খেলোয়াড়** | **স্টেডিয়ামের দর্শক** | **স্টেডিয়ামের অন্যান্য ব্যবহারকারী** | **জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য/কর্মকর্তা** | **প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা** | **প্রকৌশল বিভাগ/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা** |
| চুয়াডাঙ্গা | ১২ | ১৮ | ১৮ | ৬ | ৩ | ৩ |
| হবিগঞ্জ | ১২ | ১৮ | ১৮ | ৬ | ৩ | ৩ |
| ময়মনসিংহ | ১২ | ১৮ | ১৮ | ৬ | ৩ | ৩ |
| নাটোর | ১২ | ১৮ | ১৮ | ৬ | ৩ | ৩ |
| টাঙ্গাইল | ১২ | ১৮ | ১৮ | ৬ | ৩ | ৩ |
| ফরিদপুর | ১২ | ১৮ | ১৮ | ৬ | ৩ | ৩ |
| খুলনা | ১২ | ১৮ | ১৮ | ৬ | ৩ | ৩ |
| রাজশাহী | ১২ | ১৮ | ১৮ | ৬ | ৩ | ৩ |
| **মোটঃ** | **৯৬** | **১৪৪** | **১৪৪** | **৪৮** | **২৪** | **২৪** |

**নমুনা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রস্তাবিত সব ধরণের উত্তর দাতার (Respondent) জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নমালা ছিলঃ**

| | |
|---|---|
| ক) প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রকৌশল বিভাগ/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা | প্রশ্নমালা-১ |
| খ) জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তার জন্য প্রশ্নমালা | প্রশ্নমালা-২ |
| গ) স্টেডিয়ামের খেলোয়াড় | প্রশ্নমালা-৩ |
| ঘ) স্টেডিয়ামের দর্শক ও অন্যান্য ব্যবহারকারী | প্রশ্নমালা (ক ও খ)-৪ |

প্রাথমিকভাবে প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্টসমূহ ঢাকার নিকটবর্তী একটি স্টেডিয়ামে প্রি-টেষ্ট করার পর প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়।

**তথ্য সংগ্রহ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর ধরণ:**

প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে নমুনায়িত স্টেডিয়াম ব্যবহারকারীর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় সরাসরি পরিদর্শন ও উপকারভোগীদের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ছাড়াও গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতির মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- FGD পরিচালনা (জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক, ক্লাব প্রতিনিধি পুরুষ/মহিলা, স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, স্থানীয় পর্যায়ের বিশিষ্ট খেলোয়াড় পুরুষ/মহিলা, স্থানীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি, জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি উপকারভোগী)।
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের (KII) সঙ্গে চেকলিস্ট ব্যবহারের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার (প্রকল্প পরিচালক, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট উইং-এর কর্মকর্তা, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি, পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকৌশল বিভাগের প্রধান, সংশ্লিষ্ট জেলার জাতীয় পর্যায়ের বিশিষ্ট খেলোয়াড় পুরুষ/মহিলা)।
- অবজারভেশন চেকলিস্ট ব্যবহার করে নির্মিত অবকাঠামোর মান নির্ণয়।

আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক) এর মহাপরিচালক, সংশ্লিষ্ট পরিচালক ও সহকারী পরিচালক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে থেকে প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর নির্বাচিত আটটি স্টেডিয়ামের তালিকা, জেলা ক্রীড়া সংস্থার যোগাযোগের ঠিকানা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের নির্দেশিকা ও প্রশ্নমালাসহ এ সব প্রশিক্ষিত তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে ২টি গ্রুপে (প্রতি গ্রুপে ২ জন করে) তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত স্টেডিয়াম এলাকায় পাঠানো হয়। প্রত্যেক সাক্ষাৎকারীর ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করা হয়েছে (সংযোজণী-২)।

## ২.৫ গুণগত নিবিড় সাক্ষাৎকার পর্যালোচনা

প্রকল্প এলাকায় সরাসরি পরিদর্শন ও উপকারভোগীদের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ছাড়াও গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**ক) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা (KII):**

প্রকল্প পরিচালক, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট উইংয়ের কর্মকর্তা, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি/কমিটির সদস্য, পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকৌশল বিভাগের প্রধান, সংশ্লিষ্ট জেলার জাতীয় পর্যায়ের বিশিষ্ট খেলোয়াড় পুরুষ/মহিলা কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সবল ও দুর্বল দিক, প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি, বিভিন্ন কার্যক্রমের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া

মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর সভাপতি ও জেলা প্রশাসক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন ক্লাবের সভাপতি, স্থানীয় পর্যায়ের জাতীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলোয়াড়ের সাথে সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

**খ) দলগত আলোচনা** (Focus Group Discussion)

প্রকল্পের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ঠ বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে মত বিনিময় করার জন্য দলগত আলোচনা বা Foucus Group Discussion (FGD) করা হয়েছে। দলগত আলোচনায় স্টেডিয়াম নির্মাণ ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ, বর্ধিতকরণ কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা, প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, প্রকল্পের প্রভাব, অবকাঠামোর ব্যবহার প্রক্রিয়া, স্থায়িত্বশীলতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। দলগত আলোচনা (FGD) মূলতঃ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সদস্যদের সাথে। খুলনা এবং রাজশাহীতে মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যদের দলগত আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতি জেলায় ১ (এক)টি করে দলগত আলোচনা (FGD) করা হয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে দলগত আলোচনায় স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। FGD-তে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের মতামত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং মূল্যবান মতামত/সুপারিশ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**গ) কেস স্টাডি**

উপকারভোগীদের জীবনে এ প্রকল্পের প্রভাব এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন জানার একটি অন্যতম টুল বা উপায় হল কেস স্টাডি করা। প্রকল্পের উপকারভোগী খেলোয়াড়দের (বিশেষ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের) মধ্য হতে কিছু কেস স্টাডি পরিচালনা করা হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়দের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কেস স্টাডি লেখা হয়েছে।

কেস স্টাডি-১ আর্চারিতে সাউথ এশিয়া গেম এ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত- ইব্রাহিম (ফরিদপুর)
কেস স্টাডি-২ কাবাডি খেলায় জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন- রতন কুমার দাশ (টাঙ্গাইল)
কেস স্টাডি-৩ প্রতিভাবান মেয়ে ক্রিকেট খেলোয়াড়- লিপি আকতার (টাঙ্গাইল)
কেস স্টাডি-৪ জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় ও কোচ- পুজা রায় (খুলনা)

**ঘ) স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা**

প্রভাব মূল্যায়নে ধার্যকৃত প্রক্রিয়া অনুযায়ী টাঙ্গাইল (স্থানীয় পর্যায়ে) জেলায় দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক) এর মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আলোচনাপূর্বক সেমিনারের স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। সেমিনারে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং অংশগ্রহণকারীদের মতামত নেয়া হয়েছে। সেমিনারে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মহাপরিচালক, সংশ্লিষ্ট পরিচালক ও সহকারী পরিচালক অংশগ্রহণ করেছেন। এ সেমিনারে জেলা প্রশাসক (জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, স্থানীয় বিশিষ্ট খেলোয়াড় ও প্রকল্পের উপকারভোগীরা অংশগ্রহণ করেছেন।

**ঙ) প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)**

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে পরামর্শক দল কর্তৃক প্রকল্প পরিচালক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ/ক্রীড়া কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন ক্লাব প্রতিনিধি, স্থানীয় বিশিষ্ট খেলোয়াড়, উপকারভোগীসহ অনেকের সাথে মত বিনিময় করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া গিয়েছে।

**২.৬ প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম**

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পণা প্রণয়ম করা হয়।

**২.৬.১ বিদ্যমান রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা**

প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল প্রকারের রেকর্ডপত্রাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্পটি ২০১৪ সালে সমাপ্ত হওয়ার কারণে এবং বর্তমানে কোন প্রকল্প পরিচালক না থাকায় কিছু কিছু তথ্য এবং রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করার সময় বেশ বেগ পেতে হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত রেকর্ডপত্রসমূহ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে:

১) সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (RDPP)
২) প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন (PCR)
৩) প্রকল্পের আওতায় পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের রেকর্ড (পিপিআর ২০০৮)
৪) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাসমূহের নকশা (স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম সুইমিং পুল, হোস্টেল কাম অফিস বিল্ডিং)
৫) জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির তালিকা (আংশিক)
৬) জেলাভিত্তিক বাৎসরিক ক্রীড়া পঞ্জিকা (আংশিক)

**২.৬.২ তথ্য সংগ্রহের জন্য উপকরণাদি প্রণয়ন ও প্রি-টেষ্ট**

তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রস্তুতকৃত সকল প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট ব্যবহারের পূর্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত টিম সুক্ষভাবে প্রি-টেস্ট এর মাধ্যমে পর্যালোচনা করে তা চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নিম্নে বর্ণিত ১০ ধরণের প্রশ্নমালা নির্দেশিকা ও চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

**(১) পরিমাণগত পদ্ধতির জন্য :**

প্রশ্নমালা-১ প্রকল্প পরিচালক/ক্রীড়া পরিষদের প্রকৌশল বিভাগের প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে।

প্রশ্নমালা-২ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী/কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে।

প্রশ্নমালা-৩ স্টেডিয়াম/জিমনেসিয়াম/সুইমিংপুল ব্যবহারকারী খেলোয়াড়দের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে।

প্রশ্নমালা-৪ খেলা উপভোগকারী ও স্টেডিয়ামের সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে।

**(২) গুণগত পদ্ধতির জন্য:**

চেকলিষ্ট-১ বিশিষ্ট তথ্য দাতাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কে আই আই চেকলিস্ট তৈরি করা হয়েছে।

চেকলিষ্ট-২ ক্রীড়া সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে দলগতভাবে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এফজিডি চেকলিস্ট তৈরি করা হয়েছে।

চেকলিষ্ট-৩ নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট তৈরি করা হয়েছে।

চেকলিষ্ট-৪ পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী মালামাল/ সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট তৈরি করা হয়েছে।

চেকলিষ্ট-৫ নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি টেস্ট রিপোর্ট চেকলিস্ট তৈরি করা হয়েছে।

চেকলিষ্ট-৬ সার্বিক স্থাপনা বিষয়ে অবজারভেশন চেকলিস্ট তৈরি করা হয়েছে।

### ২.৬.৩ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য স্টাফ নিয়োগ

মোট ৬টি জেলা ও ২টি বিভাগীয় শহরে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। মোট ৮টি স্থান ও কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য মোট ৪ জন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করা হয় (ন্যূনতম বিএ পাশ)। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত টিম লিডার (প্রকৌশলী), সোসিও-ইকোনোমিক বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সদস্যগণ তথ্য সংগ্রহকারী দলের সাথে থেকে মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহে সহায়তা এবং কাজ মনিটর করেছেন।

### ২.৬.৪ মাঠ কর্মীদের প্রশিক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োগকৃত তথ্য সংগ্রহকারীদের ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা, তথ্য সংগ্রহের প্রস্তাবিত Methodology, তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা, তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন, মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক) এর মহাপরিচালক, সংশ্লিষ্ট পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক উপস্থিত থেকে মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প এলাকার প্রতিটি জেলায় পাঠানো হয়।

### ২.৬.৫ তথ্য সংগ্রহ

প্রভাব মূল্যায়ন টিম ৬ টি স্টেডিয়াম ও ২ টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। মূল্যায়ন টিমে ২ জন সিনিয়র টিম সদস্য এবং ৪ তথ্য সংগ্রহকারী ছিলেন এবং তাঁরা দু'টি সাব-টিমে ভাগ হয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। তথ্য সংগ্রহের শুরুতে টিম স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাথে পরিচিত হয় এবং মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে। তথ্য সংগ্রহকালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্থানীয় কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তাগণ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। এ ছাড়া স্থানীয় খেলোয়াড় (পুরুষ-মহিলা), দর্শক, খেলায় আগ্রহী ব্যক্তি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষক, সাংবাদিক, ক্রীড়া সংগঠক এবং ছাত্র-ছাত্রীগণ তথ্য ও মতামত প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করেন।

### ২.৬.৬ তথ্য সংগ্রহের মান নিয়ন্ত্রণে তত্ত্বাবধান ও পরামর্শদান

প্রতিটি তথ্য সংগ্রহকারী সাব-টিমে কমপক্ষে ১ জন সিনিয়র টিম মেম্বার বা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন যিনি তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে তদারকি করেছেন এবং সাথে থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও পরামর্শ দানের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে তথ্য সংগ্রহকালে কোন প্রকারের ভুল হলে অথবা তথ্য অসম্পূর্ণ থাকলে তা সংশোধনের পরামর্শ দেন। প্রতিদিন তথ্য সংগ্রহের পর তা আলোচনার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করা হয় এবং তথ্যে কোন প্রকারের ঘাটতি থাকলে তা পরের দিন পূরণ করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয় এবং প্রয়োজনে অন্য ব্যক্তির সাথে আলোচনা করে পূর্বে সংগৃহীত তথ্যের সঠিকতা যাচাই করা হয়েছে।

### ২.৬.৭ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, একত্রিতকরণ ও বিশ্লেষণ

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে উপযুক্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম ব্যবহার করে মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রক্রিয়া করা হয়েছে। তথ্য একত্রিতকরণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করা হয়েছে।

- মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত পূরণকৃত প্রশ্নপত্রসমূহ, চেকলিষ্ট ও নির্দেশিকার প্রত্যেকটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে প্রথমে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে;
- পরামর্শ প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে কোডিং ম্যানুয়েল তৈরি করা হয়েছে এবং কোডিং বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- প্রতিটি প্রশ্ন কোডিং করার আগে ভালভাবে পরীক্ষা/এডিট করা হয়েছে যাতে তথ্যের গুণগত মান বজায় থাকে এবং তথ্য ক্রুটিবিহীন হয়; তারপর কোডিং করা হয়েছে;
- গুণগত পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যাদি যেমন কেস ষ্টাডি, এফজিডি, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা এবং বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডারের মতামত সমূহ লিপিবদ্ধকরণ, একত্রিতকরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে;
- তথ্য কম্পিউটারে এন্ট্রি এবং ক্লিন করা হয়েছে;
- তথ্য গোছানোর পর বিশ্লেষণ ও টেবুলেশন করা হয়েছে;
- পরিমাণগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে তা শ্রেণিবিণ্যাস করা হয়েছে।

### ২.৬.৮ সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা:

| কার্যক্রমের বিবরণ | ফেব্রুয়ারি ২০১৮ | | | | মার্চ ২০১৮ | | | | এপ্রিল ২০১৮ | | | | মে ২০১৮ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ১ | ২ | ৩ |
| চুক্তি স্বাক্ষর | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা, প্রকল্প সংক্রান্ত দলিলাদি/ প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পর্যালোচনা, খসড়া ইনসেপশন রিপোর্ট প্রণয়ন ও দাখিল | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| ইনসেপশন রিপোর্ট অনুমোদন (টেকনিক্যাল কমিটি/ষ্টিয়ারিং কমিটি) | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন, এফজিডি/কেআইআই ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| টেবুলেশন প্লান তৈরী | | | | | | ■ | | | | | | | | | |
| ডাটা এন্ট্রি, ভেরিফেকেশন, ডাটা প্রসেসিং ও ডাটা এনালাইসিস | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| টেকনিক্যাল কমিটির মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও ষ্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| ষ্টিয়ারিং কমিটির মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও কর্মশালায় উপস্থাপন | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

# অধ্যায়-৩

# প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক পর্যালোচনা

## অধ্যায়-৩: প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক পর্যালোচনা

### ৩.১ প্রকল্প এলাকা, প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়, প্রকল্প সংশোধন এবং বাস্তবায়ন

কার্যাদেশ অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিটি জেলায় কাজের জন্য প্রাক্কলিত ও সংশোধিত ব্যয় নিম্নে বর্ণনা করা হলো (সারণী-৬)।

**সারণী-৬ জেলাভিত্তিক প্রকল্পের কাজ শুরু ও শেষের তারিখ এবং প্রাক্কলিত ও সংশোধিত বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়**

| প্রকল্পের বিবরণ | প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল | | প্রকল্পে প্রাক্কলিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| | শুরু | শেষ | | | |
| চুয়াডাঙ্গা স্টেডিয়াম নির্মাণ | ২০/১২/২০১১ | ২০/১২/২০১২ | ১৫২৪.১১ | ১৭০১.০০ | ১৬৯৯.৭৫ |
| হবিগঞ্জ স্টেডিয়াম নির্মাণ | ২৪/০২/২০১২ | ৩০/১২/২০১৪ | ১৭১০.৭৬ | ১৭১০.১২ | ১৭০২.০৮ |
| ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন | ১৮/১২/২০১১ | ৩০/১১/২০১৩ | ১৬০০.০০ | ১৪৯৩.৯৪ | ১৩৮০.০৩ |
| নাটোর জেলা স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন | ১৮/১২/২০১১ | ৩০/০৯/২০১৩ | ৩৭৭.৯৩ | ৯৪৯.৩৬ | ৬২১.৬৫ |
| টাঙ্গাইল জেলা স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন | ২৫/১২/২০১১ | ১৯/১২/২০১২ | ৬৬১.৫৭ | ৬২৫.৫৩ | ৯৪১.৪৩ |
| ফরিদপুর জেলা স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন | ২০/১২/২০১১ | ৩০/১২/২০১৩ | ৩৭৭.১১ | ৯৩১.১৪ | ৯৩০.৬৯ |
| খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স এর অধিকতর উন্নয়ন (প্যাকেজ-৭,৮,৯) | ১০/০১/২০১২<br>১৮/১২/২০১১<br>১২/০১/২০১২ | ৩০/১২/২০১২<br>৩০/০২/২০১২<br>৩০/০৪/২০১৪ | ১৬৯৩.৯২ | ১৯৪৩.২১ | ১৯১৭.১৪ |
| রাজশাহী বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স এর অধিকতর উন্নয়ন | ২০/০১/২০১২ | ১১/১০/২০১২ | ১১৪২.৬৭ | ১১৮৭.৯০ | ১১৮৪.১৬ |

**সূত্রঃ** *জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী*

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে কোন স্থানেই বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় হয়নি (সারণী-৬)। ব্যয় কম হওয়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে জমি অধিগ্রহণে জটিলতা, বাস্তবতার কারণে কোন কোন স্থানে কাজ কম করা বা বাদ দেওয়া হয়েছে।

**৩.২ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিলম্বঃ**

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক উন্নয়ন বাজেটের আওতায় "২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ), ৪টি জেলা স্টেডিয়ামের (ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নাটোর ও ফরিদপুর) এবং ২টি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর (রাজশাহী ও খুলনা) অধিকতর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প" বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি ৯৭৮১.১৩ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১১-২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৪/০২/২০১১ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পভুক্ত কিছু কিছু কার্যক্রমের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন, কিছু প্যাভিলিয়ন ও গ্যালারীর পাইলিং ড্রইং ডিজাইনে না থাকায়, পরবর্তীতে বাস্তবতায় নিরীখে পাইলিংয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকায়, প্রকল্প অঙ্গের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন, টেন্ডার রেট অনুযায়ী আর্থিক ব্যয় পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, ফলে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পিছিয়ে যায়। অতঃপর প্রকল্পের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি অর্থাৎ জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ এবং প্রকল্প ব্যয় ১০৭২৫.২০ লক্ষ টাকায় ২৭/০৬/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটি সংশোধিত হয়। কিন্তু টেন্ডার আহ্বান, টেন্ডার বাছাই, কার্য্যাদেশ প্রদান, নির্ধারিত সময়ে ঠিকাদার কর্তৃক বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন হয়নি। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় পিছিয়ে যায়। অতঃপর প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে দ্বিতীয়বার আরো (এক) বছর অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং উক্ত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

# অধ্যায়-৪

# প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়া ও গুণগত মান

## অধ্যায়-৪: প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়া ও গুণগত মান

### ৪.১ প্রকল্পের আওতায় পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ:

উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় প্রক্রিয়াকরণে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুসরণ করা অপরিহার্য। ডিপিপি/আরডিপিপিতে প্যাকেজ ভিত্তিক প্রতিটি ক্রয় প্যাকেজের জন্য অনুসরণীয় ক্রয় পদ্ধতি নির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। ক্রয় প্রক্রিয়ায় উল্লিখিত ক্রয় পদ্ধতি এবং পিপিআর ২০০৮ এর বিভিন্ন ধাপের ক্ষেত্রে নির্দেশনা অনুসরণ করেই ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা। "২টি নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা এবং হবিগঞ্জ), ৪টি জেলা (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল এবং ফরিদপুর) স্টেডিয়াম এবং ২টি বিভাগীয় (খুলনা ও রাজশাহী) মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর অধিকতর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ১১ টি ক্রয় প্যাকেজের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ক্রয় প্রক্রিয়াকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়াকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

| | |
|---|---|
| ৪.১.১ | দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে আরডিপিপিতে উল্লেখিত ক্রয় পদ্ধতি Open Tender Method (OTM) (পিপিআর ২০০৮ বিধি-৯০)ও Direct Procurement Method (DPM) (পিপিআর ২০০৮ বিধি-২৭ (৯),৮১ ও ৮২)) এবং Request for Quotation (RFQ) (পিপিআর ২০০৮ এ্যাক্ট এর সেকশন-৩২, অনুমোদিত বিধি ১৬ (৭) এর সিডিউল-II) অনুসরণ করা হয়েছে; |
| ৪.১.২ | ১ কোটি টাকার উর্দ্ধে ব্যয় বিধায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে; (পিপিআর ২০০৮, বিধি- ১৬ (১১) |
| ৪.১.৩ | প্রতিটি প্যাকেজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত তিনটি দৈনিক পত্রিকায় (দৈনিক জনকন্ঠ, দৈনিক করতোয়া ও দি নিউ এজ) ১৯-০৭-২০১১ ইং তারিখে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ স্মারক নং-এনএসসি/এফ.২-২৬৮৪/পঃওউঃ/২৬৯ এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়; পরবর্তীতে সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্মারক নং-এনএসসি/এফ.২/২৬৮৩/পঃওউঃ/৩০৩; তারিখ ১০-০৮-২০১১ ইং এর মাধ্যমে চারটি দৈনিক পত্রিকায় (দৈনিক জনকন্ঠ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক দি নিউ এজ ও দৈনিক দি নিউজ টুডে) প্রকাশ করা হয়; (পিপিআর ২০০৮, বিধি-৯০ (২) (i) |
| ৪.১.৪ | দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ছিল ০৮-০৯-২০১১ এবং ঐ দিন দরপত্র টেন্ডার ওপেনিং কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে দরপত্র খোলা হয়; (পিপিআর ২০০৮, বিধি-৮ (১), (২) ও (৮) |
| ৪.১.৫ | দরপত্র খোলার ৪৪ দিনের মধ্যে (২৩-১১-২০১১) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে; (পিপিআর ২০০৮, বিধি-১৯(১), ১১৭ (১০)) |
| ৪.১.৬ | দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (৯ জন) সদস্য রাখা হয়েছে। এর মধ্যে বর্হিবিভাগীয় ২ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; (পিপিআর ২০০৮, বিধি-৮ (১), (২) ও (৮) |
| ৪.১.৭ | দরপত্র সিডিউল জমা দেয়ার জন্য দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর ২৭ দিন সময় দেয়া হয়েছে; |
| ৪.১.৮ | সর্বনিম্ন দরদাতাদেরকে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড (NOA) প্রদান করা হয় (০৪-১২-২০১১) এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (৪ দিন) দরদাতা সম্মতি জানিয়েছেন (০৮-১২-২০১১); |
| ৪.১.৯ | নির্বাচিত দরদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ব্যক্তিগত কোন সম্পর্ক নেই মর্মে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সকল সদস্য কর্তৃক ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে; |
| ৪.১.১০ | দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্রে উল্লিখিত সকল তথ্য সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য/গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য বাদ পড়েনি মর্মে মূল্যায়ন কমিটির সকল সদস্য কর্তৃক যৌথ ঘোষণা দেয়া হয়েছে; |

বিগত ২৩-১০-২০১১ ইং তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির নয় জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সর্ব নিম্ন দরদাতাদের কার্যাদেশ প্রদান করা হয় (সারণী-৭)।

**সারণী-৭ প্রকল্প কর্তৃক বাছাইকৃত এবং নিয়োজিত ঠিকাদারদের তথ্য**

| জেলা | প্যাকেজ নং ও কাজের বিবরণ | দরপত্র সংখ্যা | | নির্বাচিত ঠিকাদার | প্রাথমিকভাবে মূল্যায়িত টাকা (লক্ষ টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | মোট প্রাপ্ত | রেসপনসিভ | | |
| চুয়াডাঙ্গা | ১-নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৮ | ৫ | মেসার্স আবুল কালাম আজাদ | ১৫১০ |
| হবিগঞ্জ | ২-নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ | ৯ | ৯ | মেসার্স মেঘনা ট্রেডার্স এন্ড আবদুল খালেক (জেভি) | ১৫৯৬ |
| ময়মনসিংহ | ৩- স্টেডিয়াম অধিকতর উন্নয়ন | ৫ | ৫ | মেসার্স পারিশা ট্রেড সিস্টেম লিঃ | ১৫৮০ |
| নাটোর | ৪- স্টেডিয়াম অধিকতর উন্নয়ন | ৪ | ২ | মেসার্স পারিশা ট্রেড সিস্টেম লিঃ | ৮৭৪ |
| টাঙ্গাইল | ৫- স্টেডিয়াম অধিকতর উন্নয়ন | ৪ | ২ | মেসার্স কে এন্টারপ্রাইজ | ৬৪১ |
| ফরিদপুর | ৬- স্টেডিয়াম অধিকতর উন্নয়ন | ১৩ | ৬ | মেসার্স রফিক কনস্ট্রাকশন লিঃ | ৩৬৫ |
| খুলনা | ৭- হোস্টেল নির্মাণ | ১২ | ১১ | মেসার্স আকতার এন্টারপ্রাইজ | ১৬৯ |
| | ৮- সুইমিং পুল নির্মাণ | ১০ | ৬ | এ্যাটকো ইন্টারন্যাশনাল লিঃ | ৭২৯ |
| | ৯- জিমনেসিয়াম নির্মাণ | ১০ | ৬ | তানজির কনস্ট্রাকশন | ৬৮১ |
| রাজশাহী | ১০- হোস্টেল নির্মাণ | ২০ | ১৮ | কে এইচ বি ই জেভি | ৩১৩ |
| | ১১- সুইমিং পুল নির্মাণ | ২০ | ১২ | টেকনিপ কর্পোরেশন | ৭১০ |
| **মোট:** | **১১ টি প্যাকেজ** | **১১৫** | **৮২** | **১০ টি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান** | **৯১৭২** |

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে প্রতিটি কাজ কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়েছে। তবে টাঙ্গাইলে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শে পূর্বে নির্মিত বিল্ডিংয়ের ভিত্তি তৃতীয় তলা প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণের জন্য উপযুক্ত হবে না বিধায় প্যাভিলিয়ন নির্মাণ না করে তার বিপরীতে বরাদ্দকৃত টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে।

### ৪.২ ক্রয়কৃত নির্মাণ উপকরণসমূহের ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল/গুণগতমান

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন নির্মাণ উপকরণের ল্যাবরেটরি পরীক্ষার রিপোর্ট/ফলাফল বিশ্লেষণ করে যায় যে প্রতিটি উপকরণ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা করানো হয়েছে যেমন- Bureau of Research, Testing and Consultation(BRTC under BUET), Consultancy Research & Testing Services (CRTS under KUET) ও Rajshahi University of Engineering and Technology (RUET) যা সারণী-৮ এর প্রথম কলামে বর্ণিত হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি উপকরণ সঠিক মানের ছিল।

## সারণী- ৮ ক্রয়কৃত নির্মাণ উপকরণসমূহের ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল:

| টেন্ডার অনুযায়ী নির্মাণ সামগ্রীর নাম | Compressive Strength of Concrete (min. value 2500psi) | Compressive Strength of Cement (min. value 3000psi) | FM test of local sand (min. value FM 1.2) | FM test of coarse sand (min. value FM 2.50) | Water absorption test of brick (min. value 15%) | Compressive Strength test of brick(min. value 2000psi) | Tensile strength test of rod 60000 psi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **১. চুয়াডাঙ্গা** | | | | | | | |
| CEMENT Shah special Date:23/01/12 (BRTC) | | 2850 psi. 7-days | | | | | |
| CEMENT Shah special Date:23/01/12 (BRTC) | | 5000 psi. 28-days | | | | | |
| SYLHET SAND Date:23/01/12 (BRTC) | | | | 2.90 | | | |
| MS bars BSL.G.40-275 Date:21/03/12 (BRTC), 20 MM | | | | | | | 71000 psi. |
| MS bars ACRM.G.40-300 Date:21/03/12 (BRTC), 16 MM | | | | | | | 82000 psi. |
| MS bars ACRM.G.40-300 Date:21/03/12 (BRTC); 10 MM | | | | | | | 60000 psi. |
| **২. হবিগঞ্জ** | | | | | | | |
| CYLINDER TEST Ratio=1:1.5:3 (8” dia,4” ht) Date:10/06/13 (BRTC) | 7673 psi 29-days | | | | | | |
| MS bars KSLM Date:07/04/13 (BRTC); 12 MM | | | | | | | 72000 psi. |
| **৩. ময়মনসিংহ** | | | | | | | |
| CYLINDER TEST Ratio=1:1.5:3 (8” dia,4” ht) Date:11/09/12 (BRTC) | 4030 psi. 28-days | | | | | | |
| CEMENT SEVEN RING (OPC) Date:04/06/12 (BRTC) | | 2790 psi. 3-days | | | | | |
| CEMENT SEVEN RING (OPC) Date:04/06/12 (BRTC) | | 4050 psi. 7-days | | | | | |
| MS bars Date:03/10/12 | | | | | | | 88455 psi. |

| টেন্ডার অনুযায়ী নির্মাণ সামগ্রীর নাম | Compressive Strength of Concrete (min. value 2500psi) | Compressive Strength of Cement (min. value 3000psi) | FM test of local sand (min. value FM 1.2) | FM test of coarse sand (min. value FM 2.50) | Water absorption test of brick (min. value 15%) | Compressive Strength test of brick(min. value 2000psi) | Tensile strength test of rod 60000 psi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (BRTC); 12 MM | | | | | | | |
| MS bars Date:03/10/12(BRTC); 12 MM | | | | | | | 96403 psi. |
| **৪. নাটোর** | | | | | | | |
| CEMENT Ultra-tech Date:06/02/12 (RUET) | | 2415 psi. 03-days | | | | | |
| CEMENT Ultra-Tech Date:06/02/12 (RUET) | | 2787 psi. 07-days | | | | | |
| SYLHET SAND Date:06/02/12 (RUET) | | | | 2.70 | | | |
| MS bars Date:26/02/12 (RUET); 20 MM | | | | | | | 94540 psi |
| MS bars Date:26/02/12 (RUET); 16 MM | | | | | | | 101,355 psi |
| **৫. টাঙ্গাইল** | | | | | | | |
| CEMENT Shah special Date:28/01/12 (BRTC) | | 4130 psi. 07-days | | | | | |
| CEMENT Shah special Date:28/01/12 (BRTC) | | 5000 psi. 28-days | | | | | |
| SYLHET SAND Date:23/01/12 (BRTC) | | | | 2.90 | | | |
| MS bars BSL.G.40-275 Date:21/03/12 (BRTC); 20 MM | | | | | | | 71000 psi |
| MS bars ACRM.G.40-300 Date:28/03/12(BRTC); 16 MM | | | | | | | 82000 psi |
| **৬. ফরিদপুর** | | | | | | | |
| CEMENT King Brand (PCC) Date:23/01/12 (BRTC) | | 3450 psi. 03-days | | | | | |
| CEMENT King Brand (PCC) Date:23/01/12 (BRTC) | | 4320 psi. 07-days | | | | | |
| SYLHET SAND | | | | 2.49 | | | |

| টেন্ডার অনুযায়ী নির্মাণ সামগ্রীর নাম | Compressive Strength of Concrete (min. value 2500psi) | Compressive Strength of Cement (min. value 3000psi) | FM test of local sand (min. value FM 1.2) | FM test of coarse sand (min. value FM 2.50) | Water absorption test of brick (min. value 15%) | Compressive Strength test of brick(min. value 2000psi) | Tensile strength test of rod 60000 psi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date:05/02/12 (BRTC) | | | | | | | |
| CEMENT King Brand (PCC) Date:23/01/12 (BRTC) | | 5250 psi. 28-days | | | | | |
| MEDIUM SAND Date:05/02/12 (BRTC) | | | 1.42 | | | | |
| MS bars SSMG-275 Date:07/02/12(BRTC) 20 MM | | | | | | | 65500 psi |
| ৭. খুলনা | | | | | | | |
| CEMENT Elephant Brand (OPC) Date:24/03/12 (BRTC) | | 2248 psi | | | | | |
| CEMENT Elephant Brand (OPC) Date:28/03/12 (CRTS) | | 3320 psi | | | | | |
| CEMENT Tiger Brand (OPC) Date:09/12/12 (BRTC) | | 2666 psi | | | | | |
| CEMENT Tiger Brand (OPC) Date:13/12/12 (CRTS) | | 3388 psi | | | | | |
| SYLHET SAND Date:11/12/12 (CRTS) | | | | 2.51 | | | |
| MS bars CSPL Date:15/10/12(CRTS) 12 MM | | | | | | | 84245 psi |
| ৮. রাজশাহী | | | | | | | |
| CYLINDER TEST Ratio=1:1.5:3 (8” dia,4” ht) Date:11/04/12 (BRTC) | 4200 psi. 28-days | | | | | | |
| CEMENT King Brand (OPC) Date:24/01/12 (BRTC) | | 2790 psi. 03-days | | | | | |

| টেন্ডার অনুযায়ী নির্মাণ সামগ্রীর নাম | Compressive Strength of Concrete (min. value 2500psi) | Compressive Strength of Cement (min. value 3000psi) | FM test of local sand (min. value FM 1.2) | FM test of coarse sand (min. value FM 2.50) | Water absorption test of brick (min. value 15%) | Compressive Strength test of brick(min. value 2000psi) | Tensile strength test of rod 60000 psi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMENT King Brand (OPC) Date:24/01/12 BRTC) | | 4050 psi. 07-days | | | | | |
| MS bars Date:28/03/12 (BRTC); 20 MM | | | | | | | 86890 psi |
| MS bars Date:28/03/12 BRTC); 16 MM | | | | | | | 90827 psi |

## ৪.৩ পি পি আর ২০০৮ অনুযায়ী মালামাল/ সেবা ক্রয় সংক্রান্ত -কেস স্টাডি

### কেস স্টাডি-১: চুয়াডাঙ্গা স্টেডিয়ামের নির্মাণ প্যাকেজের বিবরণ (পি পি আর ২০০৮ অনুযায়ী)

১. **স্টেডিয়ামের নাম:** চুয়াডাঙ্গা জেলা স্টেডিয়াম

২. **দরপত্র অনুযায়ী কাজের বিবরণ:** চুয়াডাঙ্গা জেলায় নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ (প্যাকেজ নং-১)

৩. **দরপত্র সংক্রান্ত বিবরণ:** উপরোক্ত কাজের জন্য ঠিকাদার নির্বাচিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ১৯-০৭-২০১১ ইং তারিখে দরপত্র আহ্বান করেন। জাতীয় দৈনিক প্রত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন ম্যানেজার দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক করতোয়া ও দি নিউ এজ পত্রিকায় প্রেরণ করেন। পত্রিকার স্মারক নং-এসসি-১৫৬৫/১১ এর মাধ্যমে দৈনিক জনকণ্ঠে (২১-০৭-২০১১ ইং), স্মারক নং- নাই/১১ এর মাধ্যমে দৈনিক করতোয়ার (২১-০৭-২০১১ইং) স্মারক নং সিজি-২৫২৪/১১ এর মাধ্যমে দি নিউ এজ (২১-৭-২০১১) মাধ্যমে পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হয়।

দরপত্র জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের রাজস্ব শাখা, প্রশাসক, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ডেপুটি কমিশনার কার্যালয় এবং বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় ঢাকাতে বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। দরপত্র বিক্রির শেষ সময় ছিল ১৭-০৮-২০১১ইং এবং দরপত্র দাখিলের নির্ধারিত সময় ছিল ১৮-০৮-২০১১ইং তারিখ পর্যন্ত। পরবর্তীতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্মারক নং এনএসসি/এফ ২-২৬৮৩/প:ওউ:/৩০৩; তারিখ ১০-০৮-২০১১ ইং এর মাধ্যমে সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক যুগান্তর, দি নিউ এজ এবং দি নিউজ টুডে পত্রিকায় প্রেরণ করা হয়। পত্রিকার স্মারক নং-এসসি-১৭০৩/১১এর মাধ্যমে দৈনিক জনকণ্ঠ ১২-০৮-২০১১, স্মারক নং-ডিজি-১৪১২/১১ এর মাধ্যমে দৈনিক যুগান্তর ১২-০৮-২০১১ইং, স্মারক নং-সিজি ২৭০৪/১১ এর মাধ্যমে দি নিউ এজ ১২-০৮-২০১১ এবং স্মারক নং-জিডি ১২৮৫/১১ এর মাধ্যমে দি নিউজ টুডে ১২-০৮-২০১১ইং পত্রিকায় সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দরপত্র বিক্রির শেষ সময় ছিল ০৭-০৯-২০১১ইং তারিখ পর্যন্ত । উক্ত তারিখ পর্যন্ত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে ১৪টি এবং বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয় ঢাকাতে ১টি সহ সর্বমোট ১৫(পনের)টি দরপত্র বিক্রি হয় এবং দরপত্র দাখিলের নির্ধারিত ০৮-০৯-২০১১ইং তারিখে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে ৬টি এবং বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয়, ঢাকাতে ২টি সহ সর্বমোট ৮(আট) টি দরপত্র পাওয়া যায়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির সভায় প্রাপ্ত দরপত্র সমূহ খোলা হয়। যার বিবরণী নিম্নরূপ:

১) মেসার্স আবুল কালাম আজাদ
২) টেকসিম ইঞ্জিনিয়ার্স (প্রাঃ) লিঃ
৩) শাহরিন হক মালিক
৪) কে এস এ-পি টি এস এল (জেভি)
৫) এম আর এস এম জে সি (জেভি)
৬) বি এফ এল-এইচ সি এল (জেভি)
৭) আই টি সি এল-এস টি সি (জেভি)
৮) মেসার্স আনাম ট্রেডার্স

পরবর্তীতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৩-১০-২০১১ইং তারিখে বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাকক্ষে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির ৯ জন সদস্যের উপস্থিতিতে (যার মধ্যে ২ জন বর্হিবিভাগীয়) সভা অনুষ্ঠিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্রমিক নং-১ মেসার্স আবুল কালাম আজাদ, ক্রমিক নং-২ টেকসিম ইঞ্জিনিয়ার্স (প্রাঃ) লিঃ ক্রমিক নং-৪ কেএসএ-পি টিএস ই ল (জেভি), ক্রমিক নং-৫, এম.আর. এস এম জেসি (জেভি) এবং ক্রমিক নং-৮, মেসার্স আনাম ট্রেডার্স এর দরপত্রসমূহ Responsive হিসেবে বিবেচিত হয়। এবং কমিটির সর্বসন্মতিক্রমে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে মেসার্স আবুল কালাম আজাদ কে কার্যাদেশ প্রদান করে ০৪-১২-২০১১ইং তারিখে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করেন।

৪. **নির্বাচিত দরদাতার সাথে চুক্তি:** নির্বাচিত দরদাতা মেসার্স আবুল কালাম আজাদের সাথে ১৫৮০ লক্ষ টাকায় ১৮-১২-২০১১ইং তারিখে কন্ট্রাক্ট অনুমোদন করে ঐ তারিখে কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষর করা হয়। পরবর্তীতে ২০-১২-২০১১ইং তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ২০-১২-২০১২ইং কিন্তু অতিবৃষ্টি ও বাহির হতে মাটি পেতে সমস্যা ও সিডিউল এর অতিরিক্ত কাজের অনুমোদনের কারণে ৮ মাস ১০ দিন অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়ে ৩০-০৮-২০১৩ ইং তারিখে কাজ শেষ হয়। মেসার্স আবুল কালাম আজাদকে ৮ম ও সর্বশেষ চলতি বিল হিসেবে ০৩-০৩-২০১৪ ইং তারিখে ৪৩,৭৩,৬৮৮.১৭ টাকা প্রদান করা হয়। এবং সর্বমোট বিল পরিশোধ করা হয়েছিলো ১৬,৯৯,৭৪,৯৫৯.১৭ টাকা।

৫. **সার্বিক মন্তব্য :** চুয়াডাঙ্গা জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ ও ক্রয় পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে। নির্বাচিত সর্বনিম্ন দরদাতাকে সব ক্রয় পদ্ধতি অনুসরন করে চুক্তির মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। তবে উপকরণ সংগ্রহে অতিরিক্ত সময় লাগার কারণে কাজ শেষ করতে বিলম্ব হয়েছে। তারপরও স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ মোটমুটি ভাল হয়েছে।

## কেস স্টাডি-২: ময়মনসিংহ স্টেডিয়ামের নির্মাণ প্যাকেজের বিবরণ (পি পি আর ২০০৮ অনুযায়ী)

১. **স্টেডিয়ামের নাম :** ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়াম।

২. **দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম:** ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়নের কাজ (প্যাকেজ নং-৩)।

৩. **দরপত্র সংক্রান্ত বিবরণ:** উপরোক্ত কাজের জন্য ঠিকাদার নির্বাচিত করার উদ্দেশ্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ স্মারক নং-এনএসসি/এফ.২-২৬৮৪/প:ওউ:/২৬৯: তারিখ ১৯-০৭-২০১১ইং এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা হয়। জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন ম্যানেজার দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক করতোয়া ও দি নিউ এজ পত্রিকায় প্রেরণ করা হয়। পত্রিকার স্মারক নং-

এসসি-১৫৬৫/১১এর মাধ্যমে দৈনিক জনকণ্ঠ ২১-০৭-২০১১ইং স্মারক নং-সিজি ২৫২৪/১১এর মাধ্যমে দি নিউ এজ ২১-০৭-২০১১ইং মাধ্যমে পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

দরপত্র জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের রাজস্ব শাখা, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ডেপুটি কমিশনার কার্যালয় এবং বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় ঢাকাতে বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। দরপত্র বিক্রির শেষ সময় ছিল ১৭-০৮-২০১১ইং এবং দরপত্র দাখিলের নির্ধারিত সময় ছিল ১৮-০৮-২০১১ইং পর্যন্ত।

পরবর্তীতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্মারক নং এনএসসি/এফ.২-২৬৮৩/প: উ:/৩০৩ তারিখ ১০-০৮-২০১১ইং এর মাধ্যমে সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হয়। জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক যুগান্তর, দি নিউ এজ এবং দি নিউজ টুডে পত্রিকায় প্রেরণ করা হয়। পত্রিকার স্মারক নং-এসসি-১৭০৩/১১এর মাধ্যমে দৈনিক জনকণ্ঠ ১২-০৮-২০১১, স্মারক নং-ডিজি-১৪১২/১১ এর মাধ্যমে দৈনিক যুগান্তর ১২-০৮-২০১১ইং, স্মারক নং-সিজি ২৭০৪/১১ এর মাধ্যমে দি নিউ এজ ১২-০৮-২০১১ এবং স্মারক নং ডিজি ১২৮৫/১১এর মাধ্যমে দি নিউজ টুডে ১২-০৮-২০১১ইং পত্রিকায় সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দরপত্র বিক্রির শেষ সময় ছিল ০৭-০৯-২০১১ইং তারিখ পর্যন্ত উক্ত তারিখ পর্যন্ত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে ১০টি এবং বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয়, ঢাকাতে ০১টিসহ সর্বমোট ১১(এগার)টি দরপত্র বিক্রী হয় এবং দরপত্র দাখিলের নির্ধারিত ০৮-০৯-২০১১ইং তারিখে শুধুমাত্র জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে ০৫(পাঁচ)টি দরপত্র পাওয়া যায়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির সভায় প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ খোলা হয়। যায় বিবরণী নিম্নরূপ:

১) পারিশা ট্রেড সিস্টেম লিঃ
২) বঙ্গ বিল্ডার্স এন্ড এম,এস, ই (জেভি)
৩) তমা কনস্ট্রাকশন এন্ড কোং লিঃ
৪) মেসার্স কিউ এইচ মাসুদ এন্ড কোং লিঃ
৫) এম আর এম-এম জে সি (জেভি)

পরবর্তীতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৩-১০-২০১১ইং তারিখে বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাকক্ষে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতি, সদস্য ও সদস্য সচিব সহ মোট ৯ (নয়) জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ০৫(পাঁচ)টি দরপত্রের সকল দরপত্রদাতা চাহিদা অনুযায়ী দরপত্রের শর্তসমূহ যথাযথভাবে পূরণ করায় Responsive হিসেবে বিবেচিত হয়। এবং কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে পারিশা ট্রেড সিস্টেম লিঃ কে কার্যাদেশ প্রদান করে ০৪/১২/২০১১ তারিখে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করেন।

৪. **নির্বাচিত দরদাতার সাথে চুক্তি:** নির্বাচিত দরদাতা পারিশা ট্রেড সিস্টেম লিঃ এর সাথে ১৫,৮০,২৩,৩৭৬.০০ টাকায় ১৫/১২/২০১১ ইং তারিখে কন্ট্রাক্ট অনুমোদন করে ঐ তারিখে কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষর করা হয়। পরবর্তীতে ১৮/১২/২০১১ ইং তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ৩০/১১/২০১৩ ইং তারিখ। পারিশা ট্রেড সিস্টেম লিঃ কে ৮ম ও সর্বশেষ চলতি বিল হিসেবে ২৪/১২/২০১৪ ইং তারিখে ১২,৯৫,৯৯,৭৫২.০০ টাকা প্রদান করা হয়। এবং সর্বমোট বিল পরিশোধ করা হয়েছিলো ১২,৯৫,৯৯,৭৫২.০০ টাকা।

৫. **সার্বিক মন্তব্য :** ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়াম অধিকতর উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ ও ক্রয় পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে। নির্বাচিত সর্বনিম্ন দরদাতাকে সব ক্রয় পদ্ধতি অনুসরন করে চুক্তির মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। তবে নির্বাচিত দরদাতার প্রতিষ্ঠানের মালিকের মৃত্যুর কারণে কাজ শেষ করতে বিলম্ব হয়েছে। তারপরও স্টেডিয়াম উন্নয়নের কাজ মোটমুটি ভাল হয়েছে।

# অধ্যায়-৫

# প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং প্রভাব যাচাই

## অধ্যায়-৫ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং প্রভাব যাচাই

সার্বিকভাবে দেশের খেলাধুলার মান উন্নয়ন, দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি, যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত স্টেডিয়াম নির্মাণ ও ক্রীড়া কমপ্লেক্সে বিভিন্ন ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়।

নিম্নে স্টেডিয়াম ও ক্রীড়া কমপ্লেক্স ভিত্তিক প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো।

### ৫.১ চুয়াডাঙ্গা জেলা স্টেডিয়াম (নব নির্মিত)

চিত্র-১ নবনির্মিত চুয়াডাঙ্গা জেলা স্টেডিয়ামের খেলার মাঠ

চুয়াডাঙ্গা শহরের জাফরপুর নামক স্থানে ১২.৮৩ একর জমির উপর নবনির্মিত চুয়াডাঙ্গা জেলা স্টেডিয়ামটি অবস্থিত। চুয়াডাঙ্গা স্টেডিয়ামটি নির্মাণের জন্য প্রকল্পে সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১৭০১.০০ লক্ষ টাকা । প্রকল্পের মাধ্যমে খেলার মাঠ উন্নয়ন, মাঠে ঘাস লাগানো, মাঠের চারিদিকে আরসিসি ড্রেন ও গার্ড ওয়াল, ১২ ধাপের ১৭০০ ফুট গ্যালারি নির্মাণ,গ্রিল ফেন্সিং, হাঁটার রাস্তা, দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন, সীমানা দেয়াল, সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ হাঁটার রাস্তা ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্ধারিত সকল অংগের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ কাজের অগ্রগতি ১০০% এবং ব্যয় হয়েছে

১৬৯৯.৭৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অঙ্গ সমূহের বাস্তবায়ন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে স্টেডিয়ামের পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা, স্থানীয় খেলোয়াড়, দর্শক, ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। প্রশ্নমালার মাধ্যমে খেলোয়াড়/দর্শক ও কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে স্টেডিয়ামের কাজের মান, খেলাধুলার মান, বিভিন্ন খেলাধুলা ও অনুষ্ঠান উদযাপন সংক্রান্ত তথ্যসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

**নির্মিত অবকাঠামোর বিবরণ নিম্নরূপ:**

**ভূমি ও মাঠ উন্নয়ন:** স্টেডিয়ামের মাঠ উন্নয়নের জন্য (মাটি ভরাট ও মাঠে ঘাস লাগানোর জন্য) প্রকল্পে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৪৮৯.৬৭ লক্ষ টাকা। প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী মাটি ভরাট করে মাঠটি উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ঘাস লাগানো হয়েছে। ভূমি ও মাঠ উন্নয়ন কাজ বাহ্যত মোটামুটি ভাল হয়েছে। তবে সরেজমিনে দেখা গিয়েছে যে মাঠের পানি সরানোর জন্য বসানো পাইপ লাইন ফেটে তা দিয়ে অনবরত পানি বের হয়ে গ্যালারির কিছু অংশের মাটি সরে যাচ্ছে এবং গ্যালারীর উক্ত অংশটি বর্তমানে বিপদজনক অবস্থায় আছে।

**গ্রিল ফেন্সিং নির্মাণ:** মাঠের চারিদিকে গ্রিল ফেন্সিং ও গার্ড ওয়ালসহ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পে এই কাজের জন্য ৭৩.৩৯ লক্ষ টাকা সংশোধিত বরাদ্দের সংস্থান ছিল। ড্রেন, গার্ড ওয়াল, গ্রিল ফেন্সিং নির্মিত হয়েছে এবং এই খাতে ব্যয় হয়েছে ৭৩.৩৫ লক্ষ টাকা। ফেন্সিং নির্মাণে মাঠের নিরাপত্তা অনেকাংশে নিশ্চিত হয়েছে। ড্রেন নির্মাণে গ্যালারির নীচে মাঠের চারিদিকে পানি নিষ্কাশন সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। ফেন্সিং ও ড্রেন নির্মাণ কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছে।

**দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন ও গ্যালারী নির্মাণ:**স্টেডিয়ামে ১২০ ফুট ×৬৫ ফুট মাপের তিন তলা ভিত এর উপর একটি দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনে স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক কাজ করা হয়েছে এবং আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। প্যাভিলিয়ন ভবনের জন্য সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দের সংস্থান ছিল ২৪৩.৯৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৪৩.৯৫ লক্ষ টাকা। সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী ১০০% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্যাভিলিয়ন ও গ্যালারির দেয়ালে ফাটল দেখা গিয়েছে। গ্যালারি ও ওয়াক ওয়েতে প্রচুর বড় বড় গাছের চারা ও জংলি গাছ জন্মেছে, যার দ্বারা বুঝা যায় যে স্টেডিয়ামটি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছেনা।

**হাঁটার রাস্তা নির্মাণ:** স্টেডিয়ামের চারিদিকে হাঁটা চলার সুবিধার জন্য হাঁটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। ৪৭৫.০০ বর্গমিটার হাঁটার রাস্তার জন্য প্রকল্পে ৫.৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের সংস্থান ছিল এবং সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় হয়েছে। এই কাজের ফলে স্টেডিয়ামের চারিদিকে দর্শকদের চলাচলের সুবিধা হয়েছে এবং দর্শকগণ সহজেই গ্যালারীতে আসন গ্রহণ করতে পারে। হাঁটার রাস্তা নির্মাণ কাজ বাহ্যত ভাল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

**কাঁটাতারের বেড়াসহ সীমানা দেয়াল নির্মাণ:** স্টেডিয়ামের মাঠের চারিদিকে ১২৭৫.০০ বর্গ মিটার কাঁটাতারের বেড়াসহ সীমানা দেয়াল নির্মাণ কাজের জন্য প্রকল্পে ৫৯.০৭ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কাঁটাতারের বেড়াসহ সীমানা দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৫৯.১৭ লক্ষ টাকা। চারিদিকে সীমানা দেয়াল নির্মাণে সার্বিকভাবে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

**সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ:** স্টেডিয়ামের প্রবেশ পথ ও অভ্যন্তরে হাঁটা চলার জন্য ৪৭০০.০০ ফুট এপ্রোচ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এ কাজের জন্য প্রকল্পে ৭০.৬৯ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এবং ব্যয় হয়েছে ৭০.৬৭ লক্ষ টাকা। সংযোগ সড়ক ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মিত হওয়ায় স্টেডিয়ামে হাঁটার চলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নির্মাণ কাজ বাহ্যত ভাল হয়েছে।

**বিভিন্ন খেলা/টুর্ণামেন্টের আয়োজন:** স্টেডিয়াম পরিদর্শনকালে স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনায় জানা যায় প্রকল্প শুরু হওয়ার পূর্বে চুয়াডাঙ্গায় ছোট একটি স্টেডিয়াম ছিল যা খেলার জন্য বিশেষ ব্যবহার হতো না। টুর্ণামেন্ট, প্রতিযোগিতা, খেলাধুলার অনুশীলন ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে খেলাধুলার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ও খেলোয়াড় সৃষ্টিতে এই জেলা পিছিয়ে ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর বিভিন্ন খেলায় যুব সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন খেলোয়াড় সৃষ্টি ও খেলাধুলার প্রশিক্ষণ প্রদান/অনুশীলন হচ্ছে। ২০১৪-১৫ বছর হতে ২০১৬-১৭ বছর পর্যন্ত সমাপ্ত প্রতিবছরে গড়ে ৭টি করে স্থানীয় টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে (সারণী-৯)।

**সারণী-৯ বিভিন্ন খেলা/ টুর্ণামেন্টের আয়োজন:**

| বছর | টুর্ণামেন্ট আয়োজনের সংখ্যা | |
|---|---|---|
| | জাতীয় পর্যায় | স্থানীয় পর্যায় |
| ২০১৩-১৪ | ০ | ০ |
| ২০১৪-১৫ | ০ | ৬ |
| ২০১৫-১৬ | ০ | ৬ |
| ২০১৬-১৭ | ০ | ৯ |
| মোট: | ০ | ২১ |

**চুয়াডাঙ্গা নতুন জেলা স্টেডিয়াম এর উপর সার্বিক পর্যবেক্ষণ/মন্তব্য:**

চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরে পূর্বে একটি ছোট স্টেডিয়াম ছিল যা খেলার জন্য ব্যবহার হতো না। ফলে এই জেলায় খেলাধুলার মান উন্নয়ন, দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি, জেলার যুবক শ্রেণিকে খেলাধুলায় আগ্রহী করা এবং বিভিন্ন খেলাধুলায় প্রশিক্ষণ/অনুশীলন ইত্যাদি হতে অনেকটা বঞ্চিত ছিল। প্রকল্পের মাধ্যমে স্টেডিয়াম নির্মিত হওয়ায় খেলাধুলায় জেলার মান উন্নয়নের এক ইতিবাচক ফলাফল আসছে। স্টেডিয়ামে বর্তমানে প্রতিবছর স্থানীয় পর্যায়ে ক্যাম্প ও টুর্ণামেন্ট হচ্ছে। যুবক শ্রেণি খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হয়ে নিয়মিত অনুশীলন করছে। অনেক যুবক খেলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে আয় করার সুযোগ পাচ্ছে । তবে স্টেডিয়ামের নিজস্ব কোন আয় না থাকায় রক্ষণাবেক্ষণ যথাযথভাবে হচ্ছেনা। স্টেডিয়ামে জাতীয় পর্যায়ে টুর্ণামেন্ট আয়োজন, স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন খেলাধুলার টুর্ণামেন্ট আয়োজন, উপজেলা এমনকি গ্রাম পর্যায় থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহ ও অনুশীলন ব্যবস্থা আরো জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক রয়েছে প্রতীয়মান হয়। এ ব্যাপারে স্টেডিয়ামের নিজস্ব আয়ের পথ সৃষ্টি ও সরকারি আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে।

## ৫.২ হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম (নব নির্মিত)

চিত্র-২ নবনির্মিত হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামের গ্যালারী ও খেলার মাঠ

হবিগঞ্জ জেলা শহরের সুলতান মোহাম্মদপুর  নামক স্থানে ১১ একর জমির উপর নবনির্মিত হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামটি অবস্থিত। হবিগঞ্জ স্টেডিয়ামটি নির্মাণের জন্য প্রকল্পে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ১৭১০.১২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৭০২.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৯৯.৫৩ শতাংশ। প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন, খেলার মাঠ, মাটি ভরাট, ড্রেসিং ও ঘাস লাগানো সহ উন্নয়ন, খেলার মাঠের চারিদিকে গ্রিল ফেন্সিং ওয়ার্ক, গ্যালারি নির্মাণ, দোতলা প্যাভিলিয়ন ভবন, পায়ে হাঁটার রাস্তা, সীমানা প্রাচীর, সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা, টয়লেট নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। নির্ধারিত কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন-এর ব্যবহার ও বর্তমান অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। স্টেডিয়ামের ব্যবস্থাপনার কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা, স্থানীয় খেলোয়াড়, দর্শক, ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করা হয়। প্রশ্নমালার মাধ্যমে খেলোয়াড়/দর্শক ও কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে স্টেডিয়ামের কাজের গুণগত মান, খেলাধুলার মান বিভিন্ন খেলাধুলার অনুশীলন ও মাঠে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে সার্বিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

**নির্মিত অবকাঠামোর বিবরণ নিম্নরুপ:**

**ভূমি ও মাঠ উন্নয়ন :** হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামটি নতুন করে নির্মিত হয়েছে। মাটি ভরাট করে স্টেডিয়াম এলাকা উন্নয়ন করা হয়েছে বলে প্রদত্ত তথ্যে জানা যায়। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২৫৮১৩৫ কিউসি মাটি ভরাটের জন্য ২০৬.৫১ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রদত্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ২৫৪৭৮৭.৫০ কিউসি মাটি ভরাট করে উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২০৩.৮৩ (৯৮.৭০%) লক্ষ টাকা। অতঃপর উক্ত অংশে মাটি ভরাট/লেভেলিং ও ড্রেসিং এবং ঘাস

লাগিয়ে মাঠ উন্নয়ন করা হয়। উক্ত কাজের জন্য ২৪.১৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২৪.০২ লক্ষ টাকা। ভূমি ও মাঠ উন্নয়ন কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছে।

**গ্রিল ফেন্সিং ও আরসিসি ড্রেন নির্মাণ:** মাঠের চারিদিকে গ্রিল ফেন্সিং ও আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। এ কাজের জন্য ৮২.৭৮ লক্ষ টাকা সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে ৮২.৭৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১০০% টাকা ব্যয় হয়েছে। ফেন্সিং নির্মাণে মাঠের নিরাপত্তা অনেকাংশে নিশ্চিত হয়েছে।

**গ্যালারি নির্মাণ:** প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৩৫৩ বর্গ মিটার গ্রাউন্ড ফ্লোর ও ৫৩৫৩ বর্গ মিটার সুপার স্ট্রাকচার গ্যালারি নির্মাণের জন্য যথাক্রমে ৮৭৪.৫২ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১০০%। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তব কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ্যালারি নির্মাণে কাজের মান মোটামুটি ভাল হয়েছে। গ্যালারি নির্মাণের ফলে দর্শকদের বসে স্বাচ্ছন্দে খেলা উপভোগ করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তবে স্টেডিয়ামের কিছু অংশে জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ৩০০ ফুট গ্যালারি নির্মাণ করা হয়নি  যা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রাখা হয়েছে।

**দোতলা প্যাভিলিয়ন ভবন:** স্টেডিয়ামে ১২০ফুট ×৬৫ ফুট পরিমাপের দ্বিতল একটি প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মিত হয়েছে। প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণের জন্য সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ২৯২.৫৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৯২.৫২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১০০%। ভবনে স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক কাজ করা হয়েছে এবং আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। প্যাভিলিয়ন ভবনটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

**পায়ে হাঁটার রাস্তা :** স্টেডিয়ামের চারিদিকে দর্শকদের হাঁটা চলার সুবিধার্থে ৯৬৯.০০ বর্গ মিটার হাঁটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এই কাজের জন্য ২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২৫.০০ লক্ষ (১০০%)। অর্থাৎ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হাঁটার রাস্তা নির্মিত হয়েছে। এই রাস্তা নির্মাণে দর্শক ও জনগণের হাঁটা-চলার সুবিধা হয়েছে, যা স্টেডিয়াম নির্মাণের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

**সীমানা দেয়াল:** স্টেডিয়ামের চারিদিকে নিরাপত্তার জন্য ৮৩৪.০০ বর্গমিটার সীমানা দেয়াল নির্মাণের সংস্থান ছিল বরাদ্দ ছিল ৬৪.০৩ লক্ষ টাকা। সমুদয় অর্থ অর্থাৎ ১০০% ব্যয়ে সীমানা দেয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দেয়াল নির্মিত হওয়ায় স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা কিছুটা নিশ্চিত হয়েছে।

**সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা:** বরাদ্দের বিপরীতে প্রকল্পে ৮৪.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৭৯৮ মিটার সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণের সংস্থানের বিপরীতে ১০০% আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। অর্থাৎ মাঠে প্রবেশ পথ ও গ্যালারির নীচে স্টেডিয়ামের ভিতরে মাঠের চারি পার্শ্বে হাঁটা চলার সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মিত হয়েছে। এই রাস্তা নির্মাণ কাজ বাহ্যত মোটামুটি ভাল হয়েছে এবং দর্শকদের চলাচলের ও গ্যালারিতে উঠানামার জন্য সুবিধা হয়েছে। স্টেডিয়ামের প্রবেশপথে ময়লা আবর্জনা ও আগাছায় ভরা দেখা যায়।

**টয়লেট:** ৩০.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬টি টয়লেট নির্মাণের সংস্থান ছিল। তবে ৬টির পরিবর্তে ৫টি নির্মিত হয়েছে। বাস্তবতার নিরীখে পরিমাপ পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানা যায়। এ কাজে ব্যয় হয়েছে ২৫.৪৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রস্তুবিত ব্যয়ের ৮৩.৩৫%।

**বিভিন্ন খেলা/টুর্ণামেন্ট আয়োজন:** স্টেডিয়াম পরিদর্শনকালে স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থা ও ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনায় জানা যায় প্রকল্প শুরু হওয়ার পূর্বে হবিগঞ্জে কোন স্টেডিয়াম ছিল না। ফলে খেলাধুলার সুব্যবস্থার অভাব ছিল। খেলাধুলার মান উন্নয়ন, দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি ইত্যাদিতে এই জেলা অনেকটা পিছিয়ে ছিল। প্রকল্পের মাধ্যমে স্টেডিয়াম নির্মিত হওয়ায় জেলার খেলাধুলার মান উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতি যুব সমাজ আকৃষ্ট হচ্ছে এবং দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টিতে একটি ইতিবাচক ফলাফল আসছে। গত ৩ বছরে হবিগঞ্জ স্টেডিয়ামে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন খেলার মোট ২৭ টি টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে (সারণী-১০)।

**সারণী-১০ বিভিন্ন খেলা/ টুর্ণামেন্টের আয়োজন:**

| সন | টুর্ণামেন্ট আয়োজনের সংখ্যা | |
|---|---|---|
| | জাতীয় পর্যায় | স্থানীয় পর্যায় |
| ২০১৩-১৪ | ০ | ০ |
| ২০১৪-১৫ | ০ | ৯ |
| ২০১৫-১৬ | ০ | ৮ |
| ২০১৬-১৭ | ০ | ১০ |
| মোট: | ০ | ২৭ |

**হবিগঞ্জ নতুন জেলা স্টেডিয়াম সম্পর্কে সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য:**

হবিগঞ্জ জেলা শহরে পূর্বে কোন স্টেডিয়াম ছিল না, ফলে এই জেলার খেলাধুলার মান উন্নয়ন, দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি, তৃনমূল থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহ করে বিভিন্ন খেলাধুলার নিয়মিত অনুশীলন, জেলার যুব শ্রেণিকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করা ইত্যাদি সম্ভব ছিলনা। জনগণের খেলাধুলা, বিনোদন ও ব্যায়াম করার জন্য কোন উন্মুক্ত স্থান ছিল না। প্রকল্পের মাধ্যমে স্টেডিয়াম নির্মিত হওয়ায় খেলাধুলার মান উন্নয়নে ইতিবাচক ফলাফল আসছে। স্টেডিয়ামে প্রতি বছর বিভিন্ন খেলাধুলার টুর্ণামেন্ট হচ্ছে। যুবকশ্রেণি এখন খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। তবে স্টেডিয়ামের নিজস্ব কোন আয় নেই। ফলে রক্ষণাবেক্ষণে ও পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে। সরকারি পর্যায়ে যা বরাদ্দ পাওয়া যায় তা খুবই অপ্রতুল।

তবে সার্বিকভাবে বলা যায় স্টেডিয়ামে নিজস্ব আয় বৃদ্ধি, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে টুর্ণামেন্টের আয়োজন বৃদ্ধি, তৃণমূল থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহ ও বিভিন্ন খেলাধুলায় প্রশিক্ষণ/অনুশীলন, মহিলা খেলোয়াড়দের বিভিন্ন খেলাধুলায় প্রশিক্ষণ, স্টেডিয়ামের পরিবেশ সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম আরো জোরদার এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম নিবিড় মনিটরিং করার উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক।

## ৫.৩ ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়াম (অধিকতর উন্নয়নকৃত)

চিত্র-৩ অধিকতর উন্নয়নকৃত ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়ামের প্রধান প্রবেশ পথ

ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়ামটি শহরের কাচি ঝুলি নামক স্থানে ১৫.৫ একর জমির উপর অবস্থিত। স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে স্টেডিয়ামের চারিদিকে ১২ ধাপ বিশিষ্ট গ্যালারি, দ্বিতল প্যাভিলিয়ন, সীমানা দেয়াল, গ্রিল ফেন্সিং, হাঁটার রাস্তা, সংযোগ সড়ক, ভূমি ও মাঠ উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়।

**নির্মিত অবকাঠামোর বিবরণ নিম্নরুপ:**

**ভূমি ও মাঠ উন্নয়ন :** প্রথমে নীচু জমিতে ৫৮,০১০ কিউবিক মিটার মাটি ভরাট করে জমি উঁচু করা হয়। পরে ৮৩৫০.০০ কিউবিক মিটার এলুভিয়াল মাটিদ্বারা মাঠ উন্নয়ন করা হয় এবং ২১৬১০.০০ বর্গ মিটার জমিতে ঘাস লাগানো হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন, মাঠ নির্মাণ ও ঘাস লাগানোর জন্য প্রকল্পে ১৭০.৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল কিন্তু ব্যয় হয়েছে ১৬৭.৩৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ (৯৮.০২%)। তবে মাঠে বালুর আধিক্য বেশি বলে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং মাটি ভরাটের কাজ ভাল হয়নি বলে মনে হয়েছে ।

**গ্রিল ফেন্সিং:** প্রকল্পে ৫৪৯.০০ কিউবিক মিটার গ্রিল ফেন্সিং নির্মাণের লক্ষ্য মাত্রা ছিল এবং এজন্য ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১৭.৭৯ লক্ষ টাকা। গ্রিল ফেন্সিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এখাতে ব্যয় হয়েছে ১৭.৭৯ (১০০%) লক্ষ টাকা। স্টেডিয়ামের চারপাশে ফেন্সিং হওয়ায় দর্শকদের মাঠের ভিতর অনুপ্রবেশ রোধ করা হয় যা খেলোয়াড়দের নিরাপত্তায় সহায়ক হয়েছে।

**প্যাভিলিয়ন ভবন:** প্রকল্পে একটি দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্যাভিলিয়নে স্যানিটারি, বৈদ্যুতিক কাজ করা হয়েছে। এছাড়া আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। একাজে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ২৬১.৮০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৪৮.৭১ লক্ষ (৯৫%) টাকা। প্যাভিলিয়ন ভবনে ক্রীড়া সংস্থার অফিস কক্ষ, খেলোয়াড়দের কক্ষসহ অন্যান্য কক্ষ রয়েছে। টয়লেটসমূহ ব্যবহারযোগ্য নয়। প্যাভিলিয়ন ভবনটি সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না।

**গ্যালারি নির্মাণ:** আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পে ১২ স্টেপ বিশিষ্ট ৮,০০০.০০ বর্গ মিটারের গ্যালারি নির্মাণ করার কথা ছিল কিন্তু পূর্বে স্টেডিয়ামের পূর্ব পার্শ্বে পূর্বে নির্মিত কিছু অংশে গ্যালারি থাকায় বরাদ্দ কমিয়ে ৫৮২৭.০০ বর্গ মিটার করা হয়েছে। গ্যালারি নির্মাণ সুপারষ্ট্রাকচার করার জন্য বরাদ্দ ছিল ৮০০.৩৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয় ৭৩৫.২০ লক্ষ (৯১.৮৬%) টাকা। এই গ্যালারিতে আনুমানিক ১৫০০০ দর্শক একসাথে বসে খেলা দেখতে পারবে।

**সীমানা দেয়াল:** আরডিপিপি অনুযায়ী স্টেডিয়ামের চারিদিকে ৯০০ মিটার সীমানা দেয়াল নির্মিত করার কথা কিন্তু পূর্ব দিকে কিছু অংশের জমি অধিগ্রহণ না করায় সীমানা দেয়াল ৬৫৫.০০ মিটার নির্মাণ করা হয়েছে। এ কাজের জন্য বরাদ্দ ছিল ৭৮.৩০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৭৮.২৫ লক্ষ টাকা। উক্ত অংশে সীমানা দেয়াল না থাকায় স্টেডিয়ামটির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। দর্শক ও বাইরের লোকজন অনায়াসে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে পারে। যা স্টেডিয়াম রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

**হাঁটার রাস্তা ও সংযোগ সড়ক:** প্রকল্পে ৬২৫৭.০০ বর্গ মিটার সংযোগ সড়ক এবং অভ্যন্তরীণ হাঁটার রাস্তা নির্মাণের জন্য ১০৭.৯৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। সংযোগ সড়ক ও অভ্যন্তরীণ হাঁটার রাস্তা নির্মিত হয়েছে এবং এখাতে ব্যয় হয়েছে ৭৬.৫৭ লক্ষ টাকা (৭০.৯০%)। অভ্যন্তরীণ হাঁটার রাস্তা নির্মাণে স্টেডিয়ামে গ্যালারির নিচে চারিদিকে হাঁটার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দর্শকদের উক্ত রাস্তা ব্যবহার করে গ্যালারীর আসনে যেতে সুবিধা হয়েছে।

**বিভিন্ন খেলা/টুর্ণামেন্টের আয়োজন:** জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মাত্র তিনটি টুর্ণামেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে (ফুটবল টুর্ণামেন্ট-২ টি ও প্রিমিয়ার ফুটবল লীগ- ১ টি) (সারণী-১১)।

**সারণী-১১ বিভিন্ন খেলা/ টুর্ণামেন্টের আয়োজন:**

| সন | টুর্ণামেন্ট আয়োজনের সংখ্যা | |
|---|---|---|
| | জাতীয় পর্যায় | স্থানীয় পর্যায় |
| ২০১৩-১৪ | ০ | ০ |
| ২০১৪-১৫ | ০ | ০ |
| ২০১৫-১৬ | ০ | ২ |
| ২০১৬-১৭ | ০ | ১ |
| মোট: | ০ | ৩ |

**ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়ামের উপর সার্বিক মন্তব্যঃ**

তথ্য সংগ্রহকালে ময়মনসিংহ স্টেডিয়ামটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ, ক্লাব প্রতিনিধি, তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, ক্রীড়া পরিষদের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী, খেলোয়াড়, দর্শক ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে সে সকল বিষয়গুলো জানা যায় তা হলো স্টেডিয়াম পরিচালনার জন্য বিগত ৩ বছরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার জন্য কমিটি নির্বাচন করা হয়নি। ফলে জেলা প্রশাসক সভাপতি ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারন) সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক সহ ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছেন। রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ খুবই কম, ফলে সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণে বেশ ঘাটতি থেকে যাচ্ছে বলে সকলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

খেলাধুলায় স্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। বহু যুবকের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, সব পক্ষের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় এবং নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত কমিটি হলে, তত্ত্বাবধান কাজ আরও নিবিড় এবং শক্তিশালী হলে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব আরও আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

### ৫.৪ নাটোর জেলা স্টেডিয়াম (অধিকতর উন্নয়নকৃত)

চিত্র-৪ অধিকতর উন্নয়নকৃত নাটোর জেলা স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়ন

প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যমান নাটোর স্টেডিয়ামের খেলার মাঠের উন্নয়ন করা হয়েছে। মাটি ভরাট, ড্রেসিং ও টার্ফিং এর কাজ করা হয়েছে। এমএস এঙ্গেল দ্বারা বেড়া,গ্রিল ফেন্সিং, আরসিসি ড্রেন এবং গার্ড ওয়াল, আর সিসি ড্রেন কভার, গ্যালারি নির্মাণ, বিদ্যমান গ্যালারি ও প্যাভিলিয়ন সংস্কার, অভ্যন্তরীণ সড়ক ও কারপার্কিং নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। স্টেডিয়াম পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা, স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা, স্থানীয় খেলোয়াড় দর্শক, ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। প্রশ্নমালার মাধ্যমে খেলোয়াড়/দর্শক ও কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে স্টেডিয়ামের কাজের মান, খেলাধুলার সার্বিক অবস্থা, মাঠে বিভিন্ন খেলাধুলা ও অনুষ্ঠান উদযাপন সংক্রান্ত তথ্যসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক আর্থ সামাজিক অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সম্যক ধারণা লাভ করা হয়েছে।

**নির্মিত অবকাঠামোর বিবরণ নিম্নরুপ:**

**ভূমি ও মাঠ উন্নয়ন :** ৬৪৫০ কিউএস মাটি ভরাট করে মাঠ উন্নয়ন ও মাঠ ড্রেসিং ও মাঠে ঘাস লাগানো কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই কাজের জন্য প্রকল্পে ৪৯.৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের সংস্থান ছিল এবং ব্যয় হয়েছে ৪৬.৮৩ লক্ষ টাকা (৯৩.৮৯%)। খেলার মাঠটির পরিমাপ ২২৫০০ বর্গমিটার।

**এমএস এঙ্গেল দ্বারা বেড়া নির্মাণ:** মাঠের চতুর্দিকে গ্যালারির নীচে এমএস এঙ্গেল দ্বারা বেড়া নির্মিত হয়েছে। ১২৮ আরএম বেড়া নির্মাণের জন্য প্রকল্পে ২.৬২ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। বেড়া নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২.৬২ লক্ষ টাকা। এই বেড়া নির্মাণে মাঠে দর্শকদের অনুপ্রবেশ রোধ হয়েছে। বেড়া নির্মাণ কাজ বাহ্যত মোটামুটি ভাল হয়েছে।

**আরসিসি ড্রেন এবং গার্ড ওয়াল:** মাঠের চতুর্দিকে গ্যালারির নীচে হাঁটার রাস্তা সংলগ্ন মোট ৪৩০ আরএম আরসিসি ড্রেন ও গার্ড ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। এ কাজে প্রকল্পে ৪২.১৫ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দের সংস্থান ছিল এবং ব্যয় হয়েছে ৪২.১৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে। ড্রেন নির্মাণ কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছে এবং মাঠের চারিদিকে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধা হয়েছে।

**গ্যালারি নির্মাণ:** ১৫০০ ফুট নীচ তলা গ্যালারি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পিএল ফাউন্ডেশন ৫৪৮০ বর্গ মিটার এবং সুপার স্ট্রাকচার ৫৮৫৬ বর্গ মিটার গ্যালারি নির্মাণের জন্য ৩০৬.৯৯ ও ৩৮৮.৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩০৫.৩০ ও ৩৮৬.২০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে যথাক্রমে ৫৪৫০.০০ ও ৫৫৪২.০০ বর্গ মিটার। নতুন গ্যালারি নির্মাণ ও পুরাতন গ্যালারি সংস্কারে অধিক দর্শকদের একত্রে খেলাধুলা দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নির্মাণ কাজ বাহ্যত ভাল হয়েছে।

**অভ্যন্তরীণ সড়ক:** স্টেডিয়ামের চারিদিকে গ্যালারীর নীচে হাঁটা চলার সুবিধার্থে ৩৮৭০.০০ বর্গ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণের এর জন্য ৫৭.১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫৬.৭০ লক্ষ টাকা এবং অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মিত হয়েছে ৩৮৩৯ বর্গ মিটার। বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে বলে জানা যায়। অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণে স্টেডিয়ামের ভিতরে হাঁটা চলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

**বিভিন্ন খেলা/টুর্ণামেন্টের আয়োজন:** নাটোর জেলায় পূর্বের বিদ্যমান স্টেডিয়াম থাকলেও প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে বিশেষ করে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোন টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ২০১৩-১৪ সালে ১০ টি, ২০১৪-১৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে ১টি এবং স্থানীয় পর্যায়ে ১০টি টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে স্থানীয় পর্যায়ে ১০টি টুর্ণামেন্ট এবং ২০১৬-২০১৭ সালে স্থানীয় পর্যায়ে ১২টি টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে (সারণী-১২)। এক্ষেত্রে বুঝা যায় প্রকল্প

বাস্তবায়নের পর খেলাধুলায় আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, বিভিন্ন খেলায় যুব সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এবং দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি হচ্ছে। এটা প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি ইতিবাচক প্রভাব।

**সারণী-১২ বিভিন্ন খেলা/ টুর্ণামেন্টের আয়োজন:**

| সন | টুর্ণামেন্ট আয়োজনের সংখ্যা | |
|---|---|---|
| | জাতীয় পর্যায় | স্থানীয় পর্যায় |
| ২০১৩-১৪ | ০ | ১০ |
| ২০১৪-১৫ | ১ | ১০ |
| ২০১৫-১৬ | ০ | ১০ |
| ২০১৬-১৭ | ০ | ১২ |
| মোট: | ১ | ৪২ |

**নাটোর জেলা স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন এর উপর সার্বিক পর্যবেক্ষণ/মন্তব্য:**

নাটোর শহরে ১১ একর জমির উপর পূর্বের একটি বিদ্যমান স্টেডিয়ামে এই প্রকল্পের মাধ্যমে অধিকতর উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে। বিশেষ করে বিদ্যমান মাঠে ঘাস লাগানোসহ বিদ্যমান একতলা গ্যালারির সুপার স্ট্রাকচার, প্যাভিলিয়ন ভবন সংস্কার, অভ্যন্তরীণ সড়ক ও গেট নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। প্রকল্পে নির্ধারিত বিভিন্ন সকল অংগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খুব সহজে সরাসরি স্টেডিয়ামে যাতায়াত করা যায় না। রাস্তাটি সরু ও ঘুরে যেতে হয়। এই গ্যালারির সুপারস্ট্রাকচার কাজ সম্পন্ন হওয়ায় একসাথে প্রায় ১২-১৫ হাজার দর্শক খেলা উপভোগ করতে পারে। খেলোয়াড় ও দর্শকের সাথে আলোচনায় জানা যায় ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার প্রতি খেলোয়াড়াদের আগ্রহ বেশি। তবে ব্যাডমিন্টন ও তায়কোয়ান্ডো খেলার প্রতি কিছু খেলোয়াড়ের আগ্রহ রয়েছে এবং তারা নিয়মিতভাবে অনুশীলণ করছে বলে জানা যায়। হান্ডবল, ভলিবল, হকি, কাবাডি, সাঁতার ইত্যাদির উপর নাটোরের খেলোয়াড়দের তেমন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি। নাটোরের খেলোয়াড়গণ বেশিরভাগই ছাত্র/ছাত্রী। নাটোরে নির্মিত অবকাঠামোগুলো সম্পর্কে সকলেরই অভিমত ভাল বা মোটামুটি। তবে সীমানা দেয়ালসম্পর্কে প্রায় ২৬ ভাগ খেলোয়াড়ের অভিমত নির্মাণ কাজের মান ভাল হয়নি। বাথরুমের কিছু কিছু ফিটিংস নষ্ট ও ব্যবহারের অযোগ্য। বিগত ৫ বছরে এই স্টেডিয়ামে প্রায় ৩৯টি বিভিন্ন টুর্ণামেন্ট বা প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে অনুর্দ্ধ ১৪ ও জাতীয় টুর্ণামেন্ট বিভাগীয় ফুটবল গোল্ডকাপ, স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যা প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান বলে মনে হয়েছে। স্টেডিয়ামে হাউজি খেলার মাধ্যমে নিজস্ব আয় হচ্ছে। তাছাড়া ভাড়ায় একটি চায়নিজ রেস্টুরেন্ট রয়েছে। এর মাধ্যমে স্টেডিয়ামের আয় হচ্ছে। স্টেডিয়ামে বিভিন্ন খেলাধুলার অনুশীলন হয়। তাই সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় এই জেলায় বিভিন্ন খেলায় যুব সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, খেলোয়াড় সৃষ্টি এবং স্টেডিয়ামে ব্যবসা বাণিজ্য, থাকার কারণে অনেকের আর্থিক সংকুলান হয়েছে।

## ৫.৫টাঙ্গাইল জেলা স্টেডিয়াম (অধিকতর উন্নয়নকৃত)

চিত্র-৫ অধিকতর উন্নয়নকৃত টাঙ্গাইল জেলা স্টেডিয়ামে মহিলা ক্রিকেট দলের অনুশীলন

টাংগাইল জেলা স্টেডিয়ামটি শহরের আকুর-টাকুর পার দিঘলিয়া নামক স্থানে অবস্থিত। মোট ১০.২৫ একর জমির উপর স্টেডিয়ামটি নির্মিত। পূর্বে ১টি প্যাভিলিয়ন ভবন ও আংশিক গ্যালারি ছিল। প্রকল্পের মাধ্যমে খেলার মাঠ উন্নয়ন, ঘাস লাগানো, গ্রিল ফেন্সিং, গার্ড ওয়াল সহ আরসিসি ড্রেণ, গ্যালারি ও প্যাভিলিয়ন সম্প্রসারণ, সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ সড়ক, হাঁটার রাস্তা, মেইন গেট ইত্যাদি নির্মাণ কাজ করা হয়।

**নির্মিত অবকাঠামোর বিবরণ নিম্নরুপ:**

**ভূমি ও মাঠ উন্নয়ন:** স্টেডিয়ামে মাটি ফেলে উন্নয়ন করা হয়। ক্রিকেট খেলার জন্য পিচ নির্মিত হয়েছে। ক্রিকেট মাঠে খেলাধুলার সময় ধুলা ওড়ে। অর্থাৎ বালুর আধিক্য বেশী বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ফলে খেলাধুলার জন্য মাঠ অধিকতর মানসম্পন্ন নয় বলে জানা যায়। এতদসত্বেও মাঠ উন্নয়ন কাজ সার্বিকভাবে ভাল হয়েছে এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অনেক টূর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মাঠে ঘাস লাগানো হয়েছে এবং নিয়মিত খেলাধুলা হচ্ছে। তবে বর্তমানে ঘাস অনেক কম রয়েছে। মাঠ অতিরিক্ত ব্যবহারে ঘাস নষ্ট হচ্ছে। স্থানীয় খেলোয়াড়গণ মাঠটি উন্নয়নে বেশ উপকৃত হয়েছে বলে তাদের সাথে আলাপে জানা যায়। মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো কাজের জন্য ৩৬.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এই কাজে ৩৬.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

**গ্যালারি নির্মাণ:** প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬২০.০০ বর্গমিটার গ্যালারি নির্মাণ করা হয়েছে। গ্যালারি নির্মাণ কাজের উপরের দিকে সম্প্রসারণে স্টেডিয়ামে গ্যালারি নির্মাণ কাজ পূর্ণতা পেয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১২০০০-১৫০০০ দর্শক বসে খেলা দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্যালারি নির্মাণ ও সংস্কারে বরাদ্দ ছিল ৩৪৯.৩৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৪৪.৭৭ লক্ষ টাকা (৯৮.৬৯%)। অফিস ঘর, খেলোয়াড়দের ড্রেসিং রুম রয়েছে। মহিলা খেলোয়াড়দের জন্য পৃথক টয়লেট নেই। নির্মাণ কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছে।

**সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ সড়ক:** প্রকল্পের মাধ্যমে স্টেডিয়ামের চারিদিকে গ্যালারির নিচে ৪৩০৯.০০ বর্গ মিটার হাঁটার রাস্তা নির্মাণের জন্য ৭১.৭৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। হাঁটার রাস্তা নির্মিত হয়েছে এবং এ কাজে ব্যয়

হয়েছে ৭১.৬৩  লক্ষ টাকা। হাঁটার রাস্তা নির্মাণের ফলে দর্শকদের স্টেডিয়ামের চারিদিকে হাঁটা ও সহজেই গ্যালারীতে আসন গ্রহণ কাজ সহজতর হয়েছে। হাঁটার রাস্তা নির্মাণ কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছে।

**গ্রিল ফেন্সিং:** স্টেডিয়ামের চারিদিকে দর্শকদের মাঠে প্রবেশ রোধকল্পে গ্রিল ফেন্সিং করা হয়েছে। এর ফলে মাঠে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশ রোধ হয়েছে। মাঠে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় গেট রয়েছে। ফেন্সিং কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছে।

**আরসিসি ড্রেন ও গার্ড ওয়াল:** প্রকল্পে ৫৬০.০০ মিটার ড্রেন ও গার্ড ওয়াল নির্মাণের জন্য ৬১.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। ড্রেন ও গার্ড ওয়াল নির্মিত হয়েছে এবং এ কাজে ব্যয় হয়েছে ৬২.৪৮  লক্ষ টাকা (১০১.৪%)। ড্রেন নির্মাণের ফলে স্টেডিয়ামের চারিদিকে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধা হয়েছে। এর ফলে মাঠের চারিদিকে পানি জমে থাকে না বলে জানা যায়।

**বিভিন্ন খেলা/টুর্ণামেন্ট আয়োজন:** খেলাধুলার মান উন্নয়ন, দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের খেলাধুলায় খেলোয়াড়দের সম্পৃক্ত হওয়ার লক্ষ্যে স্টেডিয়ামসমূহে স্থানীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন টুর্ণামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষণে জানা যায় ২০১২-১৩ সালে স্টেডিয়ামে ১টি আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। টাংগাইল স্টেডিয়ামে স্থানীয় পর্যায়ের ফুটবল ও ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ১ম বিভাগ ক্রিকেট লিগ হয়েছে। এ জেলায় বিগত ৫ বছরে বিভাগীয় ফুটবল গোল্ড কাপ, জাতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, অনুর্ধ্ব ১৪ ও ১৬ জাতীয় ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে যথাক্রমে ৫টি করে। অর্থাৎ প্রতিবছরই ১টি করে এ সকল টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ বিগত ৪ বছরে মোট ২০টি টুর্ণামেন্ট হয়েছে (সারণী-১৩)।

**সারণী-১৩ বিভিন্ন খেলা/ টুর্ণামেন্টর আয়োজন:**

| সন | টুর্ণামেন্ট আয়োজনের সংখ্যা | |
|---|---|---|
| | জাতীয় পর্যায় | স্থানীয় পর্যায় |
| ২০১৩-১৪ | ০ | ৪ |
| ২০১৪-১৫ | ০ | ৪ |
| ২০১৫-১৬ | ০ | ১০ |
| ২০১৬-১৭ | ০ | ১০ |
| মোট: | | ২৮ |

**টাঙ্গাইল জেলা স্টেডিয়ামের উপর সার্বিক মন্তব্যঃ**

টাঙ্গাইলের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার প্রতি বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। টাঙ্গাইলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং কয়েকটি উপজেলায় দক্ষ মহিলা খেলোয়াড় রয়েছে। এরা বিভিন্ন টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ করছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যুব শ্রেণির খেলাধুলায় মনোনিবেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সকলে অভিমত ব্যক্ত করেন যে টাঙ্গাইলের খেলাধুলার মান ভাল, নতুন নতুন খেলোয়াড় সৃষ্টি হচ্ছে, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলাধুলায় এখানকার খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করছে। দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি ও খেলাধুলার মান উন্নয়নের লক্ষে নিয়মিত অনুশীলন ও টুর্ণামেন্ট আয়োজনে ১টি স্টেডিয়াম যথেষ্ট নয়। এছাড়া এখানে আউটার স্টেডিয়াম নেই। তাই এখানে আরো ১টি স্টেডিয়াম নির্মাণ খুবই জরুরী।

২০১৮ সালের ৮ মে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফুটবল এসোসিয়েশন (জেএফএ) কাপ অনুর্ধ্ব-১৪ নারী ফুটবলে আগের তিনবারের চ্যাম্পিয়ন ময়মনসিংহ জেলাকে হারিয়ে টাঙ্গাইল জেলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মেয়েদের ফুটবলে ঢাকায় প্রথম কোন ট্রফি জয় টাঙ্গাইলের জন্য এই প্রথম। এ থেকে বুঝা যায় খেলাধুলার প্রতি টাঙ্গাইল বাসীর আগ্রহ ও প্রচেষ্টা কত বেশি।

## ৫.৬ ফরিদপুর জেলা স্টেডিয়াম (অধিকতর উন্নয়নকৃত)

চিত্র-৬ অধিকতর উন্নয়নকৃত ফরিদপুর জেলা স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়ন

খেলাধুলার মান উন্নয়নে দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি, যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ইত্যাদির জন্য ফরিদপুর জেলা শহরে বিদ্যমান স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ফরিদপুর স্টেডিয়াম প্রকল্পভুক্ত হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে মূলতঃ স্টেডিয়ামের খেলার মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো, সীমানা দেয়াল, গ্যালারি, হাঁটার রাস্তা, টয়লেট, আরসিসি ড্রেন ও গার্ড ওয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

**নির্মিত অবকাঠামোর বিবরণ নিম্নরুপ:**

**ভূমি ও মাঠ উন্নয়ন:** মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাঠে ১০৮০০.০০ কিউএম এলুভিয়াল মাটি দ্বারা ড্রেসিং করা হয়েছে। এই কাজে বরাদ্দ ছিল ৪৬.৯৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪৬.৯৮ লক্ষ টাকা (১০০%)। মাঠে ১৫৪৩৮.০০ বর্গ মিটার ঘাস লাগানোর জন্য ৩.৭১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৩.৭০ লক্ষ টাকা (৯৯.৭৩%)। এই কাজ বাহ্যত ভাল হয়েছে।

**সীমানা দেয়াল:** মাঠের চারিদিকে ৩৬২.০০ মিটার সীমানা দেয়াল নির্মাণের জন্য ২৩.১৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২২.৯২ লক্ষ টাকা (৯৯%)। সীমানা দেয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে মাঠের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। সীমানা দেয়াল নির্মাণ কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছে।

**গ্যালারি নির্মাণ:** প্রকল্পে ১৩৮০ ফুট গ্যালারি নির্মাণের সংস্থান ছিল যার মধ্যে ৪ ধাপ বিশিষ্ট ১২৬ ফুট, ৬ ধাপ বিশিষ্ট ২৫৪ ফুট এবং ১২ ধাপ বিশিষ্ট ১০০০ ফুট । গ্যালারি ও টয়লেট নির্মাণ কাজের জন্য মোট ৭৪৭.২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ব্যয় হয়েছে ৭৪৭.২৩ লক্ষ টাকা (১০০%)। গ্যালারি নির্মাণের ফলে দর্শকদের বিভিন্ন খেলাধুলার টুর্ণামেন্ট ও প্রতিযোগিতা স্বাচ্ছন্দে দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

**হাঁটার রাস্তা:** গ্যালারী নীচে মাঠের চারিদিকে দর্শকদের হাঁটাচলার জন্য ৪৩২৬.০০ বর্গ মিটার পাকা হাঁটার রাস্তা নির্মিত হয়েছে। একাজে প্রকল্পে ৬২.৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৬২.৪১ লক্ষ টাকা(৯৯.৪৯%)। হাঁটার রাস্তা হওয়ায় স্টেডিয়ামের অভ্যন্তরে গ্যালারিতে উঠা ও চলাচলে দর্শকদের সুবিধা হয়েছে। নির্মাণ কাজ ভাল মনে হয়েছে।

**আরসিসি ড্রেন ও গার্ড ওয়াল:** প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৯০.০০ মিটার আরসিসি ড্রেন ও গার্ড ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। এ কাজে বরাদ্দ ছিল ৪৭.৪৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪৭.৪৫ লক্ষ টাকা। ড্রেন নির্মিত হওয়ায় মাঠের চারিদিকে পানি নিষ্কাশনের সুবিধা হয়েছে। ড্রেন নির্মাণ কাজ ভাল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

**টয়লেট:** প্রকল্পের মাধ্যমে ৪ টি টয়লেট নির্মাণের জন্য ১৮.৯২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০০% ব্যয়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৭ ভাগ বলেছে টয়লেট নির্মাণ খুব ভাল হয়েছে, ৭৫ ভাগ বলেছে ভাল হয়েছে এবং ৮ ভাগ বলেছে মোটামুটি হয়েছে।

**বিভিন্ন খেলা/ টুর্ণামেন্টের আয়োজনঃ**

প্রকল্পের মাধ্যমে ফরিদপুর স্টেডিয়ামের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয় ডিসেম্বর ২০১৪ সালে । কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ২০১২-১৭ এই (৫ পাঁচ) বছরে ফরিদপুর স্টেডিয়ামে কোন জাতীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিবছর বিভিন্ন খেলাধুলার বিশেষ করে ফুটবল ও ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায়ে মোট ৭১ টি টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে (সারণী-১৪)। এখানে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে খেলাধুলার পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

**সারণী-১৪ বিভিন্ন খেলা/ টুর্ণামেন্টের আয়োজনঃ (বার্ষিক ক্রীড়া পঞ্জিকা আছে)**

| সন | টুর্ণামেন্ট আয়োজনের সংখ্যা | |
|---|---|---|
| | জাতীয় পর্যায় | স্থানীয় পর্যায় |
| ২০১৩-১৪ | ০ | ১০ |
| ২০১৪-১৫ | ০ | ২০ |
| ২০১৫-১৬ | ০ | ২১ |
| ২০১৬-১৭ | ০ | ২০ |
| মোটঃ | ০ | ৭১ |

**ফরিদপুর জেলা স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন এর উপর সার্বিক পর্যবেক্ষণ/মন্তব্যঃ**

এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও অধিকতর উন্নয়নকৃত ছয়টি স্টেডিয়ামের মধ্যে একমাত্র ফরিদপুর জেলা স্টেডিয়ামটি পুণঃনির্মাণ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। পুণঃনির্মাণকালীন সময়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খেলোয়াড়, সাংবাদিক, কোচ এবং জেলা প্রশাসন সহ সকল ক্রীড়ানুরাগী ব্যক্তিগন ঠিকাদারকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগীতা করেছেন মর্মে জানা যায়। ভূমি উন্নয়ন থেকে শুরু করে মাঠ উন্নয়ন, সীমানা দেয়াল, গ্যালারি, হাঁটার রাস্তা, আরসিসি ড্রেন, গার্ড ওয়াল এবং টয়লেট নির্মাণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্মাণ পরবর্তীকালে জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও খেলাধূলার সাথে সম্পৃক্ত সকলের উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলার আয়োজন নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে যা তাদের খেলার বর্ষপঞ্জিকা দেখে বুঝা যায়। এ প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত সকল স্টেডিয়ামের মধ্যে একমাত্র এ জেলাতে সর্বাধিক ৭১টি স্থানীয় পর্যায়ের টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে (সারণী-১৪)। একমাত্র এ জেলাতে ১৭ প্রকারের খেলা হয়েছে যা অন্য কোন স্টেডিয়ামে হয়নি (সারণী-১৭)। একমাত্র এ জেলাতে সর্বাধিক ৩টি নতুন ধরণের খেলার চর্চা করা হয় (আর্চারি, উসো, রোলার স্কেটিং)। নিজস্ব আয়ের বিশেষ সুযোগ না থাকা সত্বেও এ জেলার বার্ষিক আয় প্রায় ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। জাতীয় পর্যায়ে খেলোয়াড় উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে এ জেলা এগিয়ে আছে। ২০১৮ সালে দক্ষিণ এশিয়া আর্চারি প্রতিযোগীতায় স্বর্ণ পদকজয়ী ইব্রাহিম শেখ রেজওয়ান (কেস ষ্টাডি-১) এবং দলগত চ্যাম্পিয়ান সুস্মিতা উভয়ে এ জেলার কৃতি সন্তান। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে জেলা প্রশাসন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, খেলোয়াড়, কোচ, ক্রীড়া সাংবাদিক ও খেলানুরাগী ব্যক্তিসহ সকলের মধ্যে টিম ওয়ার্ক করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন প্রকারের খেলায় ফরিদপুরের বহু খেলোয়াড় বর্তমানে পেশাদার হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দলে নিয়মিত খেলছে। সার্বিকভাবে বলা যায় এ প্রকল্পের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা ফরিদপুর স্টেডিয়াম তা অর্জনে অনেকাংশে সক্ষম হয়েছে।

## ৫.৭ খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (অধিকতর উন্নয়নকৃত)

চিত্র-৭ নবনির্মিত খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের জিমনেসিয়াম

খুলনা শহরের সোনাডাঙ্গা নামক স্থানে ৯ একর জমির উপর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স অবস্থিত। এই কমপ্লেক্সে পূর্বে একটি মাঠ ও একটি অফিস ভবন ছিল। প্রকল্পের আওতায় অফিস ভবনের ২য় তলায় মহিলাদের হোস্টেল, রুফটপ আরসিসি প্যারাপেট, ১টি সুইমিংপুল, ১টি জিমনেসিয়াম, মাটি ভরাটসহ মাঠ উন্নয়ন, গ্রিল ফেন্সিং, হাঁটার রাস্তা, সীমানা দেয়াল, প্যাভলিয়ন ভবন, গ্যালারি, অভ্যন্তরীণ হাঁটার রাস্তা, পানির পাম্প স্থাপন ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এ সকল উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পে সংশোধিত বরাদ্দের সংস্থান ছিল ১৯৪৩.২১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৯১৭.১৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ (৯৮.৬৬%)।

**নির্মিত অবকাঠামোর বিবরণ নিম্নরুপ:**

**ভূমি ও মাঠ উন্নয়ন:** এলুভিয়াল মাটি দ্বারা ভরাট করে মাঠ উন্নয়ন করা এবং মাঠ ড্রেসিং ও ঘাস লাগানো কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাঠের পশ্চিম দিকে একটি পুকুর ছিল। উক্ত পুকুর ভরাট করে মাঠ উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ কাজের জন্য প্রকল্পের সংস্থান ছিল ১২৫.৬৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১২৫.৪৫ লক্ষ টাকা। মাঠ উন্নয়নে মাটি ভরাট কাজ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বাস্তবতার প্রয়োজনে কিছুটা কম হয়েছে বলে জানা জায়। তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায় যে মাঠের মাটিতে এলুভিয়ালের চাইতে বালির পরিমান বেশি।

**সুইমিংপুল নির্মাণ:** প্রকল্পের ১৮৯৪ বর্গমিটার মাপের একটি আন্তর্জাতিক মানের বৃহৎ আকারের (৫০ মিটার বাই ২২ মিটার, ৮ লেইন বিশিষ্ট) সুইমিংপুল নির্মাণ করা হয়েছে। সুইমিংপুলের গ্যালারী, মহিলাদের ড্রেসিংরুম নির্মিত হয়েছে। সুইমিংপুল নির্মিত হলেও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ভাল হয়নি। পানি সরবরাহের পাইপলাইন ত্রুটিযুক্ত থাকায় পরিদর্শনকালে সুইমিংপুলে পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। পাম্প ছাড়ার কিছুক্ষণ পর তা বন্ধ হয়ে যায়। এর কোন সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নেই এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডিপিপিতে কোন প্রকারের অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি।

**জিমনেসিয়াম নির্মাণ:** ২৪১৭ বর্গমিটার মাপের একটি জিমনেসিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণের জন্য ৭১৬.৪৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল, টেন্ডার মূল্য অনুযায়ী এই কাজে ৭০৮.৯১ ব্যয় হয়েছে (৯৮.৯৫%)। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় জিমনেসিয়ামের কয়েকটি অংশে বিশেষ করে দেয়ালে ফাটল ধরেছে, যা জরুরী মেরামত করা প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। জিমনেসিয়ামের ফ্লোরের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে কাজ সমাপ্ত ঘোষিত হয়। এর ফলে খেলোয়াড়দের পায়ের তলায় ব্যাথা লাগে ও ফ্লোর ব্যবহার করতে অসুবিধে হচ্ছে। ফলে জিমনেসিয়াম নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে। সার্বিকভাবে নির্মাণ মান সন্তোষজনক নয়।

**হোস্টেল নির্মাণ:** ক্রীড়া কমপ্লেক্সে পূর্বের নির্মিত প্রশাসনিক ভবনের উপরে ১(এক) তলা বর্ধিত করে হোস্টেল ভবন নির্মিত হয়েছে। এ কাজের জন্য আর্থিক বরাদ্দ ছিল ১৩১.০১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১২৯.৭৪ লক্ষ টাকা। হোস্টেলের প্রতি কক্ষে ৩/৪টি খাট আছে যা খুবই অপ্রতুল। বিভিন্ন খেলার প্রতিযোগিতার সময় প্রতি কক্ষে অনেক খেলোয়াড়কে একসাথে থাকতে হয়। ফলে তাদের আবাসিক সমস্যা প্রকট থাকে। হোস্টেলের কিছু কিছু অংশের প্লাষ্টার/চুনকাম উঠে গেছে। হোস্টেল ভবন নির্মাণে মেয়েদের খেলাধুলার প্রশিক্ষণ, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ইত্যাদিতে বেশ উপকার হয়েছে। পরিদর্শন কালে মহিলা খেলোয়াড়দের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে খেলাধুলার প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

**অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ:** প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রীড়া কমপ্লেক্সে ৮৯০ বর্গমিটার সড়ক নির্মিত হয়েছে। এই কাজের জন্য ১৬.৯৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৬.৮৮ লক্ষ টাকা। অভ্যন্তরীণ রাস্তা মোটামুটি ভাল হয়েছে। বর্তমানে কমপ্লেক্সের মাঠে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় যাতে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। কমপ্লেক্স চত্ত্বরে হাঁটার রাস্তা থাকায় সকলের জন্য বেশ সুবিধা হয়েছে বলে জানা যায়।

**সীমানা দেয়াল নির্মাণ:** ক্রীড়া কমপ্লেক্স চত্ত্বরের চারিদিকে প্রায় ৯ ফুট উঁচু সীমানা দেয়াল নির্মিত হয়েছে। সীমানা দেয়াল থাকায় মহিলা ক্রীড়ামোদিদের কমপ্লেক্স চত্ত্বরে অবস্থান করা, খেলাধুলা ও অনুশীলন করার জন্য নিরাপদ হয়েছে।

**বিভিন্ন খেলা/টুর্ণামেন্টের আয়োজন:** যদিও এই প্রকল্পের মাধ্যমে খুলনাতে জিমনেসিয়াম ও সুইমিং পুল নির্মাণ করা হয়েছে কিন্তু অবকাঠামো সম্পূর্ণ না হওয়া ও বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর না করার ফলে এখনও পর্যন্ত কোন ধরনের টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। তবে বিগত কয়েক বৎসরে স্থানীয় পর্যায়ে মোট ৫৬ টি বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজন করা হয়েছে (সারণী-১৫)।

**সারণী-১৫ বিভিন্ন খেলা/ টুর্ণামেন্টের আয়োজন: (ফুটবল, কাবাডি, হ্যান্ডবল, ভলিবল, থ্রো বল)**

| সন | টুর্ণামেন্ট আয়োজনের সংখ্যা | |
|---|---|---|
| | জাতীয় পর্যায় | স্থানীয় পর্যায় |
| ২০১৩-১৪ | ০ | ১০ |
| ২০১৪-১৫ | ০ | ১১ |
| ২০১৫-১৬ | ০ | ১৫ |
| ২০১৬-১৭ | ০ | ২০ |
| মোট: | ০ | ৫৬ |

**খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স অধিকতর উন্নয়নের উপর সার্বিক পর্যবেক্ষণ/মন্তব্য**

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় কমপ্লেক্সটি পরিচালনার দায়িত্ব মহিলা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার। তবে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার মেয়াদ শেষ হলেও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থাকে অদ্যাবধি দাপ্তরিকভাবে স্থাপনাসমূহ হস্তান্তর করা হয়নি বলে জানা যায়। ফলে এর সার্বিক ব্যবহারে কিছু ঘাটতি ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ২৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচিত পরিষদ রয়েছে। তবে প্রত্যেক জেলার প্রতিনিধি এই পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নয়। বিভাগের অধীন প্রত্যেক জেলায় নিজস্ব কমিটি রয়েছে। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা খেলোয়াড়দের বিভাগীয় এই কমপ্লেক্সে যাচাই/বাছাই ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়। ক্রীড়া পরিষদ হতে রাজস্ব খাতে বছর ভিত্তিক বরাদ্দ খুবই অপ্রতুল, যা দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা খুবই দূরূহ।

## ৫.৮ রাজশাহী বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (অধিকতর উন্নয়নকৃত)

চিত্র-৮ নবনির্মিত রাজশাহী বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের সুইমিংপুল

রাজশাহী বিভাগীয় শহরে একটি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স রয়েছে। মহিলাদের খেলার মান বৃদ্ধি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের বিভিন্ন খেলাধুলায় সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, তৃণমূল থেকে মহিলা খেলোয়াড় তৈরী, সাঁতার প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান রাজশাহী বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সটি অধিকতর উন্নয়নের জন্য প্রকল্প ভুক্ত হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে অধিকতর উন্নয়ন কর্মসুচীর আওতায় প্রধান প্রধান কাজগুলো হলো ঘাস ও ড্রেসিং সহ খেলার মাঠ উন্নয়ন, ১টি হোস্টেল কাম অফিস ভবন নির্মাণ, সারফেস ড্রেন, অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ, সুইমিংপুল, প্যাভিলিয়ন ভবন, গ্যালারি নির্মাণ ও শেড নির্মাণ ইত্যাদি। রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে এর অধিকতর উন্নয়নের জন্য সংশোধিত বরাদ্দের সংস্থান রয়েছে ১১৮৭.৯০ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১১৮৪.১৬ লক্ষ টাকা (৯৯.৬৯ %)।

**নির্মিত অবকাঠামোর বিবরণ নিম্নরুপঃ**

**ভূমি ও মাঠ উন্নয়নঃ** আট একর জমির উপর রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স খেলার মাঠটি অবস্থিত। ৭০৬৫.০০ কিউএম মাটি ভরাট করে মাঠটি উন্নয়ন করার লক্ষ্যে প্রকল্পে ২.১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। মাটি ভরাট করে মাঠ উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২.০৪ লক্ষ টাকা (৯৬.২৩%) এবং মাটি ভরাট করা হয়েছে ৬৮১০.১৪ কিউএম (৯৬.৩৯%)।

**হোস্টেল কাম অফিস ভবনঃ** প্রকল্পে ৬ তলা ভিত্তিসহ দ্বিতল একটি হোস্টেল কাম অফিস ভবন নির্মিত হয়েছে। এ কাজে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৩৩৮.২৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৩৮.২৭ অর্থাৎ ১০০%। নীচ তলায় অফিস ও উপরের তলায় মেয়ে খেলোয়াড়দের জন্য হোস্টেল নির্মিত হয়েছে। সংশোধিত লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী নীচ তলা ৭৪৩.০০ এবং ২য় তলা ৭৪৩.০০ বর্গ মিটার মাপের করা হয়েছে বলে প্রদত্ত তথ্যে জানা যায়। হোস্টেলে থাকার জন্য কোন প্রকারের আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়নি। তবে প্রতিযোগিতার সময় বিছানা ভাড়ায় নিয়ে আসা হয় এবং স্থান সংকুলান না হওয়ায় একাধিক খেলোয়াড়কে একত্রে থাকতে হয়।

**সারফেস ড্রেন:** ১১৬.০০ মিটার সারফেস ড্রেন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল কিন্তু নির্মিত হয়েছে ৯১.৮০ (৭৯.১৪%) মিটার। এ কাজে বরাদ্দ ছিল ২.২৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১.৭৮ লক্ষ টাকা (৭৯.১১%)। বাস্তবতা ও প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করায় আর্থিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে অগ্রগতি সামান্য কম হয়েছে।

**সুইমিংপুল নির্মাণ:** ডেক টাইলস সহ ৫০ মিটার × ২২ মিটার পরিমাপের ৮ লেইন বিশিষ্ট একটি সুইমিংপুল নির্মাণ করা হয়েছে। সুইমিংপুলের ভূমি উন্নয়নের জন্য ২.৮৬ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ২.৮৪ লক্ষ টাকা (৯৯.৩০%) ব্যয় হয়েছে এবং ২০০০ কিউএম মাটি ভরাটের স্থলে ১৯৮২.৫৮ কিউএম (৯৯.১৩%) মাটি ভরাট করে ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে বলে প্রদত্ত তথ্যে জানা যায়। ঠিকাদারের টেন্ডার রেট কম হওয়ায় ব্যয় হ্রাস পেয়েছে বলে ডিপিপিতে উল্লেখ রয়েছে। পুলের অনেক টাইলস রোদে ও পানির আয়রনের কারনে নষ্ট হয়ে গেছে। ডিপিপিতে সুইমিংপুল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি।

**অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ:** ক্রীড়া কমপ্লেক্স এবং চত্বরের ভিতর ৮৯০ বর্গ মিটার আরসিসি রাস্তা নির্মাণের লক্ষমাত্রা ছিল কিন্তু নির্মিত হয়েছে ৮৮৫.৭৯ বর্গ মিটার। একাজের জন্য ১৬.৯৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৬.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী রাস্তা নির্মিত হওয়ার ফলে ৪.২১ বর্গ মিটার রাস্তা কম নির্মাণ হয়েছে।

**অফিস ও ড্রেসিং রুম নির্মাণ:** আরডিপিপি অনুযায়ী মোট ১৪০.৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দে ৪৮০ বর্গ মিটার একটি অফিস ও ড্রেসিং রুম নির্মাণের সংস্থান ছিল। এ কাজে ব্যয় হয়েছে ১৪০.৪৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১০০%। ভবনের স্যানিটারি ও অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

**গ্যালারি নির্মাণ:** ৯৮.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদ্যমান গ্যালারির ৭০০ বর্গ মিটার সুপারস্ট্রাকচার কাজ নির্ধারিত ছিল। ৭০০ বর্গ মিটার গ্যালারির উপরের দিকে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৯৮.৯২ লক্ষ টাকা।

**সংযোগ সড়ক:** ২.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২০ বর্গ মিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা বিপরীতে ১১৮.৬৩ বর্গ মিটার সংযোগ সড়ক নির্মিত হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ২.২১ লক্ষ টাকা (৯৮.৬৬%)। বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে কাজের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং টেন্ডার রেট এর ভিত্তিতে আর্থিক ব্যয় হ্রাস পেয়েছে বলে প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে।

**বিভিন্ন খেলা/টুর্ণামেন্টের আয়োজন:** যদিও এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজশাহীতে সুইমিং পুল নির্মাণ করা হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সাঁতার বিষয়ে কোন ধরনের টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হয়নি। তবে বিগত কয়েক বৎসরে স্থানীয় পর্যায়ে মোট ৯ টি বিভিন্ন ধরণের খেলার আয়োজন করা হয়েছে যেমন- ফুটবল-১, কাবাডি-২, হ্যান্ডবল-৩, ভলিবল-৩ টি (সারণী-১৬)।

সারণী-১৬ বিভিন্ন খেলা/ টুর্ণামেন্টের আয়োজনঃ (ফুটবল, কাবাডি, হ্যান্ডবল, ভলিবল)

| সন | টুর্ণামেন্ট আয়োজনের সংখ্যা | |
|---|---|---|
| | জাতীয় পর্যায় | স্থানীয় পর্যায় |
| ২০১৩-১৪ | ০ | ১ |
| ২০১৪-১৫ | ০ | ৩ |
| ২০১৫-১৬ | ০ | ৩ |
| ২০১৬-১৭ | ০ | ২ |
| মোটঃ | ০ | ৯ |

**রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে বিষয়ে**

পরিদর্শনকালে সীমানা দেয়াল নীচু দেখা যায়। কমপ্লেক্সের বাইরের রাস্তা উঁচু করার কারণে সীমানা দেয়াল অনেক নীচু হয়ে গেছে, তাই যে কোন শিশু পর্যন্ত অতি সহজে দেয়াল টপকিয়ে মাঠে প্রবেশ করতে পারে যা খেলতে আসা মেয়েদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। এই দেয়াল উঁচু করার কোন সংস্থান আরডিপিপি'তে ছিলনা।

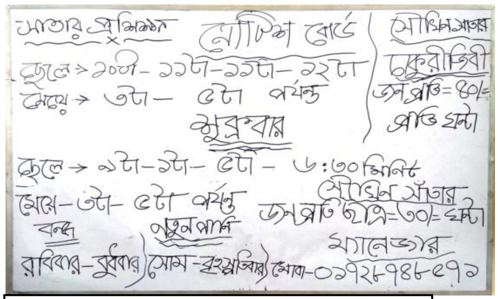

চিত্র-৯ রাজশাহী সুইমিংপুলের ব্যবহার সময়সূচী

সুইমিংপুলটি মেয়ে ও ছেলে সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হওয়ার কারণে মেয়েদের নিরাপত্তা ও প্রাইভেসি মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। এ বিষয়টি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা ভেবে দেখতে পারে।

**৫.৯ জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন টুর্ণামেন্টের বিবরণঃ**

প্রকল্পের মাধ্যমে খেলার মাঠ উন্নয়ন, সুইমিংপুল, জিমনেসিয়াম ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। সারণী-১৭ বিশ্লেষণ করলে দেখা এই সকল স্টেডিয়ামে খেলাধুলার মান বৃদ্ধি ও ভাল খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন খেলাধুলার জন্য টুর্নামেন্ট, অনুশীলন ইত্যাদি হয়ে থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর দেখা যায় ফরিদপুর স্টেডিয়ামে সবচেয়ে বেশী টুর্ণামেন্ট হয়েছে। বিশেষ করে এই স্টেডিয়ামে ফুটবল টুর্ণামেন্ট ৫টি, প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ ৫টি, ১ম বিভাগ ৫টি, ২য় বিভাগ ৫টি, জাতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগীতা ৫টি, অনুর্দ্ধ ১৪ জাতীয় ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট ৫টি, অনুর্দ্ধ ১৬ জাতীয় ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট ৫টি, অনুর্দ্ধ ১৮ টি এবং ভলিবল টুর্ণামেন্ট ৫টি করে হয়েছে। এমনকি এই জেলা স্টেডিয়ামে ৬টি হ্যান্ডবল ও ৪টি কাবাডি টুর্ণামেন্ট হয়েছে। তাই বলা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক ব্যবহার এই জেলায় বেশী হচ্ছে। এই জেলায় সর্বমোট ৭১টি টুর্ণামেন্ট হয়েছে।

ফরিদপুরের পর ২য় অবস্থানে আছে খুলনা। এই জেলায় ৫৬টি টুর্ণামেন্ট হয়েছে। ফুটবল টুর্ণামেন্ট ৬টি, প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লীগ ৮টি। এছাড়া কাবাডি, হ্যান্ডবল ও ভলিবল লীগ প্রতিটিতে ১০টি টুর্ণামেন্ট; কারাতে ২টি, থ্রো বল-এ ১০টি টুর্ণামেন্ট হয়েছে। তাই বলা যায় অবকাঠামো নির্মাণের প্রভাব এই জেলায়ও সন্তোষজনক। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় স্টেডিয়াম ব্যবহার করে বিভিন্ন খেলাধুলার টুর্ণামেন্ট প্রতিযোগিতা আয়োজনে নাটোর জেলা ৩য় অবস্থানে আছে। এই জেলায় বিভিন্ন খেলাধুলার মোট ৪৩টি টুর্ণামেন্ট/প্রতিযোগীতা হয়েছে। একমাত্র এই জেলায় জাতীয় পর্যায়ে ১টি ফুটবল টুর্ণামেন্ট হয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে ফুটবল টুর্ণামেন্ট হয়েছে ৩টি; জেলা/প্রশাসক গোল্ড কাপ ফুটবল ৩টি; জাতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগীতা ৪টি; অনুর্দ্ধ

১৮ ক্রিকেট ৪টি; আন্তঃ জেলা হকি টুর্ণামেন্ট লীগ ৩টি; কাবাডি লীগ ২টি; হ্যান্ডবল লীগ ১টি; ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগীতা ২টি; সেপাক টাকরু ৭টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট ২৮ টি টুর্ণামেন্টের আয়োজন করে টাঙ্গাইল জেলা ৪র্থ অবস্থানে আছে এবং ২৭, ২১, ৯ ও ৩টি টুর্ণামেন্টের আয়োজন করে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অবস্থানে আছে  যথাক্রমে হবিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ জেলা (সারণী-১৭)।

**সারণী-১৭ জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন টুর্ণামেন্টের বিবরণ**

| খেলার নাম | বিগত ৪ বৎসরে আয়োজিত টুর্ণামেন্টের সংখ্যা | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | স্টেডিয়াম | | | | | | মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (অধিকতর উন্নয়নকৃত) | |
| | নবনির্মিত | | অধিকতর উন্নয়নকৃত | | | | | |
| | চুয়াডাঙ্গা | হবিগঞ্জ | ময়মনসিংহ | নাটোর | টাঙ্গাইল | ফরিদপুর | খুলনা ম ক্রী ক | রাজশাহী ম ক্রী ক |
| ফুটবল টুর্ণামেন্ট | ১ | ১ | ২ | ৪ | ৩ | ৫ | ৬ | ১ |
| প্রিমিয়ার ফুটবল লীগ | | | ১ | | | | | |
| প্রিমিয়ার ক্রিকেট লীগ | | | | | | ৫ | | |
| ১ম বিভাগ ক্রিকেট লীগ | ৪ | ৪ | | | | ৫ | ৮ | |
| ২য় বিভাগ ক্রিকেট লীগ | ৩ | ৪ | | | | ৫ | | |
| এমপি টি-২০ ক্রিকেট লীগ | | ১ | | | | | | |
| বিভাগীয়/ জেলা প্রশাসক/ পুলিশ সুপার ফুটবল গোল্ড কাপ | ১ | ৪ | | ৩ | ৪ | ৭ | | |
| জাতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা | | | | ৪ | ৪ | ৫ | | |
| অনুর্দ্ধ ১৪ জাতীয় ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট | | ৪ | | ৫ | ৫ | ৫ | | |
| অনুর্দ্ধ ১৬ জাতীয় ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট | ২ | ৪ | | ৫ | ৫ | ৫ | | |
| অনুর্দ্ধ ১৮ জাতীয় ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট | | | | ৪ | | ৫ | | |
| আন্তঃ জেলা হকি টুর্ণামেন্ট/ লীগ | | | | ৩ | | ১ | | |
| কাবাডি লীগ | ১ | ১ | | ২ | ৩ | ৪ | ১০ | ২ |
| হ্যান্ডবল লীগ | | | | ১ | ১ | ৬ | ১০ | ৩ |
| থ্রো বল | | | | | | | ১০ | |
| ভলিবল লীগ | ৩ | ২ | | | | ৫ | ১০ | ৩ |
| তায়কোয়ান্ডো প্রতিযোগিতা | | | | ৩ | | | | |
| ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা | ৩ | ২ | | ২ | | | | |
| কারাতে | | | | | | ১ | ২ | |
| আর্চারি | | | | | | ৫ | | |
| উসো | | | | | | ১ | | |
| রোলার স্কেটিং | | | | | | ১ | | |
| সেপাক টাকরু | ৩ | | | | | | | |
| এ্যাথলেটিকস | | | | ৭ | ২ | | | |
| সাঁতার | | | | | ১ | | | |
| **মোট টুর্ণামেন্ট সংখ্যা (২৫৮):** | **২১** | **২৭** | **৩** | **৪৩** | **২৮** | **৭১** | **৫৬** | **৯** |

সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে খেলাধুলার বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এ সকল অবকাঠামে ব্যবহারে খেলাধুলার মান উন্নীত হচ্ছে, দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি হচ্ছে, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে

খেলাধুলায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যুব সমাজ খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হচ্ছে এমনকি আন্তর্জাতিকভাবে দেশের খেলাধুলার সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদির ব্যবহার বৃদ্ধি করে আরো বেশি খেলাধুলার প্রতিযোগিতা, অনুশীলন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে আরো যথাযথ উদ্যোগ, সম্বন্নয়, নিবিড় মনিটরিং তত্ত্বাবধান ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিৎ। তা হলে দেশে খেলাধুলার মান উন্নয়ন, দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি, খেলাধুলার প্রতি যুব সমাজের আগ্রহ উদ্দীপনা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

**৫.১০ স্টেডিয়াম ভিত্তিক আয়ের উৎস ও পরিমাণ:**

নিম্নোক্ত সারণীতে (সারণী-১৮) তে প্রদত্ত আয় ব্যয়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় চুয়াডাঙ্গা ও খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার নিজস্ব কোন আয় নেই। খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা ক্রীড়া অবকাঠামো রক্ষাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্যসবচেয়ে কম অর্থাৎ ৩ কিস্তিতে মাত্র ১৩৮,০০০ টাকার সরকারী পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে। অন্যান্য জেলা সরকারি বাৎসরিক বরাদ্দ ৪ থেকে ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেয়ে থাকে। হবিগঞ্জ ৫.০০ লক্ষ এবং ফরিদপুর ৭.৫০ লক্ষ টাকা সরকারী বরাদ্দ পেয়েছে। এই বরাদ্দ মোট ৩ কিস্তিতে প্রদান করা হয়। এছাড়া বিসিবি (খেলা আয়োজন), টুর্ণামেন্ট, দোকান ভাড়া, হাউজি খেলা, রেস্টুরেন্ট ভাড়া, ঘর ভাড়া, সাঁতার শেখা ইত্যাদি বাবদ স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স এর নিজস্ব আয় হয়ে থাকে। বছর ভিত্তিক সরকারী ও নিজস্ব আয় সহ মোট সর্বোচ্চ আয় হয়েছে ফরিদপুর জেলার। এই জেলার আয় ২৫.০২ লক্ষ টাকা। তবে এই জেলার স্টেডিয়াম ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক রক্ষণাবেক্ষণ পরিচালনা, স্টাফদের বেতন/ভাতা ইত্যাদি বাবদ ব্যয়ের চাহিদা বাৎসারিক ৩৫ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে সবচেয়ে কম আয় হয় খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে। এখানে আয়ের পরিমাণ মাত্র ১৩৮,০০০ টাকা। এখানে মাঠে মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে উক্ত অনুষ্ঠান থেকে আয় সম্পর্কিত কোন তথ্য জানা যায়নি। স্টেডিয়াম পরিদর্শনকালে জানা যায় নিজস্ব আয় খুবই অপ্রতুল। সরকারি পর্যায়ে বরাদ্দ বৃদ্ধির উপর সকল ক্রীড়া সংস্থা গুরুত্ব আরোপ করে।

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় টাঙ্গাইল, নাটোর ও ফরিদপুরে স্টেডিয়ামে দোকান ভাড়া ও হাউজি খেলায় নিজস্ব উদ্যোগে বছর ভিত্তিক আয় ভাল হয়। প্রত্যেক স্টেডিয়াম ভিত্তিক আয়ের উৎস সৃষ্টিতে সমন্বিত উদ্যোগ ও চেষ্টা নেয়া আবশ্যক। এর ফলে খেলাধুলার মান বৃদ্ধি পাবে, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং সৃষ্ট অবকাঠামোর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সহজ হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারি তহবিল বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

**সারণী-১৮ স্টেডিয়ামভিত্তিক আয়ের উৎস ও পরিমান**

| স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের নাম | সরকারি উৎস (বাৎসরিক) | স্থানীয় উৎস (বাৎসরিক) | | মোট আয় (আনুমানিক) | মোট চাহিদা (আনুমানিক) |
|---|---|---|---|---|---|
| | সরকারি বরাদ্দ | স্থানীয় উৎস | আয়ের পরিমান | | |
| চুয়াডাঙ্গা | ৫,৫০,০০০ (মোট ৩ কিস্তিতে) | আয় নাই | | ৫,৫০,০০০ | ১৫,০০,০০০ |
| হবিগঞ্জ | ৫০০,০০০ (মোট ৩ কিস্তিতে) | বিসিবি (খেলা আয়োজন) | ৪০০,০০০ | ২৪,০০,০০০ | ২৮,০০,০০০ |
| | | টুর্ণামেন্ট আয়োজন (২ টা) | ১৫,০০,০০০ | | |
| ময়মনসিংহ | ৭,৯২,০০০ (মোট ৩ কিস্তিতে) | দোকান-২১ টি (মাসিক-৮,৪০০) | ১০০,৮০০ | ৮,৯২,৮০০ | ১০,০০,০০০ |
| নাটোর | ৬০০,০০০ (মোট ৩ কিস্তিতে) | হাউজি (মাসিক-৬০,০০০) | ৭২০,০০০ | ১৩,৯২,০০০ | ৩০,০০,০০০ |
| | | রেষ্টুরেন্ট ভাড়া-১(মাসিক-৬,০০০) | ৭২,০০০ | | |
| টাঙ্গাইল | ৬,২০,০০০ (মোট ৩ কিস্তিতে) | হাউজি (অনুমোদিত) (মাসিক-৫০,০০০) | ৬০০,০০০ | ১৮,৮০,০০০ | ২৫,০০,০০০ |
| | | দোকান-১১০ টি (মাসিক-৫৫,০০০) | ৬৬০,০০০ | | |
| ফরিদপুর | ৭,৫০,০০০ (মোট ৩ কিস্তিতে) | হাউজি (মাসিক-১০০,০০০) | ১২,০০,০০০ | ২৫,০২,০০০ | ৩৫,০০,০০০ |
| | | ঘর ভাড়া (মাসিক-৪৬,০০০) | ৫,৫২,০০০ | | |
| খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স | ১,৩৮,০০০ (মোট ৩ কিস্তিতে) | আয় নাই | | ১,৩৮,০০০ | ৩০,০০,০০০ |
| রাজশাহী বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স | ১,৫০,০০০ (মোট ৩ কিস্তিতে) | সাঁতার শিখা (মাসিক-১৬০,০০০) | ১৯,২০,০০০ | ২০,৭০,০০০ | ২৫,০০,০০০ |

**সুত্র:** *জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও জেলা/ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী*

**নোট:**

(১) টাঙ্গাইল ও নাটোর জেলা এবং খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা টুর্ণামেন্ট ও বিনোদনমূলক (গানের কনসার্ট) আয়োজনের মাধ্যমে আয় করে কিন্তু তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নি। সংস্থার মতে এই অর্থ টুর্ণামেন্ট আয়োজন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে ব্যয় হয়ে যায় এবং কখন ও কখন ও নিজেদের অর্থে ঘাটতি মিটাতে হয়েছে।

(২) সকল জেলা ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে নাই বিধায় ব্যয়ের সুনির্দ্দিষ্ট হিসাব উপরের ছকে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় নাই।

## ৫.১১ স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স ভিত্তিক উত্তরদাতা খেলোয়াড়, দর্শক ও অন্যান্যদের মতামত

### ৫.১১.১ উত্তরদাতা খেলোয়াড়দের মতামত:

**চুয়াডাঙ্গা স্টেডিয়াম নির্মাণে যে সকল সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে তার উপর খেলোয়াড়দের মতামত বিশ্লেষন:**

প্রশ্নমালার মাধ্যমে ১২ জন খেলোয়াড়ের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় স্টেডিয়ামের ভূমি উন্নয়ন কাজের মান সম্পর্কে ভাল হয়েছে বলেছেন ৪২ ভাগ এবং ৫৮ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে। মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো কাজ ভাল হয়েছে বলেছেন ৪২ ভাগ এবং ৫৮ ভাগ এ কাজের

মান মোটামুটি হয়েছে বলে মতামত দেন। সংযোগ সড়ক ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজ খুব ভাল হয়েছে বলেছেন ২৫ ভাগ আর ভাল হয়েছে বলেছেন ৭৫ ভাগ।

প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ কাজ ৮ ভাগ বলেছেন খুব ভাল হয়েছে এবং ভাল হয়েছে বলেছেন ৮৩ ভাগ। তবে ৯ ভাগ বলেছেন কাজের মান মোটামুটি হয়েছে। গ্রিল ফেন্সিং নির্মাণ কাজ ভাল হয়েছে অভিমত দিয়েছেন ৭৫ ভাগ এবং ২৫ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে। সীমানা দেয়াল নির্মাণ কাজ খুব ভাল হয়েছে বলেছেন ৮ ভাগ, ভাল হয়েছে বলেছেন ৬৭ ভাগ এবং ২৫ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে। ড্রেনেজ সিস্টেম সম্বন্ধে ৮ ভাগ বলেছেন খুব ভাল হয়েছে এবং ৫৮ ভাগ মতামত দিয়েছেন ভাল হয়েছে। তবে ৩৪ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে। এছাড়া স্টেডিয়ামের টয়লেট নির্মাণ কাজ ৫০ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন ভাল হয়েছে এবং ৪২ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে। বাকী ৮ ভাগ বলেছেন টয়লেট নির্মাণ কাজ ভাল হয়নি।

**লেখ চিত্র-১ চুয়াডাঙ্গা স্টেডিয়ামের উপর উত্তরদাতাদের মতামত**

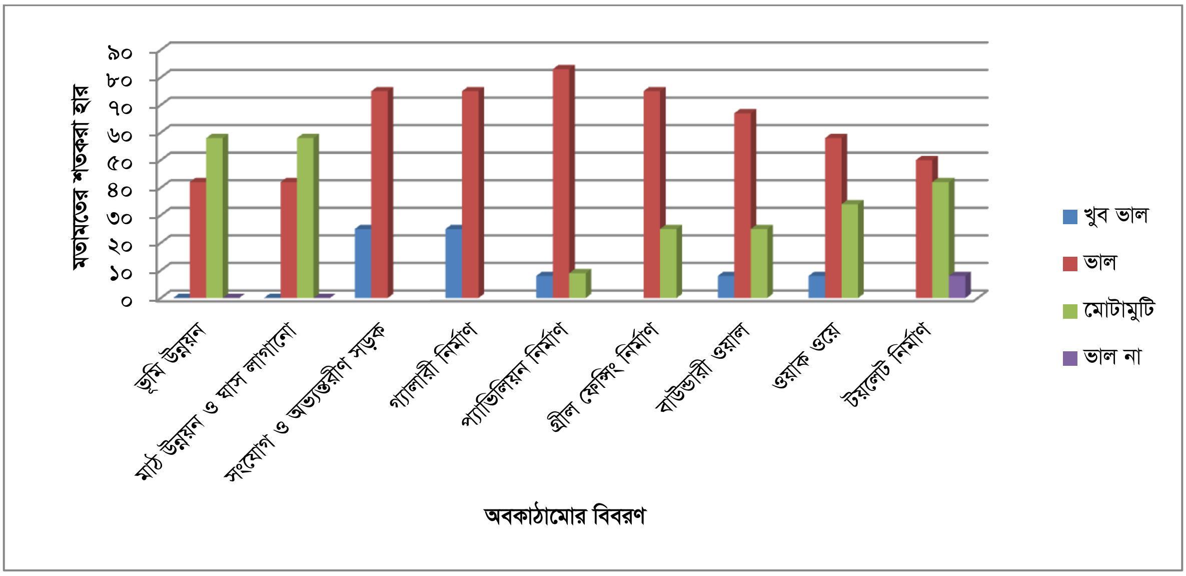


**হবিগঞ্জ স্টেডিয়াম নির্মাণে যে সকল সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে তার উপর খেলোয়াড়দের মতামত বিশ্লেষন:**

প্রশ্নমালার মাধ্যমে ১২ জন খেলোয়াড়ের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় স্টেডিয়ামের ভূমি উন্নয়ন কাজের মান সম্পর্কে খুব ভাল বলেছেন শতকরা ২৫ ভাগ, ৫৮ ভাগ ভাল ও মোটামুটি হয়েছে বলেছেন ১৭ ভাগ। মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো সম্পর্কে খুব ভাল বলেছেন শতকরা ১০ ভাগ উত্তরদাতা, ভাল বলেছেন ৩৫ ভাগ এবং ৫০ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে। তবে ৫ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন ভাল হয়নি। সংযোগ সড়ক ও গ্যালারি সম্পর্কে যথাক্রমে শতকরা ৫৮ ও ৭৫ ভাগ উত্তরদাতা ভাল হয়েছে এবং যথাক্রমে ৪২ ও ২৫ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে। এই দুটির ক্ষেত্রে কেউ খুব ভাল হয়েছে কিম্বা ভাল হয়নি এরকম মন্তব্য করেনি। প্যাভিলিয়ন ভবন সম্পর্কে শতকরা ৩৩ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন খুব ভাল হয়েছে, ৪২ ভাগ বলেছেন ভাল এবং ২৫ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে। গ্রিল ফেন্সি সম্পর্কে শতকরা ৩৩ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন খুব ভাল, ৪২ ভাগ বলেছেন ভাল এবং ২৫ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে। সীমানা দেয়াল ও টয়লেট ব্যবস্থা সম্পর্কে ১৭ ভাগ খুব ভাল, ৫৮ ভাগ ভাল ও ২৫ ভাগ মোটামুটি হয়েছে বলে মতামত জানিয়েছেন। পক্ষান্তরে ড্রেনেজ সিস্টেম সম্পর্কে শতকরা ১৭ ভাগ মতামত দিয়েছেন খুব ভাল

হয়েছে, ৬৭ ভাগ ভাল ও মাত্র ৮ ভাগ মোটামুটি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন এবং বাকী ৮ ভাগ বলেছেন ভাল হয়নি।

লেখ চিত্র-২ হবিগঞ্জ স্টেডিয়ামের উপর উত্তরদাতাদের মতামত

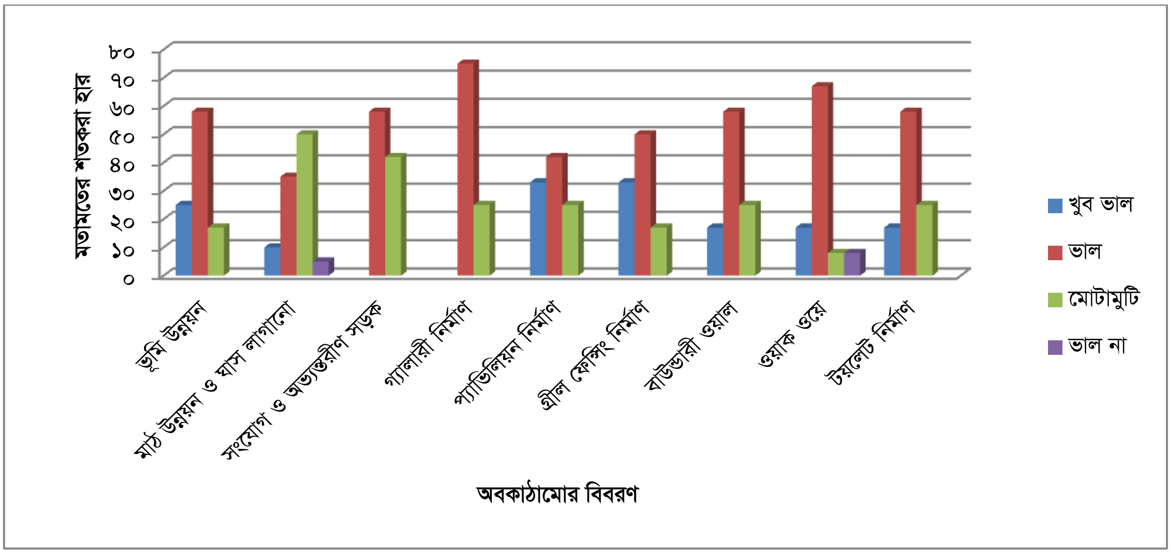


**ময়মনসিংহ স্টেডিয়াম অধিকতর উন্নয়নে যে সকল সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার উপর খেলোয়াড়দের মতামত বিশ্লেষণ:**

স্টেডিয়ামের ভূমি উন্নয়ন সম্পর্কে ৩৩ ভাগ বলেছেন ভাল হয়েছে এবং ৬৭ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে। তবে কেউ বলে নাই যে খুব ভাল হয়েছে কিংবা ভাল হয়নি। এক্ষেত্রে দেখা যায় ভূমি উন্নয়ন কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছে।

২৫ জন খেলোয়াড় বলেছেন মাঠ ভাল হয়েছে এবং ৪৭ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে। তবে ২৮ ভাগ বলেছেন মাঠ উন্নয়ন ও মাঠে ঘাস লাগানো কাজ ভাল হয়নি। মাঠে পর্যাপ্ত ঘাস নেই। খেলাধুলা করার সময় প্রচুর ধুলা উড়ে। এ কাজে সুষ্ঠু তদারকী ও নজরদারীর ঘাটতি ছিল বলে পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে। ৮৩ ভাগ খেলোয়াড় সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজটি ভাল হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে মাত্র ৯ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন এ কাজটি ভাল হয়নি। পর্যবেক্ষণে মোটামুটি ভাল মনে হয়েছে। গ্যালারি নির্মাণ কাজটি ৫৮ ভাগ খেলোয়াড় ভাল হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে ৪২ ভাগ কাজটি ভাল হয়নি বলে জানায়। উল্লেখ্য মাঠের পূর্ব দিকে বিদ্যমান কিছু অংশে উপরের দিকে গ্যালারি সম্প্রসারণ করা হয়নি। তিন তলা ভিত করে দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মিত হয়েছে। ৫৮ ভাগ খেলোয়াড় উত্তরদাতা এই নির্মাণ কাজ ভাল এবং ৮ ভাগ খুব ভাল হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে ৩৪ ভাগ নির্মাণ কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। ২৫ ভাগ খেলোয়াড় সীমানা দেয়াল নির্মাণ কাজ ভাল ও ৫৮ ভাগ মোটামুটি ভাল হয়েছে বলে মতামত জানান। ১৭ ভাগ ভাল হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন। পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। ড্রেনেজ সিস্টেম সম্বন্ধে ৫৮ ভাগ উত্তরদাতা ভাল ও ৪২ ভাগ মোটামুটি ভাল বলেছেন। টয়লেট ব্যবস্থা ভাল বলেছেন ৫৮ ভাগ এবং মোটামুটি বলেছেন ৪২ ভাগ উত্তরদাতা।

লেখ চিত্র-৩ ময়মনসিংহ স্টেডিয়ামের উপর উত্তরদাতাদের মতামত

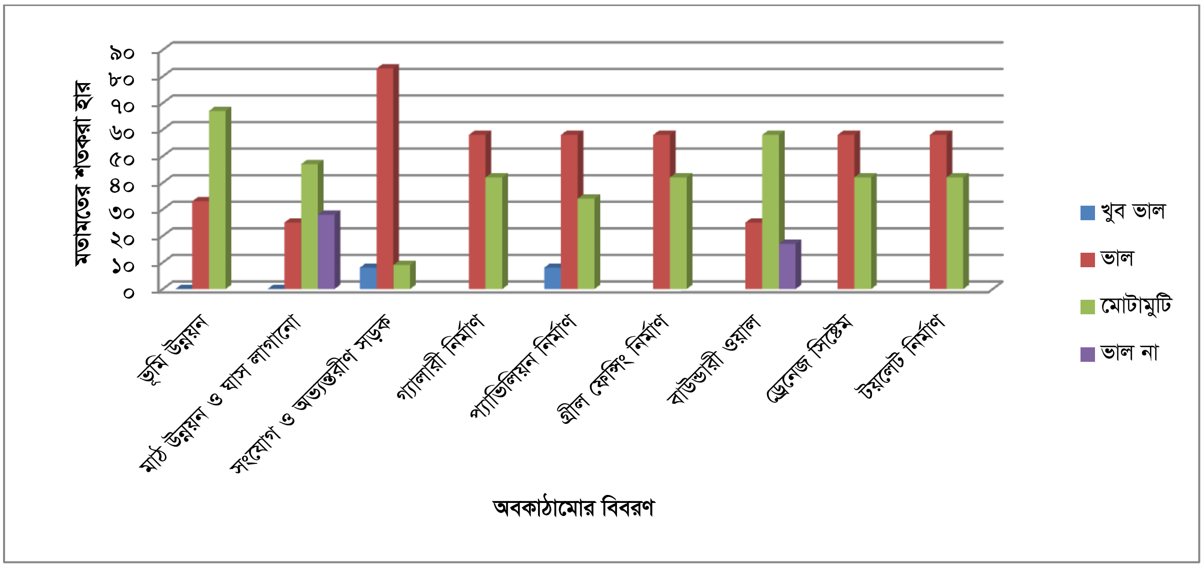


**নাটোর স্টেডিয়াম অধিকতর উন্নয়নে যে সকল সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার উপর খেলোয়াড়দের মতামত বিশ্লেষণ:**

প্রশ্নমালার মাধ্যমে ১৯ জন খেলোয়াড়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত বিভিন্ন সুবিধাদির উপর তারা মতামত ব্যক্ত করেন। ভূমি উন্নয়ন সম্পর্কে শতকরা ৪৭ ভাগ উত্তরদাতা খুব ভাল এবং ৪৭ ভাগ ভাল এবং মাত্র শতকরা ৬ ভাগ মোটামুটি হয়েছে বলে মতামত দেন। শতকরা ৫০ ভাগ উত্তরদাতা মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো কাজ খুব ভাল হয়েছে বরে মতামত দেন। শতকরা ৩৭ ভাগ ভাল ৯ ভাগ মোটামুটি ও শতকরা ৪ ভাগ ভাল হয়নি বলেছেন। শতকরা ১১ ভাগ উত্তরদাতা সংযোগ সড়কসহ নির্মাণ কাজ খুব ভাল হয়েছে বলেছেন, ৮৪ ভাগ ভাল ও ৫ ভাগ ভাল হয়নি বলেছেন। গ্যালারি নির্মাণ কাজ সম্বন্ধে শতকরা ২৬ ভাগ বলেছেন ভাল এবং ৭৪ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে বলেছেন। প্যাভিলিয়ন সম্পর্কে শতকরা ২১ ভাগ খুব ভাল, ৭৪ ভাগ ভাল ও মাত্র ৫ ভাগ মোটামুটি বলেছেন।গ্রিল ফেন্সিং সম্বন্ধে শতকরা ৩৭ ভাগ উত্তরদাতার মতামত খুব ভাল এবং ৬৩ ভাগের মতামত মোটামুটি হয়েছে। সীমানা দেয়াল সম্পর্কে শতকরা ১৬ ভাগ উত্তর দাতা বলেছেন ভাল হয়েছে, ৫৮ ভাগ মোটামুটি ও ২৬ ভাগ বলেছেন ভাল হয়নি। ড্রেনেজ সিস্টেম সম্পর্কে শতকরা ২১ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন খুব ভাল হয়েছে এবং ৭৯ ভাগ বলেছেন ভাল হয়েছে। এই নির্মাণ কাজ ভাল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

লেখ চিত্র-৪ নাটোর স্টেডিয়ামের উপর উত্তরদাতাদের মতামত

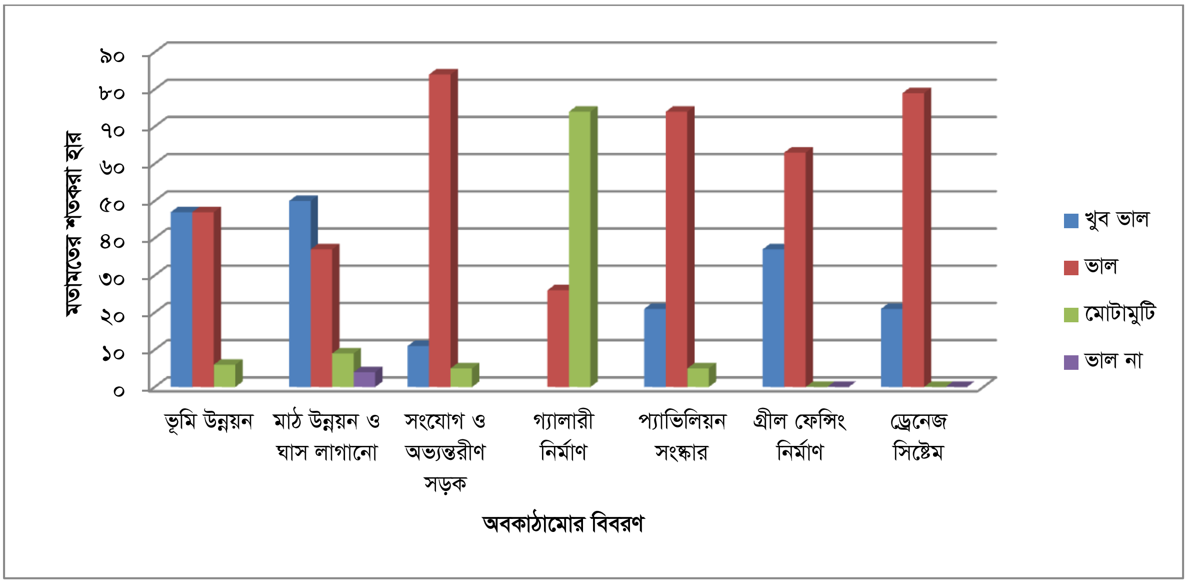


**টাঙ্গাইল স্টেডিয়াম অধিকতর উন্নয়নে যে সকল সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার উপর খেলোয়াড়দের মতামত বিশ্লেষণ:**

১২ জন খেলোয়ারের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তাদের মতামত নেয়া হয়। স্টেডিয়ামের ভূমি উন্নয়ন সম্পর্কে শতকরা ১৭ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন খুবই ভাল হয়েছে। শতকরা ৩৩ ভাগ বলেছেন ভাল হয়েছে। শতকরা ৫০ ভাগ বলেছে মোটামুটি হয়েছে। তাই সার্বিকভাবে বলা যায় ভূমি উন্নয়ন কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছে। ভাল হয়েছে বলেছেন শতকরা ৩৫ ভাগ এবং মোটামুটি হয়েছে বলেছেন শতকরা ৫৫ ভাগ উত্তরদাতা। তবে শতকরা ১০ ভাগ বলেছেন ভাল হয়নি। সংযোগ সড়ক ও গ্রিল ফেন্সিং নির্মাণ কাজ সম্পর্কে শতকরা ৮ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন খুব ভাল, ৩৫ থেকে ৪২ ভাগ বলেছে ভাল এবং ৪২-৫০ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে। গ্যালারি ও প্যাভিলিয়নের মান সম্পর্কে শতকরা ১৭ ভাগ খুব ভাল, শতকরা ৫০-৬৭ ভাগ ভাল বলেছেন। পক্ষান্তরে, গ্যালারি সম্বন্ধে ৩৩ ভাগ এবং প্যাভিলিয়ন সম্পর্কে শতকরা ১৬ ভাগ বলেছেন মোটামুটি ভাল হয়েছে। ড্রেনেজ সিস্টেম সম্পর্কে শতকরা ২৫ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন খুব ভাল, ৬৭ ভাগ বলেছেন ভাল ও মাত্র ৮ ভাগ বলেছেন। নির্মাণ কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ওয়াকওয়ে সম্পর্কে শতকরা ৮ ভাগ উত্তর দাতা খুব ভাল বলেছেন, শতকরা ৮ ভাগ ভাল, শতকরা ৭৫ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে এবং শতকরা ৯ ভাগ উত্তর দাতা বলেছেন ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ ভাল হয়নি।

**লেখ চিত্র-৫ টাঙ্গাইল স্টেডিয়ামের উপর উত্তরদাতাদের মতামত**

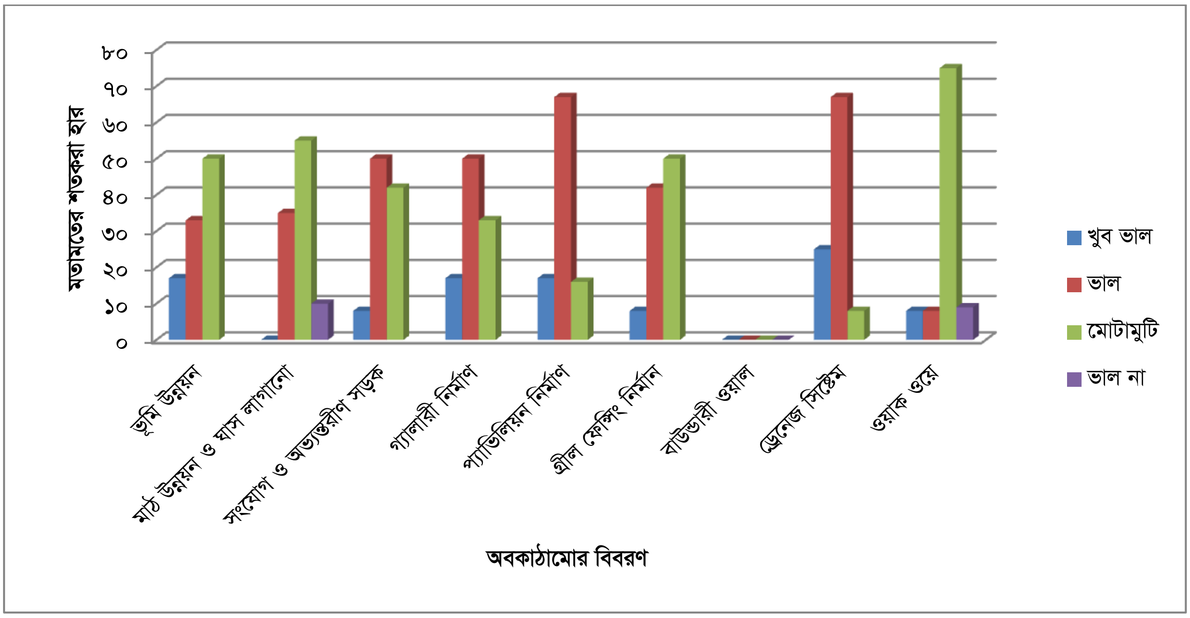


**ফরিদপুর স্টেডিয়াম অধিকতর উন্নয়নে যে সকল সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার উপর খেলোয়াড়দের মতামত বিশ্লেষণ:**

মোট ১২ জন খেলোয়াড়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন বিষয়ে ৩৩ ভাগ উত্তরদাতা খুব ভাল, ৫০ ভাগ ভাল ও ১৭ ভাগ মোটামুটি বলেছেন। ৪৪ ভাগ উত্তরদাতা মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো কাজ খুব ভাল হয়েছে বলে মতামত দিয়েছেন। এছাড়া ৩০ ভাগ ভাল ও ২৫ ভাগ উত্তরদাতা জানায় মোটামুটি হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছে। ১৭ ভাগ উত্তর দাতা বলেছেন সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ খুব ভাল, ৫৮ ভাগ ভাল ও ২৫ ভাগ মোটামুটি হয়েছে বলে মতামত দেন। গ্যালারি নির্মাণ সম্পর্কে ৮ ভাগ উত্তরদাতা খুব ভাল, ৭৫ ভাগ ভাল ও ১৭ ভাগ মোটামুটি হয়েছে বলে মতামত দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বলা যায় গ্যালারি নির্মাণ কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছে। ১৭ ভাগ উত্তর দাতা প্যাভিলিয়ন নির্মাণ কাজ খুব ভাল হয়েছে বলে মতামত দেন। ৭৫ ভাগ ভাল ও ৮ ভাগ মোটামুটি হয়েছে বলে মতামত দেন। এ তথ্যে দেখা যায় প্যাভিলিয়ন নির্মাণ কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছে। ২৫ ভাগ উত্তরদাতা ফ্যান্সিং নির্মাণ কাজ খুব ভাল, ৫৮ ভাগ ভাল ও ১৭ ভাগ মোটামুটি হয়েছে বলে মতামত প্রদান করে। ৮ ভাগ উত্তর দাতা সীমানা দেয়াল নির্মাণ কাজ খুব ভাল হয়েছে বলে জানায়। এছাড়া ২৫ ভাগ ভাল ও ৬৭ ভাগ মোটামুটি হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন। এ পর্যায়ে দেখা যায় সীমানা দেয়াল নির্মাণ কাজ মোটামুটি হয়েছে বলা যায়। ড্রেনেজ সিস্টেম ও টয়লেট ব্যবস্থা সম্পর্কে ২১ ভাগ উত্তরদাতা খুব ভাল, ৭১ ভাগ ভাল এবং ৮ ভাগ মোটামুটি হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় ড্রেনেজ সিস্টেম ও টয়লেট নির্মাণ কাজ ভাল হয়েছে।

লেখ চিত্র-৬  ফরিদপুর স্টেডিয়ামের উপর উত্তরদাতাদের মতামত

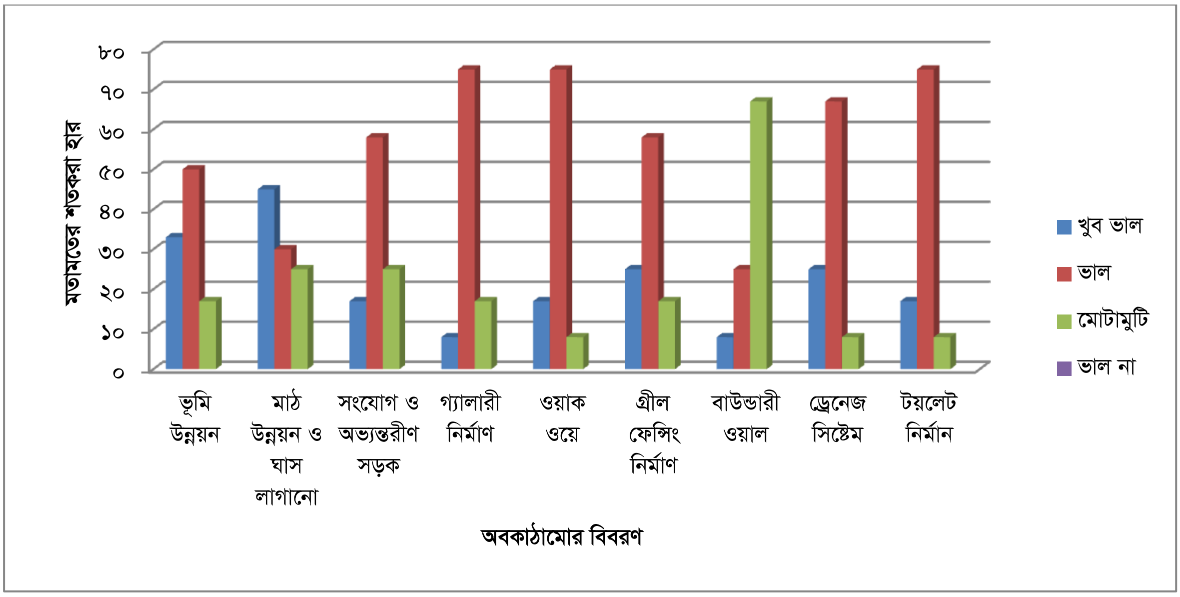


**খুলনা বিভাগীয় মহিলা কমপ্লেক্স অধিকতর উন্নয়নে যে সকল সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার উপর খেলোয়াড়দের মতামত বিশ্লেষণ:**

প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে নির্মিত অবকাঠামো সমূহের উপর খেলোয়াড়দের মতামত নেয়া হয়। ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পর্কে শতকরা ৫৮ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন কাজটি মোটামুটি হয়েছে এবং ৪২ ভাগ বলেছেন কাজটি ভাল হয়নি। মাঠ উন্নয়ন কাজের উপর শতকরা মাত্র ৩ ভাগ ভাল বলেছেন এবং ৪৩ জন মোটামুটি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে। পক্ষান্তরে শতকরা ৫৪ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন কাজটি ভাল হয়নি। তাই সার্বিকভাবে বলা যায় ভূমি উন্নয়ন ও মাঠ উন্নয়ন কাজ ভাল হয়নি। সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজের মান সম্পর্কে শতকরা ৫০ ভাগ বলেছেন ভাল ও ৫০ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে। সীমানা দেয়াল, ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণ কাজ সম্পর্কে যথাক্রমে শতকরা ১৫ ও ২০ ভাগ উত্তর দাতা, খুব ভাল, শতকরা ৭০ ও ৫৬ ভাগ ভাল ১৫ ও ২৪ ভাগ উত্তরদাতা মোটামুটি হয়েছে বলে মতামত দিয়েছেন। সার্বিকভাবে বলা যায় সীমানা দেয়াল, ড্রেন নির্মাণ কাজের মান মোটামুটি ভাল হয়েছে। হোস্টেল নির্মাণের মান সম্পর্কে শতকরা ৮৩ ভাগ বলেছেন ভাল হয়েছে এবং মাত্র ১৭ ভাগ বলেছে মোটামুটি হয়েছে।

লেখ চিত্র-৭ খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত

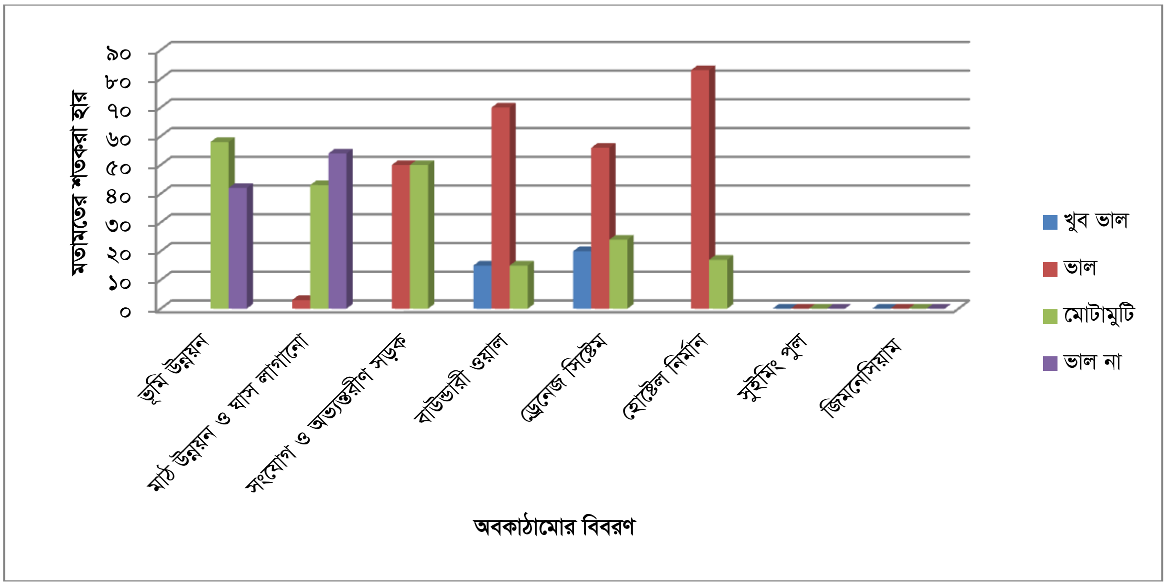


**রাজশাহী বিভাগীয় মহিলা কমপ্লেক্স অধিকতর উন্নয়নে যে সকল সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার উপর খেলোয়াড়দের মতামত বিশ্লেষণ:**

প্রকল্পে নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামো এবং সুবিধাদির উপর প্রশ্নমালার মাধ্যমে খেলোয়াড়দের মতামত/মন্তব্য জানতে চাওয়া হয়। ভূমি উন্নয়ন সম্পর্কে মাত্র ৮ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন ভাল হয়েছে এবং ৬১ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে। তবে ৩১ ভাগ বলেছেন ভূমি উন্নয়ন কাজ ভাল হয়নি। এক্ষেত্রে বুঝা যায় যথাযথভাবে ভূমি উন্নয়ন কাজ হয়নি বলে অধিক সংখ্যক উত্তরদাতা বিরূপ মন্তব্য করেছেন। মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো কাজ সম্পর্কে মাত্র ৫ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন ভাল হয়েছে। ৫২ ভাগ বলেছে মোটামুটি এবং ৪৩ ভাগ উত্তর দাতা বলেছেন ভাল হয়নি। তাই এক্ষেত্রে মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানোর কাজটিও আশানুরূপ হয়নি বলে ধারণা পাওয়া যায়। মাত্র ৭ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজটি ভাল হয়েছে, ৮৫ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে এবং ৮ ভাগ বলেছেন ভাল হয়নি। এক্ষেত্রে বুঝা যায় সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজটি যথাযথভাবে হয়নি।

স্টেডিয়ামের ড্রেনেজ সিস্টেম সম্পর্কে ২৫ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন খুব ভাল হয়েছে। ৫৫ ভাগ ভাল ও মাত্র ২০ ভাগ বলেছেন মোটামুটি হয়েছে। তাই ড্রেনেজ সিস্টেম ব্যবস্থা খুব আশানুরূপ না হলেও মোটামুটি ভাল হয়েছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের সাঁতার শেখা ও সাঁতার প্রতিযোগিতা ও ভাল সাঁতারু সৃষ্টির লক্ষ্যে সুইমিংপুল নির্মিত হয়েছে। এই সুইমিংপুল সম্পর্কে মাত্র ৮ ভাগ উত্তরদাতা মন্তব্য করেছেন সুইমিংপুলটি ভাল হয়েছে। ২৩ ভাগ বলেছেন মোটামুটি এবং ৬৯ ভাগ উত্তরদাতা সুইমিংপুল নির্মাণ কাজ ভাল হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন।

প্রকল্পের মাধ্যমে হোস্টেল নির্মিত হয়েছে। ৬২ ভাগ উত্তরদাতার মন্তব্য হোস্টেল নির্মাণ ভাল হয়েছে এবং ৩৮ ভাগ বলেছেন নির্মাণ কাজ মোটামুটি হয়েছে। পরিদর্শনকালে হোস্টেল ভবন মোটামুটি ভাল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

**লেখ চিত্র-৮ রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত**

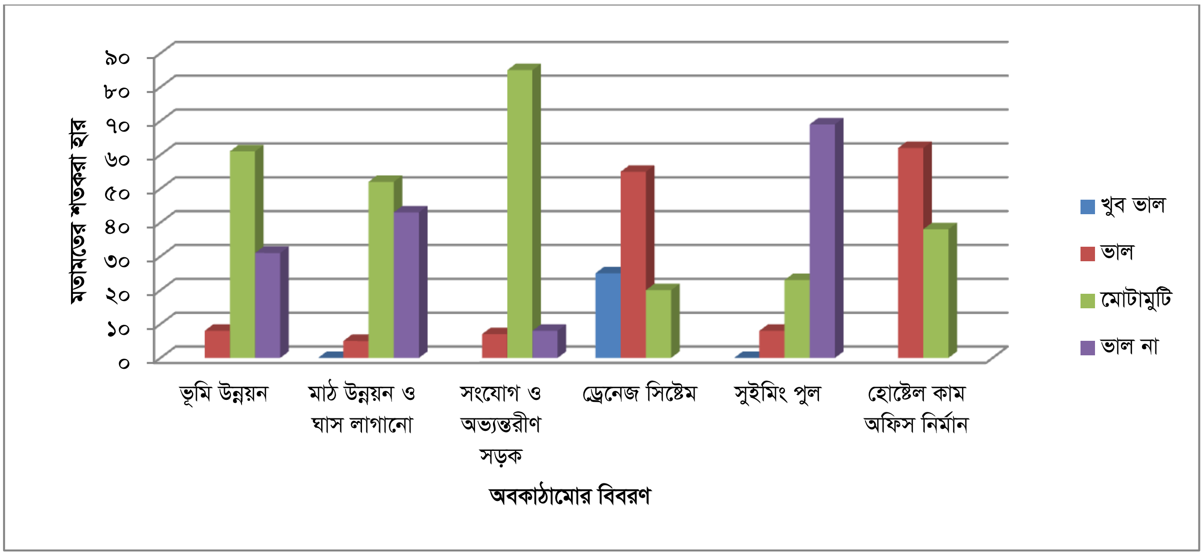


## ৫.১১.২ দর্শক ও অন্যান্য উত্তরদাতার মতামত:

### স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স ভিত্তিক উত্তরদাতা পুরুষ ও মহিলা দর্শকদের বিবরণ

প্রকল্পের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলার শহরে ২টি নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ, ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর জেলায় বিদ্যমান স্টেডিয়ামের উন্নয়ন, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় শহরে বিদ্যমান ২টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন করা হয়েছে। নতুন নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজে খেলাধুলার প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগুলো নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় খেলাধুলার প্রতি দর্শকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, খেলাধুলার সুবিধাদি বৃদ্ধি পাওয়ায় স্টেডিয়ামে এসে দর্শকগণ স্বাচ্ছন্দে খেলাধুলা উপভোগ করছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব মূল্যায়নে প্রশ্নমালার মাধ্যমে সৃষ্টি সুবিধাদের উপর দর্শকদের মতামত/মন্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ৮টি জেলায় ১২৬ জন দর্শকদের (৮৯%) সাক্ষৎকার নেয়া হয়। যার মধ্যে ১১২ জন পুরুষ ও ১৪ জন মহিলা দর্শক। জেলা ভিত্তিক দর্শকদের মতামত বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর ও নাটোর জেলার প্রতিটিতে ১৮ জন করে পুরুষ দর্শকদের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলায় ১৫ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা দর্শকের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে ১০ জন পুরুষ ও ৮ জন মহিলা দর্শকের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে খেলাধুলার স্থাপনাসমূহ অদ্যাবধি ব্যবহার উপযোগী হয়নি বলে এখানে কোন দর্শকের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়নি। বিশ্লেষনে দেখা যায় যে রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে সর্বাধিক অর্থাৎ ৮ জন মহিলা দর্শকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এই কমপ্লেক্সের সুইমিংপুলে মহিলা ও পুরুষগণ সাঁতার শিখছে এবং বিভিন্ন খেলাধুলা অনুশীলনের জন্য কমপ্লেক্সের অবকাঠামো ব্যবহৃত হচ্ছে বিধায় দর্শক সমাগম হচ্ছে। এছাড়া চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলায় ৩ জন করে মহিলা দর্শকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। অন্যান্য স্টেডিয়ামে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য কোন মহিলা দর্শক পাওয়া যায়নি।

**দর্শক প্রদত্ত তথ্যের সংকলন (ভূমি উন্নয়ন, মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো এবং সংযোগ সড়ক)**

রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে ভূমি উন্নয়ন কাজের উপর শতকরা ৬৫ ভাগ দর্শক বলেছেন নির্মাণ মান ভালো হয়েছে এবং ৩৫ ভাগ দর্শক মোটামুটি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। মাঠ উন্নয়নে শতকরা ৬৫ ভাগ সদস্য মোটামুটি, ৩০ ভাগ ভালো ও মাত্র ৫ ভাগ দর্শক ভাল হয়নি বলে মতামত দিয়েছেন। সংযোগ সড়ক সম্পর্কে শতকরা ৪৪ ভাগ বলেছেন মোটামুটি, ১৭ ভাগ খুব ভাল এবং ৩৯ ভাগ দর্শক ভালো হয়নি বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর খেলাধুলার স্থাপনা সমূহ অদ্যাবধি ব্যবহার উপযোগী হয়নি। তাই এখানে দর্শক আসে না। স্টেডিয়াম সমূহের ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পর্কে নাটোর ও ফরিদপুর স্টেডিয়াম সম্পর্কে কাজের মান খুব ভালো বলেছেন সবচেয়ে বেশী দর্শক অর্থাৎ শতকরা ৩৩ ভাগ, ময়মনসিংহ স্টেডিয়াম সম্পর্কে কাজের মান ভালো হয়নি বলে মতামত দিয়েছেন শতকরা ৫ ভাগ দর্শক, অন্যান্য স্টেডিয়াম সম্পর্কে ভালো ও মোটামুটি বলেছেন অধিকাংশ দর্শক।

মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো সম্পর্কে নাটোর ও ফরিদপুর স্টেডিয়ামের কাজ খুব ভালো হয়েছে বলে মতামত দিয়েছেন যথাক্রমে ২৮ ও ৩০ ভাগ দর্শক। অন্যান্য স্টেডিয়ামের ক্ষেত্রে ২৫ থেকে ৬২ শতাংশ দর্শক ভালো এবং ৮ থেকে ৭৫ শতাংশ দর্শক বলেছেন মোটামুটি হয়েছে। তবে ৫ থেকে ২৮ শতাংশ দর্শক রাজশাহী, চুয়াডাঙ্গা, হবিগঞ্জ ও ময়মনসিংহ স্টেডিয়াম প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্য অর্থাৎ কাজের মান ভাল হয়নি বলেছেন।

চুয়াডাঙ্গা স্টেডিয়ামের সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ খুব ভালো হয়েছে বলেছেন শতকরা ৬ ভাগ দর্শক এবং ৮৯ ভাগ অর্থাৎ সর্বোচ্চ সংখ্যক দর্শক ভালো হয়েছে বলে মতামত দিয়েছেন। রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের সংযোগ সড়ক সম্পর্কে ৩৯ ভাগ দর্শক বিরূপ মন্তব্য অর্থাৎ কাজের মান ভালো হয়নি বলেছেন। এছাড়া শতকরা ৬ ভাগ দর্শক টাঙ্গাইল জেলার স্টেডিয়ামে সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ ভালো হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন। অন্যান্য স্টেডিয়ামে সংযোগ সড়ক কাজের উপর অধিকাংশ দর্শক কাজের মান ভালো ও মোটামুটি হয়েছে বলে মতামত দিয়েছেন।

**দর্শকদের প্রদত্ত তথ্যের সংকলন (গ্যালারি, প্যাভিলিয়ন ও গ্রিল ফেন্সিং নির্মাণ)**

টাঙ্গাইল জেলার গ্যালারি নির্মাণ কাজ ভালো হয়নি বলে শতকরা ১৭ ভাগ দর্শক মতামত দিয়েছেন। নাটোর জেলার গ্যালারি সম্পর্কে সর্বোচ্চ সংখ্যক দর্শক অর্থাৎ শতকরা ৭৮ ভাগ দর্শক ভাল বলেছেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩৯ ভাগ দর্শক ফরিদপুর স্টেডিয়ামের গ্যালারী সম্বন্ধে খুব ভালো মন্তব্য করেছেন। তবে অধিকাংশ দর্শকই অন্যান্য স্টেডিয়ামের গ্যালারী সম্বন্ধে ভালো ও মোটামুটি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

নাটোর জেলার প্যাভিলিয়ন নির্মাণ মান খুব ভালো হয়েছে মন্তব্য করেছেন শতকরা ৪৪ ভাগ দর্শক, হবিগঞ্জ প্যাভিলিয়ন সম্পর্কে ৩৩ ভাগ। ফরিদপুর ১৭ ও ময়মনসিংহ ১১ ভাগ দর্শক কাজে মান ভাল বলেছেন। অন্যান্য প্যাভিলিয়ন সম্পর্কে ভালো ও মোটামুটি হয়েছে বলে অধিকাংশ দর্শক মতামত দিয়েছেন। কোনো স্টেডিয়ামের গ্রিল ফেন্সিং নির্মাণ মান সম্পর্কে খুব ভালো হয়েছে বলে দর্শকরা মতামত দেয়নি। ময়মনসিংহ সম্বন্ধে সর্বোচ্চ ৩৩ ভাগ দর্শক নির্মাণ মান ভালো হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন। টাঙ্গাইল সম্পর্কে শতকরা ১১ ভাগ দর্শক ভালো হয়নি বলে মতামত দিয়েছেন। ফরিদপুর এর মান ভালো হয়নি বলে মতামত দিয়েছেন শতকরা ১৭ ভাগ দর্শক। এছাড়া অন্যান্য স্টেডিয়ামের গ্রিল ফেন্সিং সম্পর্কে অধিকাংশ দর্শক নির্মাণ মান ভালো ও মোটামুটি হয়েছে বলে মতামত দিয়েছেন।

**দর্শকদের প্রদত্ত তথ্যের সংকলন (সীমানা দেয়াল, ড্রেনেজ সিস্টেম ও টয়লেট নির্মাণ)**

**সীমানা দেয়াল:** নাটোর ও রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ খুব ভালো হয়েছে বলে মতামত দিয়েছেন যথাক্রমে ১১ ও ৬ ভাগ দর্শক। রাজশাহী স্টেডিয়ামের সীমানা দেয়াল সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী দর্শক

অর্থাৎ শতকরা ৮৮ ভাগ ভালো বলেছেন। এবং শতকরা ৮৩ ভাগ দর্শক চুয়াডাঙ্গা স্টেডিয়ামের সীমানা দেয়াল সম্পর্ক ভালো বলেছেন। ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ সীমানা দেয়াল সম্পর্কে মোটামুটি হয়েছে বলে মতামত দিয়েছেন, যথাক্রমে শতকরা ৮৯ ও ৭৮ ভাগ দর্শক। অন্যান্য সীমানা দেয়াল সম্পর্কে মোটামুটি হয়েছে বলে দর্শকদের মতামত থাকলেও টাঙ্গাইল স্টেডিয়ামের সীমানা দেয়াল সম্পর্কে দর্শকদের কোনো মতামত পাওয়া যায়নি।

**ড্রেনেজ সিস্টেম :** নাটোর ও ফরিদপুর স্টেডিয়ামের ড্রেনেজ সিস্টেম খুব ভালো হয়েছে বলে মতামত দিয়েছেন যথাক্রমে শতকরা ৪৪ ও ২৮ ভাগ দর্শক। চুয়াডাঙ্গা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী দর্শক মতামত দিয়েছেন ভালো হয়েছে। এরপর ফরিদপুর শতকরা ৭২, ময়মনসিংহ ৬৭ ও হবিগঞ্জ সম্পর্কে ৬১ ভাগ দর্শক ভালো বলেছেন। টাঙ্গাইল ড্রেনেজ সিস্টেম ভালো হয়নি বলে মতামত দিয়েছেন শতকরা ১৭ ভাগ দর্শক।

**টয়লেট:** শুধুমাত্র নাটোর স্টেডিয়ামের টয়লেট খুব ভালো শতকরা ৬ ভাগ দর্শক মতামত দিয়েছেন এবং ৭৮ ভাগ বলেছেন ভালো হয়েছে। অন্যান্য স্টেডিয়ামে টয়লেট ভালো বা মোটামুটি বলে মতামত দিলেও হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল স্টেডিয়ামের টয়লেট এবং রাজশাহী ক্রীড়া কমপ্লেক্সের টয়লেট সম্পর্কে খুব বিরূপ মন্তব্য অর্থাৎ ভাল হয়নি মতামত দিয়েছেন যথাক্রমে ১১, ২২, ২২ ও ২৫ ভাগ দর্শক। এ থেকে বুঝা যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে টয়লেট নির্মাণ কাজ আশানুরূপ হয়নি। এছাড়া মহিলাদের জন্য ভিন্ন টয়লেট নির্মাণ না হওয়ায় মহিলা দর্শকদের খেলা চলাকালীন খুব অসুবিধে হচ্ছে বলে জানা যায়।

**দর্শকদের প্রদত্ত তথ্যের সংকলন (জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল ও হোস্টেল নির্মাণ)**

রাজশাহী সুইমিংপুলে নিয়মিত সাঁতার শেখানো হয়। সুইমিংপুল সম্পর্কে শতকরা ১৩ ভাগ দর্শক বলেছেন খুব ভালো , ৪৪ ভাগ ভালো ও ১৭ ভাগ মোটামুটি বলেছেন। তবে ২৬ ভাগ দর্শক বলেছেন নির্মাণ মান বা সার্বিক ভাবে সুইমিংপুল ভালো হয়নি। খুলনা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের নির্মিত অবকাঠামো ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়নি। তাই কোনো দর্শকের সাক্ষাৎকার নেয়া যায়নি।

## ৫.১২ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) থেকে প্রাপ্ত তথ্য:

প্রভাব যাচাইয়ের জন্য নির্ধারিত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় কমপক্ষে ৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির (বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা ও সদস্য, ক্রীড়া সাংবাদিক, খেলোয়াড়, শিক্ষক, কোচ) উপস্থিতিতে দলীয় আলোচনা (Focus Group Discussion (FGD)) করা হয়। আলোচনা করার জন্য পূর্বে প্রস্তুতকৃত চেক লিষ্ট ব্যবহার করা হয়। আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সংকলিত করে নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

**১. স্টেডিয়াম ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা:**

প্রত্যেক দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ স্টেডিয়াম ব্যবস্থাপণায় তাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন যেমন- স্টেডিয়ামের সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা, স্থানীয় খেলোয়াড়দের বিভিন্ন খেলায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি করা। ঢাকা থেকে ভাল কোচ এনে স্থানীয় খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যাতে দক্ষ খেলোয়াড় তৈরি হয়। স্থানীয় ক্লাবগুলোকে সার্বিক সহযোগিতা করা। প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে খেলাধুলার প্রতি যুব সমাজকে আকৃষ্ট করা। সঠিকভাবে মাঠের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

**২. অবকাঠামো নির্মাণের ধরণ/ প্রকার:**

দু'টি নতুন স্টেডিয়ামে একই ধরনের আবকাঠামো এবং কাজ সম্পাদন করা হয়েছে যেমন- ভূমি উন্নয়ন, খেলার মাঠ উন্নয়ন, প্যাভিলিয়ন ভবন, ২য়তলা ভিআইপি গ্যালারিসহ, সাধারণ গ্যালারি, সীমানা দেয়াল, মাঠের চারিদিকে গ্রিল ফেন্সিং ওয়ার্ক, আরসিসি রাস্তা, কার পার্কিং ব্যবস্থা, পাবলিক টয়লেট, মাঠের চার পাশে ড্রেনসহ গার্ডওয়াল ইত্যাদি।

পুরাতন চারটি স্টেডিয়ামের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্টেডিয়ামের বিপরীতে নির্ধারিত বিষয়ে কাজ করা হয়েছে যার মধ্যে ভূমি ও মাঠ উন্নয়ন, সীমানা দেয়াল, প্যাভিলিয়ন ভবন, গ্যালারী, মাঠের চারিপাশে ড্রেন সহ গার্ডওয়াল, মাঠের চারিপার্শ্বে গ্রিল ফেন্সিং, সংযোগ সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি প্রধান।

খুলনা ও রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর ক্ষেত্রে খেলার মাঠ উন্নয়ন, সুইমিং পুল, জিমনেসিয়াম, হোস্টেল নির্মাণ, প্যাভিলিয়ন, অফিস কক্ষ, সারফেস ড্রেন, সংযোগ সড়ক, সীমানা দেয়াল নির্মাণ ইত্যাদি প্রধান।

৩. **নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান এবং কাজ শুরু ও শেষের সময়কাল:** প্রত্যেক নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ ঠিকাদার সময়মত কাজ শুরু এবং শেষ করেছে। তবে ঠিকাদার মারা যাওয়ার কারণে ময়মনসিংহ ও নাটোরে প্রায় ৩ মাস কাজ বন্ধ থাকার পরও সময়মত শেষ করা হয়েছে।

৪. **অবকাঠামোর গুণগত মান:** ৭টি জেলায় কাজের গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে গঠিত কমিটি নিয়মিতভাবে কাজের মান মনিটর ও নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ফলে কাজের গুণগত মান সঠিক রাখা সম্ভব হয়েছিল। খুলনাতে কাজ মনিটর করার জন্য কোন কমিটি গঠিত হয়নি। তবে সাধারণ অভিযোগ ছিল যে মাঠের মাটিতে এলুভিয়াল মাটির পরিবর্তে বালি মিশানো হয়েছিল এবং ঘাস সঠিকভাবে লাগানো হয়নি।

৫. **মান নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহনকারীদের ভূমিকা:** কোন কোন জেলায় যখনি নির্মাণে ব্যবহৃত কোন মালামালের গুণগত মান খারাপ পরিলক্ষিত হয়েছে তখনই তা বদলানো হয়েছে। বেশীরভাগ অংশগ্রহণকারী বলেছেন নির্মাণ কাজ ভাল হয়েছে।

৬. **নির্মিত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ:** নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুরের অংশগ্রহণকারীগণ বলেছেন যে তারা নির্মিত অবকাঠানো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। বাকী ৩টি স্টেডিয়াম ও ২টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর অংশগ্রহণকারীগণ বলেছেন যে জনবল এবং অর্থের অভাবে তারা স্টেডিয়াম সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারছেন না।

৭. **অবকাঠামো ব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য:** বর্তমানে প্রচুর খেলোয়াড় নিয়মিতভাবে স্টেডিয়াম ব্যবহার করছে। টুর্ণামেন্ট চলাকালে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। খেলার ধরণ এবং সংখ্যা পূর্বের চাইতে অনেক বেড়েছে। স্টেডিয়াম হওয়ার ফলে অনেক নতুন নতুন খেলা চর্চা করা হচ্ছে যেমন- তায়কোয়ান্ডো, খো খো, থ্রো বল। রাজশাহীতে সুইমিং পুল নিয়মিতভাবে সাঁতার শেখার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু মাত্র খুলনায় জিমনেসিয়াম নির্মাণ সম্পন্ন না হওয়া ও সুইমিং পুলের পানি সরবরাহ সম্ভব না হওয়ার কারণে এখনও ব্যবহার করা যাচ্ছেনা।

৮. **নির্মিত অবকাঠামোর ডিজাইন সম্পর্কে মন্তব্য ও প্রত্যাশা:** প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত ডিজাইন অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে, তবে বাস্তবতার কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কাজ কম বা বেশি করা হয়েছে যেমন- জমি অধিগ্রহণে সমস্যা হওয়ায় ময়মনসিংহ ও হবিগঞ্জে সীমানা দেয়াল আংশিক অসম্পূর্ণ আছে।

৯. **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন:** অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রকল্পে বর্ণিত উদ্দেশ্য প্রায় শতভাগ অর্জিত হয়েছে বলা যায়। বর্তমানে প্রত্যেক স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর মাঠে নিয়মিত খেলাধুলা এবং টুর্ণামেন্ট হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ের টুর্ণামেন্ট এখনো কোন স্টেডিয়ামে শুরু করা যায় নি। নাটোরের কৃতি সন্তান তাইজুল ইসলাম জাতীয় ক্রিকেট দলে সুযোগ পেয়েছে। খেলাধুলার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় ছেলে মেয়েদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। ছেলেমেয়েরা বর্তমানে নিয়মিত ভাবে মাঠে প্র্যাকটিস করে খেলাধুলার মান বৃদ্ধি করছে। কোন কোন স্টেডিয়ামের মাঠ উঁচু, নিচু, এবং কোন

কোন মাঠে ক্রিকেটের পিচ নেই তাই খেলোয়াড়রা মাঠে ক্রিকেট অনুশীলন করতে পারে না। খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর জিমনেসিয়াম ও সুইমিংপুল সমস্যার কারণে ব্যবহার হচ্ছে না।

**১০.প্রকল্পের প্রভাব ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা:** প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অনেক পেশাদার খেলোয়াড় সৃষ্টি হচ্ছে। এ সব খেলোয়াড়গণ পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে আয় করছে। তা ছাড়া স্টেডিয়াম হওয়ার ফলে বেশ কিছু লোকের চাকুরীর সংস্থান হয়েছে। স্টেডিয়ামসমূহ টুর্ণামেন্ট আয়োজন করে, হাউজি খেলার ব্যবস্থা করে এবং কনসার্টের/মেলার আয়োজন করে আয় করার সুযোগ পাচ্ছে।

**১১. অবকাঠামোর স্থায়িত্বশীলতা সম্পর্কে মতামত:** নির্মিত অবকাঠামো সমূহের স্থায়িত্বশীলতার জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলার আয়োজন করা গুরুত্বপূর্ণ। খেলা পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সরকারের বার্ষিক অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর দায়িত্ব বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা প্রয়োজন। তা ছাড়া সময়মত স্থাপনাসমূহ সংস্কারের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

## ৫.১৩ মুখ্য তথ্য প্রদানকারীর (KII) সাথে আলোচনা:

নমুনা অনুযায়ী প্রতি জেলা থেকে তিন জন মূখ্য তথ্যপ্রদানকারীর সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কথা ছিল। তবে তিনটি জেলায় (হবিগঞ্জ, খুলনা ও রাজশাহী) কিছু অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আরও তিনজনের সাথে আলোচনা করা হয়। ফলে মোট তথ্যদাতার সংখ্যা ২৪ এর পরিবর্তে ২৭ হয়। নিম্নে কিছু অংশগ্রহণকারীর বক্তব্য/ মতামত নমুনা হিসাবে উপস্থাপন করা হলো:

**১) মোঃ সাইফ রাসেল, একাডেমি পরিচালক, আর বি এস এ, চুয়াডাঙ্গা (মোবাইল: ০১৯৩৬-১৮১১৩৮)**
চুয়াডাঙ্গায় পূর্বে একটি ছোট স্টেডিয়াম ছিল কিন্তু সেখানে খেলার মত পরিবেশ ও প্রশস্ত মাঠ ছিল না। তিনি এলাকার জনগণ এবং সাবেক ক্রিকেটার হিসাবে এই স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ দেখতে আসতেন। মেসার্স আবুল কালাম আজাদ ঠিকাদার ২০১২ সালে কাজ শুরু করে ২০১৩ সালের প্রথম দিকে শেষ করে। নির্মাণে ব্যবহৃত মালামালসমূহের গুণগত মান ভাল ছিল। গ্যালারি, প্যাভিলিয়ন, সীমানা দেয়াল নির্মাণ ভাল হয়েছে। স্টেডিয়াম হওয়ার ফলে এই জেলার ছেলে-মেয়েরা খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। অনেক নতুন নতুন খেলোয়াড়ের সৃষ্টি হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১০টি বিভিন্ন টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিটি টুর্ণামেন্ট আয়োজনে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এই স্টেডিয়ামের নিজস্ব কোন আয় নেই। সরকার প্রতি বছর যে বরাদ্দ দেয় তা চাহিদার তুলনায় খুবই কম। প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে রক্ষণাবেক্ষণ সঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না।

**২) মোঃ আবদুল মোতালেব মমরাজ, সাবেক পৌর কমিশনার, হবিগঞ্জ (মোবাইল: ০১৭৮৫-২০০৮১২)**
তিনি গত ৩৩ বছর যাবৎ চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য হিসেবে জড়িত আছেন। তিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেননা তবে মাঝে মধ্যে কন্ট্রাকটরকে পরামর্শ দিয়েছেন। মেসার্স মেঘনা ট্রেডার্স এন্ড আবদুল খালেক (জেভি) ২০১২ সালের প্রথম দিকে নির্মাণ কাজ শুরু করে কিন্তু বৃষ্টির কারণে কাজ শেষ করতে বেশ বিলম্ব হয়েছিল। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের গুণগতমান ভাল ছিল। রেলের সাথে জমি সংক্রান্ত ঝামেলা থাকার কারণে প্রায় ৩০০ ফুট গ্যালারি নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। নির্মাণের পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন খেলায় মোট ২৭ টি টুর্ণামেন্ট হয়েছে। প্রায় ৩০,০০০ দর্শক এই স্টেডিয়ামে খেলা দেখে। এই স্টেডিয়ামের নিজস্ব কোন আয় নেই। ধর্মীয় বিধি নিষেধের কারণে হাউজি খেলার আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছেনা। বর্তমানে এই জেলার অনেক কৃতি খেলোয়াড় জাতীয় দলে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করছে। জনবল কম থাকায় অবকাঠামো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যাচ্ছে না। নির্মিত আবকাঠামোর স্থায়ীত্বশীলতার জন্য তা সময়মত সংস্কার করা, জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

স্টেডিয়াম হওয়ার ফলে ছেলে-মেয়েদের খেলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং অন্য ছেলে-মেয়েদের খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে।

**৩) মোঃ রফিকুল ইসলাম, ব্যবসায়ী, আউটার স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ (মোবাইল: ০১৬৮৩-২৭৭৪৩৫)**
তিনি এই স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে ঠিকাদারের সাথে থাকতেন এবং ঠিকাদারের সহকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। মেসার্স পারিশা কনস্ট্রাকশন ঠিকাদার হিসাবে কাজ শুরু করে ২০১১ সালে এবং শেষ করে ২০১৩ সালে। নির্মাণ কালে মাঠে মাটি দেওয়ার সময় কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল যেমন- নিম্ন মানের মাটি ও বালি যা পরে আংশিক সংশোধন করা হয়েছিল। জমি অধিগ্রহণ জনিত সমস্যার কারণে সীমানা দেয়ালের একাংশ নির্মাণ সম্পন্ন করা যায় নি। স্টেডিয়াম পূণঃনির্মাণের পূর্বে এই এলাকায় লোকজন ভয়ে আসতো না, সন্ধার পরে এখানে প্রায় ছিনতাই, রাহাজানি হতো। স্টেডিয়াম পুণরায় চালু হওয়ার পরে এ সকল সামাজিক সমস্যা নেই বললেই চলে। বরং খেলাধুলা পূর্ণোদ্যমে শুরু হওয়ার পর অনেক ছেলে-মেয়ে এখন খেলতে বা খেলা দেখতে আসে। স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা নিজেদেরকে পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছে। জনবল কম (মাত্র ২ জন) থাকায় স্টেডিয়ামের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। কিছু লোক সীমানা দেয়ালের ভিতরে ইট-বালির মজুদ রেখে সমস্যার সৃষ্টি করছে।

**৪) মোঃ ফরহাদ হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, নাটোর** (মোবাইলঃ ০১৭৩১-২৮১৪৭১)
জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য হওয়ার কারণে তা'কে ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে নির্মাণ কাজ তদারকির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তিনি মাঠে থেকে নিয়ামতভাবে কাজ তদারকি করতেন। যদি কখন ও নিম্ন মানের নির্মাণ উপকরণ আনা হতো তিনি তা দেখে পরীক্ষা করে পাল্টিয়ে আনতে বলতেন। নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল জুন ২০১১ সালে এবং শেষ হয় নভেম্বর ২০১৩ সালে। ঠিকাদার ২ জনের মধ্যে ১ জন মারা যাওয়াতে কাজ সমাপ্তিতে কিছুটা বিলম্ব হয়। অবকাঠামো নির্মাণে ও মালামাল সরবরাহে কোন বিচ্যুতি ঘটেনি। স্টেডিয়াম হওয়ার ফলে এলাকার চিত্র পুরোপুরি পাল্টে গেছে। এখন এই স্টেডিয়ামে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন খেলার ক্যাম্প হচ্ছে, টুর্ণামেন্ট হচ্ছে। অনেক আগ্রহী ছেলে-মেয়ে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। তবে অর্থের অভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

**৫) মোঃ বাবুল খান, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য, টাঙ্গাইল (মোবাইল: ০১৭২০-০৭৮৬৫৮)**
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য হিসেবে তার কাজ ছিল কাজ চলাকালীন সময়ে তদারক করা ও পরামর্শ দান করা। ঠিকাদার হিসেবে মেসার্স কে এন্টারপ্রাইজকে নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করে ২০১১ সালে এবং শেষ করে ২০১৪ সালে। মাঠে মাটি ভরাটকালে কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল। পূণ:নির্মাণের পর এই স্টেডিয়ামের কার্যক্রমে গতি ফিরে আসে। প্রতিদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত এই স্টেডিয়ামে প্রচুর ছেলে মেয়ে খেলতে আসে। প্রতিবছর জেলাভিত্তিক টুর্ণামেন্ট, বয়সভিত্তিক টুর্ণামেন্টসমূহ এখানে হয়। এছাড়া এখানে বয়সভিত্তিক ক্রিকেট ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। তাদের জিমনেসিয়ামটি বর্তমানে র‌্যাবের অফিস হওয়ার ফলে ইনডোর গেম যেমন- কাবাডি, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলার আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না। সরকার তাদেরকে যে বাজেট দেয় তা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম। সারা বছর তারা যে টুর্ণামেন্টের আয়োজন করে তার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাও তাদের কাছে নেই। এত সীমাবদ্ধতা সত্বেও তারা ঢাকা থেকে কোচ এনে বিভিন্ন খেলায় প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করে। ফলশ্রুতিতে তাদের অনেক ছেলে-মেয়ে সুনামের সাথে ঢাকা এবং বিদেশেও খেলার সুযোগ পাচ্ছে।

**৬) মানিক কুমার দাস, ক্রীড়া সাংবাদিক, ভোরের প্রত্যাশা, ফরিদপুর (মোবাইল: ০১৭৭৬-৬১৯৫৮৮)**

ফরিদপুর জেলা স্টেডিয়ামের নির্মাণ কালে তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেননা, তবে নির্মাণ কাজ চলা কালে ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে তিনি প্রায় সময় কাজের মান ও অগ্রগতি দেখতেন, স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতেন এবং ব্যবহৃত মালামালের গুণাগুণ দেখতেন। ঠিকাদার হিসেবে মেসার্স রফিক কনসট্রাকশন কোম্পানী অক্টোবর ২০১৩ সালে কাজ শুরু করে এবং জুন ২০১৪ সালে কাজ শেষ করে। তার মতে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য শতভাগ অর্জিত হয়েছে। পূর্বের তুলনায় খেলোয়াড়ের সংখ্যা প্রায় চারগুণ হয়েছে এবং টুর্ণামেন্টর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। বর্তমানে টুর্ণামেন্ট চলাকালে দর্শকদের উপচে পড়া ভীড় দেখলে বুঝা যায় খেলার প্রতি তাদের আগ্রহ কত। সম্প্রতি তারা বেশ কিছু নতুন খেলা চর্চা করছি যেমন আর্চারি, উসো, রোলার স্কেটিং ইত্যাদি। ফরিদপুর ক্রীড়া সংস্থার বর্তমান কমিটি খেলাধুলা চর্চা ও তার উন্নয়নে সর্বদা সচেতন। জনবল কম হওয়া সত্বেও তাদের স্টেডিয়াম সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। স্টেডিয়াম সংস্কারের ফলে সবচাইতে বেশী উপকৃত হচ্ছে খেলোয়াড়গণ। তারা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাচ্ছে এবং দেশে ও দেশের বাইরে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। এত কিছুর পরও তাদের চাহিদা হল প্যাভিলিয়ন ভবন ও মিডিয়া সেন্টার যা হলে এই স্টেডিয়ামটি পূর্ণতা লাভ করবে।

**৭) সিলভি হারুন, শিক্ষক ও দপ্তর সম্পাদক, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা খুলনা** (মোবাইলঃ ০১৯১১-৬০৩১৫৭)

তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ খুলনা জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা এবং বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে আসছেন। এখানে কমপ্লেক্স হওয়ার পূর্বে খুলনার মেয়েরা খেলার জন্য কোন জায়গা পেতনা। শহরের একটি স্কুলের ছোট্ট খেলার মাঠে তারা হকি, ভলিবল, কাবাডি ইত্যাদি চর্চা করতো। এই কমপ্লেক্স হওয়ার ফলে তারা এখন নিরাপদে মাঠে খেলতে পারে। হোস্টেল নির্মাণ করার ফলে বিভিন্ন জেলা থেকে মেয়েরা এখানে এসে রাতে থাকতে পারে এবং খেলাধুলা চর্চা করতে পারে। প্রকল্প চলাকালে তারা বিভিন্ন সময়ে কাজের মান তদারক করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাদেরকে সুযোগ দেয়া হয়নি। জিমনেসিয়ামের ফ্লোর সম্পূর্ণ না হওয়ার ফলে মেয়েরা জিমনেসিয়াম ব্যবহার করতে পারছেনা। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকার ফলে স্থাপনাটির দেয়াল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুইমিং পুলে পানি সরবরাহের পাম্প নষ্ট থাকায় পুলে পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছেনা, তাই মেয়েরা পুলে সাঁতার শেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ব্যবহার না হওয়ার ফলে পুলের টাইলস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং লোহার যন্ত্রপাতিতে জং ধরে যাচ্ছে। তা ছাড়া মাঠের মাটি ভাল না হওয়ায় মেয়েদের খেলতে বেশ অসুবিধা হয়। মাত্র দু'জন স্বল্প বেতনের ষ্টাফ দিয়ে এই কমপ্লেক্স রক্ষণাবেক্ষণ করা দুরুহ। সরকার থেকে তারা যে বরাদ্দ পায় তা দিয়ে টুর্ণামেন্ট আয়োজন ও মেয়েদের ঢাকায় খেলার জন্য পাঠানো সম্ভব হয়না। সার্বিকভাবে বলতে গেলে এই কমপ্লেক্স হওয়ার ফলে মেয়েদের খেলার প্রতি আগ্রহ অনেক বেড়ে গেছে। এখন প্রতিদিন স্কুলের মেয়েরা স্কুল ছুটির পর এখানে বিভিন্ন খেলা প্রাকটিস করতে আসে।

**৮) মো. আবদুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন, রাজশাহী (মোবাইলঃ ০১৭১১-৮১৭০৪০)**

তিনি এ প্রকল্পের কাজের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলানেনা তবে ক্রীড়া জগতের মানুষ হিসেবে যখনই সময় পেতেন তখনই কাজ দেখতে আসতেন। নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান টেকনিপ কর্পোরেশন সময়মত কাজ শুরু করে এবং সময়মত শেষ করে। তিনি যতটুকু দেখেছেন নির্মাণ মালামালসমূহের গুণগত মান ভাল ছিল। প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর প্রথম দিকে মেয়েরা সাঁতার শিখতে আসতে ভয় পেত কারণ এ শহরে পূর্বে কোন সুইমিংপুল ছিলনা। পরবর্তীতে সুইমিং কোচের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মেয়েরা সাঁতার শিখতে এগিয়ে আসে। বর্তমানে এখানে গড়ে দৈনিক প্রায় ২০-২৫ জন সাঁতার শিখতে আসে। রাজশাহী বিভাগের অন্যান্য জেলা থেকে মেয়েরা এখানে জীবন রক্ষার্থে সাঁতার শিখতে আসে। তার মতে এই জেলায় সুইমিংপুল নির্মাণ সরকারের একটি সঠিক সিদ্ধান্ত এবং মেয়েরা অন্যান্য খেলার পাশাপাশি সাঁতারেও দক্ষতা অর্জন করে জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পাবে। রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে বলা যায় জনবল ও অর্থের অভাবে এই সুইমিংপুলটি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যাচ্ছে না। যদিও সুইমিংপুল ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সাঁতার শেখার জন্য

কিছু ফি আদায় করা হয়, তবে পুল রক্ষণাবেক্ষণের বিশাল খরচের তুলনায় তা অত্যন্ত অপ্রতুল। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পুলের কিছু কিছু স্থান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া এখানকার পানিতে আয়রনের আধিক্য আছে কিন্তু পানি পরিশোধনের কোন প্লান্ট না থাকায় সপ্তাহে দু'দিন পুল ব্যবহার বন্ধ রেখে পানি পাল্টাতে হয় যা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ।

## ৫.১৪ স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালার ফলাফল (টাঙ্গাইল জেলা)

বিগত ১৮ এপ্রিল ২০১৮ রোজ বুধবার সকাল ১১:০০ টায় টাঙ্গাইল জেলা প্রসাশকের সম্মেলন কক্ষে স্টেডিয়াম প্রকল্পের স্থানীয় পর্যায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় আইএমইডি সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক) এর মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব নাসিমা মহসিন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া উক্ত সেক্টরের পরিচালক জনাব মো: মুজিব-উল-ফেরদৌস উপ-সচিব উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক খান মো: নুরুল আমিন, টাঙ্গাইল কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় টাঙ্গাইল জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, জেলা ক্রীড়া সংস্থার কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা, বেশ কিছু খেলোয়াড় ও কোচ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার শুরুতে পবিত্র কোরআন ও গীতা পাঠ করা হয়। আইএমইডি-এর পক্ষ থেকে পরিচালক মহোদয় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। উপস্থিত প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করার পর প্রধান অতিথি কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

কর্ম অধিবেশনের শুরুতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান পার্টিসিপেশন প্রমোটার্স বাংলাদেশ লিঃ এর পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইনামুল হুদা প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রাথমিক তথ্য, কর্মশালার উদ্দেশ্য, প্রকল্পের সুফল, সমস্যা ইত্যাদি সংক্ষেপে উপস্থাপন করেন। এর পর কর্মশালার সভাপতির অনুমতিক্রমে উন্মুক্ত আলোচনা শুরু করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে এই প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত টাঙ্গাইল জেলা স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন অবস্থা, সমস্যা ও চাহিদা তুলে ধরা হয়।

উপস্থাপন শেষে আলোচনা ও মতামতদানের জন্য ফ্লোর উস্মুক্ত করা হয়:

**কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত:**
কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ তাদের বক্তব্যে বলেন যে স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে এই জেলায় খেলার চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়মিত খেলাধুলা চর্চার ফলে অনেক নতুন নতুন খেলোয়াড়ের সৃষ্টি হচ্ছে। এই জেলা থেকে বর্তমানে সাতজন ছেলে জাতীয় পর্যায়ে ফুটবল খেলছে। টাঙ্গাইলে বেশ কিছু নতুন খেলা শুরু করা হয়েছে যেমন- খো খো, আর্চারি ইত্যাদি। ঢাকা থেকে কোচ এনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর অংশগ্রহণকারীগণ টাঙ্গাইল জেলায় ক্রীড়াক্ষেত্রে কর্মকান্ড এবং বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা তুলে ধরেন।

(১) ফিরোজ, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, টাঙ্গাইল জেলা ক্রীড়া সংস্থা বলেন যে, প্রাথমিকভাবে যে প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছিল প্যাভিলিয়ন না হওয়ায় তা কমিয়ে ৬ কৌটি ২০ লক্ষ টাকা করা হয়। প্যাভিলিয়ন বিল্ডিং নির্মাণ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের (প্রকল্প উপদেষ্টা লিঃ) মতামতের ভিত্তিতে বাদ দেয়া হয়। পুরাতন প্যাভিলিয়ন বিল্ডিং ভেঙ্গে গ্যালারি নির্মাণ করা হয়। এই কাজ সমূহের মধ্যে ছিল- পশ্চিম পার্শ্বে গ্যালারি নির্মাণ, প্যাভিলিয়ন নির্মাণ, শেড নির্মাণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ওয়াকওয়ে নির্মাণ, মাটির কাজ এবং ঘাস লাগানো। কাজ তদারক করার জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। স্টেডিয়াম একমাত্র মাঠ যেখানে সকল ধরণের খেলার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে মাঠের উপর প্রচুর চাপ পড়ে এবং মাঠ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সকল ধরণের খেলা নিয়মিত চালিয়ে যেতে হলে আর একটি মাঠ জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। বর্তমানে খেলোয়াড়দের থাকা ও বিশ্রামের জন্য হোটেল ভাড়া করা হয় যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই খেলোয়াড়দের জন্য ডরমিটরি নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী। জিমনেসিয়ামটি র‍্যাব দীর্ঘদিন যাবৎ নিজেদের কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করছে। ফলে জিমনেষ্টিকের জন্য তা ব্যবহার করা যাচ্ছে না এবং ভবন ও তার আশে পাশের এলাকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। খেলোয়াড়দের

খেলায় দক্ষতা বৃদ্ধি করা ও খেলাকে গ্রামে গঞ্জে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দক্ষ প্রশিক্ষক ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। টুর্ণামেন্ট আয়োজন, ক্যাম্প করা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে বৎসরে বর্তমান বরাদ্দ মাত্র চার লক্ষ টাকা যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম।

(২) হারুনুর রশিদঃ সহ-সভাপতি, টাঙ্গাইল জেলা ক্রীড়া সংস্থা তার বক্তব্যে বলেন, *"জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে সরকারের বরাদ্দের ১০৫ কোটি টাকার মধ্যে টাঙ্গাইলের মত একটি পুরানো জেলার জন্য মাত্র ৬ কোটি টাকা হওয়াতে আমি ক্ষুদ্ধ"*। তারপরও এই প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইলে ৮০% বেশ ভাল কাজ হয়েছে। তিনি জানান, টাঙ্গাইল শহরের সকল পুকুর ভরাট করে মাত্র একটি পুকুর বর্তমানে আছে। তাই ছেলে মেয়েদের সাঁতার শিখার সুযোগ নেই। এ জন্য বর্তমান পুকুরটি সংস্কার করা ও সুইমিংপুল নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী। সর্বশেষে তিনি টাঙ্গাইল স্টেডিয়ামকে উন্নত করে ক্রিকেট ম্যাচ খেলার উপযোগী করে তোলার জন্য অনুরোধ করেন।

(৩) আবদুর রউফ খান, সহ-সভাপতি, টাঙ্গাইল জেলা ক্রীড়া সংস্থা বলেন যে খেলোয়াড়দের জন্য নির্মিত ২টি ড্রেসিংরুম কক্ষ স্বল্পতার কারণে বর্তমানে অন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই ছেলে এবং মেয়েদের জন্য ২টি ড্রেসিংরুম জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। ২টি গ্যালারি পূণঃনির্মাণ সহ ২টি শেড নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী। তিনি আরও জানান যে খেলার চর্চা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রায় ৫-৭% মাদকাসক্তি নির্মূল হয়েছে।

(৪) সুখন, যুগ্ম সম্পাদক; টাঙ্গাইল জেলা ক্রীড়া সংস্থা, জানান যে, টাঙ্গাইল স্টেডিয়াম পূর্বে অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল কিন্তু বর্তমানে অনেক ভাল হয়েছে। তবে বেশ কিছু সমস্যা আছে যেমন প্যাভিলিয়নে বসার চেয়ার নাই, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভাল নয়, স্যানিটরি ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে; ক্যাম্পিং করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব আছে, বর্ষাকালে ক্রিকেট পিচ ঢাকার জন্য ত্রিপল নেই। খেলোয়াড়দের দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। জেলায় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কোন কর্মকান্ড নেই। জেলায় সকল ধরণের খেলা চর্চা করার জন্য আরও একটি মাঠের প্রয়োজন।

(৫) লিটু, সাধারণ সম্পাদক; টাঙ্গাইল জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বলেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে মোট বরাদ্দ ছিল ৭ কোটি টাকা যার মধ্যে প্যাভিলিয়ন না হওয়ার ফলে ৮৫ লক্ষ টাকা কেটে নেয়া হয়েছে। পুরাতন জরাজীর্ণ গ্যালারী পূণঃনির্মাণ করা প্রয়োজন। বাৎসরিক বরাদ্দ মাত্র চার লক্ষ (৪০০,০০০) টাকা কিন্তু চাহিদা ত্রিশ লক্ষ (৩০,০০,০০০) টাকা। অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সর্বশেষে তিনি খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

(৬) খন্দকার আশরাফুজ্জামান স্মৃতি; সদস্য, টাঙ্গাইল জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বর্তমান বরাদ্দ অপ্রতুল এবং তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তিনি কিছু গ্যালারী পূণঃনির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি বলেন যে বর্তমানে খেলোয়াড় ও টুর্ণামেন্টের যে চাপ আসে তা সামাল দেয়ার জন্য আর একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ জরুরী। তা না হলে অনেক খেলোয়াড়কে না খেলে মাঠের পাশে বসে থাকতে হবে। সবশেষে তিনি টাঙ্গাইলে একটি সুইমিংপুল নির্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

(৭) শরিফুল হক; অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, টাঙ্গাইল জেলা, সকলকে জানান যে, টাঙ্গাইল স্টেডিয়ামে সবসময় খেলা হয়। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে টাঙ্গাইলের অনেক ভাল ভাল খেলোয়াড় আছে। কিন্তু তার মতে টাঙ্গাইল স্টেডিয়ামে প্যাভিলিয়ন অপ্রতুল এবং হসপিটালিটি বক্স নেই। খেলোয়াড়দের ড্রেসিং রুম নেই। এখানে আউটার স্টেডিয়াম নেই এবং ইনডোর গেমস করার সুযোগ নেই। তিনি আর ও বলেন যে মাদক থেকে ছেলেদেরকে দূরে রাখতে হলে খেলার কোন বিকল্প নেই। যেহেতু টাঙ্গাইল

জেলা ঢাকার খুব নিকটে তাই সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সবশেষে তিনি জানান যে, পুলিশ প্রসাশনের পক্ষ থেকে টাঙ্গাইল জেলায় কাবাডি কমপ্লেক্স করা হবে।

(৮) কর্মশালার সভাপতি ও জেলা প্রশাসক তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, টাঙ্গাইল জেলায় খেলাধূলা বেশ ভাল হয়। তিনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদন সম্পর্কে বলেন যে, প্রতিবেদনে টাঙ্গাইল সম্পর্কে তেমন কোন খারাপ রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তিনি আশা করেন যে, আইএমইডি যদি স্থানীয় প্রসাশন ও জনগণকে সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন কাজ মনিটরিং ও মূল্যায়ন করে তা হলে কাজের মান যেমন ভাল হবে, তেমনি  কাজ টেকসই হবে। সর্বশেষে তিনি মন্তব্য করেন যে, আগামী ৫০ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে চাষযোগ্য জমি থাকবেনা যদি আমরা স্থাপনার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী জমি ব্যবহার করি। তাই আগামীতে আমাদেরকে স্থাপনাসমূহ নির্মাণ কাজে উপরের (Vertical extension) দিকে সম্প্রসারণ করতে হবে।

(৯) প্রধান অতিথি তাঁর সমাপণী ভাষণে বলেন যে, তিনি আশা করেছিলেন যে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগন এই প্রকল্পের মাধ্যমে/প্রভাবে কি ভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং এই জেলায় খেলাধূলার মান কতটুকু উন্নত হয়েছে তা বলবেন। কিন্তু তারা তার পরিবর্তে শুধুমাত্র সমস্যা ও চাহিদার কথাই বলেছেন। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমান প্রকল্পে তারা সন্তুষ্ট কি না তা জানা প্রয়োজন। এই প্রকল্পের আওতায় যে সব কাজ হয়েছে তার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সবশেষে তিনি জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তাকে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতে নতুন স্টেডিয়ামের কথা মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য নির্দেশ দেন।

**কর্মশালায় আলোচনার সারসংক্ষেপঃ**

এই কর্মশালায় মূলতঃ টাঙ্গাইল জেলার ক্রীড়া বিষয়ে সুবিধা, সমস্যা ও পরবর্তী করণীয় ইত্যাদির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। উপস্থিত সকলে ক্রীড়াক্ষেত্রে টাঙ্গাইলের সাফল্যের সাথে সাথে নির্মিত সকল অবকাঠামোর সঠিক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং যুব সমাজকে খেলার প্রতি উৎসাহী করার মাধ্যমে সার্বিক খেলাধুলার উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্ববিষয়ে সরকারের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেদের উদ্যোগে সকলকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ক্রীড়ার সার্বিক উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

জানা যায়, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী তার টাঙ্গাইল জেলা সফরকালে টাঙ্গাইলকে খেলাধুলার নগরী হিসাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তার প্রেক্ষিতে জেলার ক্রীড়ার সাথে জড়িত সকল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান টাঙ্গাইলকে খেলাধূলার নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

## ৫.১৫ প্রকল্পের প্রভাব যাচাই

### প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাবে প্রকল্প জেলায়/বিভাগে ক্রীড়াক্ষেত্রে যে সকল উন্নয়ন সাধিত হয়েছে

যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প একটি মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাস্তবায়ন করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে খেলাধুলার ক্ষেত্রে প্রকল্প জেলা সদর থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত যুবশ্রেণির মধ্যে খেলাধুলা চর্চা করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। মাঠে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, পূর্বে যে সকল জেলায় স্টেডিয়াম ছিলনা সেখানে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে স্থানীয়ভাবে খেলাধুলার আয়োজন করা হতো। যে সকল জেলায় স্টেডিয়াম ছিল সেগুলো খোলা-মেলা, দিনে গরু ছাগল চরতো এবং রাতে খারাপ লোকজন আড্ডা দিত ও অসামাজিক কাজ করতো। খেলার প্রয়োজনে এ সকল স্টেডিয়াম ব্যবহারের কোন সুযোগ ছিলনা। স্টেডিয়াম হওয়ার ফলে এলাকার আপামর জনগণের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য এসেছে। স্টেডিয়াম সমূহে নিয়মিত খেলাধুলা ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন, গানের কনসার্ট, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যে সকল পরিবর্তন সমূহ লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নের সারণীতে বর্ণনা করা হল (সারণী-১৯)।

**সারণী-১৯ প্রকল্পের প্রভাবে কিছু কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন সমূহ**

| পরিবর্তনের বিষয়সমূহ | প্রকল্পের পূর্বে | প্রকল্পের পরে/ বর্তমানে |
|---|---|---|
| খেলার স্থান (নতুন স্টেডিয়ামের ক্ষেত্রে) | খেলার জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে খেলার সুযোগ ছিল | স্টেডিয়াম সবার জন্য উন্মুক্ত হওয়ার ফলে সবাই খেলতে পারে। তবে সবাইকে একসাথে খেলার সুযোগ দেয় যায় না তাই সিডিউল করে খেলতে হয়। |
| খেলার স্থান (পুরাতন স্টেডিয়ামের ক্ষেত্রে) | অরক্ষিত স্থান হিসেবে গরু-ছাগল চরতো। রাতে খারাপ লোকেরা বিভিন্ন ধরণের অসামাজিক কাজে মাঠ ব্যবহার করতো। সাধারণ জনগণ নিরাপত্তাহীণতার কারণে মাঠে আসতো না। | স্টেডিয়াম হওয়ার ফলে যে কোন খেলোয়াড় কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে সিডিউল মেনে খেলতে পারে।<br>দর্শকরা আরাম করে খেলা দেখতে পারে। মেয়েদের/ মহিলাদের খেলতে বা খেলা দেখতে কোন প্রকারের অসুবিধা হয়না। |
| দর্শক সমাগম | পূর্বে খোলা মাঠে খেলা হলে দর্শক হতো আনুমানিক বছরে বড়জোর ৫০০০-১০০০০। | স্টেডিয়ামের কারণে প্রতি বছর তা বৃদ্ধি পেয়ে ১২,০০০ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত হয়। অনেক সময় দর্শকের চাপে মাঠে খেলা পরিচালনা করা দুরুহ হয়ে পড়ে। |
| খেলোয়াড় তৈরী | উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশের অভাবে যুবশ্রেণি খেলার প্রতি আগ্রহ দেখাতো না তাই খেলোয়াড় তৈরী করা সম্ভব ছিলনা। | উপযুক্ত এবং নিরাপদ স্থান হওয়ার ফলে যুবশ্রেণি খেলার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। (সংযোজণী-৩)<br>প্রত্যন্ত অঞ্চলের যুবকরা এখন বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য জেলা স্টেডিয়ামে আসে ও খেলায় অংশগ্রহণ করে। |
| মহিলা খেলোয়াড় | নিরাপত্তা ও সুযোগের অভাবে মহিলারা খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। | অনেক মেয়ে খেলোয়াড় খেলার সুযোগ পাচ্ছে এবং নতুন নতুন খেলোয়াড় তৈরী হচ্ছে যা পূর্বে কোনভাবেই সম্ভব ছিলনা। অনেক মেয়ে খেলোয়াড় বর্তমানে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। |
| ক্যাম্প আয়োজন | নতুন স্টেডিয়াম এলাকায় কোন সুযোগ ছিলনা।<br>পুরাতন স্টেডিয়াম এলাকায় ছোট ছোট মাঠে কিছু সীমিত সংখ্যক ক্যাম্প করা হতো। | প্রত্যেক স্টেডিয়ামে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন খেলায় ক্যাম্প আয়োজন করা হচ্ছে। গত চার বৎসরে ৮টি জেলায় বিভিন্ন খেলায় মোট ৩২২টি ক্যাম্প করা হয়েছে। |
| টুর্ণামেন্ট আয়োজন | নতুন স্টেডিয়াম এলাকায় কোন সুযোগ ছিলনা। | বর্তমানে প্রত্যেক স্টেডিয়ামে এত বেশী সংখ্যক টুর্ণামেন্ট-এর আয়োজন করতে হয় যে অনেক সময় |

| পরিবর্তনের বিষয়সমূহ | প্রকল্পের পূর্বে | প্রকল্পের পরে/ বর্তমানে |
|---|---|---|
| | পুরাতন স্টেডিয়াম এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে কিছু সীমিত সংখ্যক টুর্ণামেন্ট-এর আয়োজন করা হতো। | ক্রীড়া সংস্থা সিডিউল অনুযায়ী সকল টুর্ণামেন্ট শেষ করতে পারেনা। |
| প্রশিক্ষণ/ কোচিং কার্যক্রম | স্টেডিয়াম না থাকায় বা ব্যবহারযোগ্য না হওয়ায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব ছিল না। ফলে প্রশিক্ষণের জন্য খেলোয়াড়দেরকে অন্য জেলা বা ঢাকা যেতে হতো। | বর্তমানে প্রত্যেক স্টেডিয়ামে বিভিন্ন খেলার উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ হয়। ক্রীড়া সংস্থাসমূহ বাইর থেকে ভাল ভাল কোচ এনে নিয়মিত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করছে। |
| দিবস উদযাপন, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন | স্টেডিয়াম না থাকায় বা ব্যবহারযোগ্য না হওয়ায় অনুষ্ঠান করা সম্ভব ছিল না। | স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ভাষা দিবস, বৈশাখী মেলা ইত্যাদিসহ নানান ধরনের অনুষ্ঠান, প্রতিযোগীতা এবং গানের কনসার্ট করা হয় |
| জেলা ক্রীড়া সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি | খেলার ভাল স্থান, সুযোগ ও পরিবেশ না থাকায় জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহের কাজ করার সুযোগ ছিল না। | জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহ বর্তমানে বিভিন্ন টুর্ণামেন্ট আয়োজন, ক্যাম্প করা, খেলোয়াড়দের সাথে যোগাযোগ, প্রশিক্ষণের জন্য কোচ আনা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থেকে দক্ষতা অর্জন করছে। |
| জাতীয় পর্যায়ের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি | স্টেডিয়াম না থাকায় এবং টুর্ণামেন্টের আয়োজন না করায় জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়া ফেডারেশনের সাথে বিশেষ যোগাযোগ ছিলনা। | বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন সমুহের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সহযোগীতার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে যেমন- কোচিং সহায়তা, খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ, খেলার জন্য টিম পাঠানো ইত্যাদি।<br>প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে ৮ টি প্রকল্প এলাকায় মোট ১১৩ জন খেলোয়াড় জাতীয় পর্যায়ে (ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল ইত্যাদি) খেলছে। সংযোজণী- ৩ |

**সারণী-২০ জেলাভিত্তিক টুর্ণামেন্ট ও ক্যাম্প আয়োজনের সংখ্যা**

| | আয়োজিত টুর্ণামেন্টের সংখ্যা | | আয়োজিত ক্যাম্পের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| | জাতীয় পর্যায়ের | স্থানীয় পর্যায়ের | |
| চুয়াডাঙ্গা | | ২১ | ১১ |
| হবিগঞ্জ | | ২৭ | ২৯ |
| ময়মনসিংহ | | ৩ | ২০ |
| নাটোর | ১ | ৪২ | ৩১ |
| টাঙ্গাইল | | ২৮ | ২২ |
| ফরিদপুর | | ৭১ | ১৩৪ |
| খুলনা | | ৫৬ | ৭৫ |
| রাজশাহী | | ৯ | ০ |
| **মোট:** | **১** | **২৫৭** | **৩২২** |

প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রভাব মূল্যায়নে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ৬টি স্টেডিয়ামে গত ৪ বছরে ৮ জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন কর্তৃক মোট ২৫৮ টি বিভিন্ন টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে (সারণী-১৭)। এর মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে নাটোরে শুধুমাত্র ১ টি ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট হয়েছে। তবে স্থানীয় পর্যায়ে ৪ বছরে গড়ে প্রতিটি স্টেডিয়ামে ৩২ টি টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সময়কালে ১৯টি খেলায় মোট ৩২২টি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে (সারণী-২০)।

প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী প্রতি বছর প্রতি স্টেডিয়ামে ১৫-২৫ হাজার দর্শক খেলা দেখবে। স্টেডিয়ামগুলোতে যে গ্যালারী নির্মিত হয়েছে তার দর্শক ধারণ-ক্ষমতা ১২-১৫ হাজার। বছরে গড়ে ৪টি টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রচুর দর্শক খেলা দেখতে আসে ফলে অনেক ক্ষেত্রে গ্যালারি ভর্তি দর্শক সমাগম হয়। ফলে এক্ষেত্রেও প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে বলা যায়।

সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে খেলাধুলার বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এসকল অবকাঠামে ব্যবহারে খেলাধুলার মান উন্নত হচ্ছে, দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি হচ্ছে, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যুব সমাজ খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হচ্ছে এমনকি আন্তর্জাতিকভাবে দেশের খেলাধুলার সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদির ব্যবহার বৃদ্ধি করে আরো বেশী খেলাধুলার প্রতিযোগিতা, অনুশীলন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে আরো যথাযথ উদ্যোগ, সমন্বয়, নিবিড় তদারকী তত্ত্বাবধান ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিৎ। ফলে দেশে খেলাধুলার মান উন্নয়ন, দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি এবং খেলাধুলার প্রতি যুব সমাজের আগ্রহ উদ্দীপনা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

## ৫.১৬ কেস স্টাডি

### কেস ষ্টাডি-১ সাউথ এশিয়া গেমস এ আর্চারিতে সোনা জয়ী ইব্রাহিম এখন অলিম্পিকে খেলার স্বপ্ন দেখছে

আমি ফরিদপুরের ছেলে ইব্রাহিম শেখ রেজওয়ান। বয়স ১৭ বৎসর। বাবা ডালিম শেখ পেশায় ভাড়ায় চালিত মাইক্রোবাস ড্রাইভার। ছোট বেলা থেকে খেলার প্রতি আমার ভীষণ আগ্রহ। যখন যে খেলার সুযোগ পেতাম তখন তাই খেলতাম। বাবা একদিন তার গাড়ীতে খেলা পাগল ক্রীড়া সংগঠক মাসুদুর রহমান চুন্নুকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন সেখানে আর্চারি খেলা পরিচালনা করতে যাচ্ছিলেন। আর্চারি খেলা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আমার বাবা আমার দু'বোনকে আর্চারি খেলায় ভর্তি করিয়ে দিলেন। আমার দু'বোনের খেলার সরঞ্জাম দেখে আমি তো হতবাক; এ আবার কেমন খেলা। কৌতুহলবশত: বোনদের সাথে গিয়ে খেলা দেখতে দেখতে একসময় নিজেই তীর ধণুক হাতে

তুলে নিই। সেই আমার আর্চারি খেলার শুরু। মাসুদুর রহমান চুন্নুর সহায়তায় আমি নিয়মিত প্রাক্টিস শুরু করি। এর কিছুদিন পর তার সহায়তায় আমি ঢাকার পল্টন ময়দানে বিজয় দিবস গেমস এ আর্চারি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি। খেলায় জিততে না পেরে মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু আমি মনোবল হারাইনি বরং প্রচন্ড উদ্যমে প্রাক্টিস চালিয়ে যেতে থাকি। এরপর ২০১৫ সালে স্বাধীনতা দিবসে টঙ্গীতে আর্চারি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ভাল স্কোর করি। পরবর্তীতে নড়াইলে নড়াইল তীরন্দাজ সংসদের একটি ক্যাম্পে যোগদান করি। সে ক্লাব থেকে ৪০ জনের মধ্যে ১৩ জনকে বাছাই করে ঢাকা ক্যাম্পে পাঠানো হয়। ক্যাম্প থেকে আমি ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দলগতভাবে সিলভার মেডেল পাই। এই খেলা চলাকালীন সময় আমি আর্চারি জাতীয় দলের কোচ নিশিত দাসের চোখে পড়ি। তিনি আমাকে জাতীয় দলে প্রাক্টিস করার সুযোগ করে দেন। এরপর থেকে আমাকে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয় নি। আমি একে একে বিকেএসপি গেমস, অষ্টম ও নবম জাতীয় আর্চারি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরষ্কার পাই। অবশেষে আমার ভাগ্যে বড় ধরণের সাফল্য ধরা দেয়। গত ২৭ শে মার্চ ২০১৮ সালে বিকেএসপিতে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়া গেমসে আমি রোমান সানাকে পরাজিত করে স্বর্ণপদক জিতে নিই। আমি আশা করি একদিন আমি অলিম্পিকে খেলে বাংলাদেশের জন্য সুনাম বয়ে আনতে পারব।

আর্চারি খেলার জন্য ১০০ মিটার দৈর্ঘ্যের মাঠের প্রয়োজন হয়। পূর্বে আমি যে স্কুলের মাঠে প্রাক্টিস করতাম সেটা ছিল মাত্র ৩০ মিটার। এখন আমি স্টেডিয়ামে বড় পরিসরে প্রাক্টিস করার সুযোগ পাচ্ছি। মাঠের পাশাপাশি খেলার সরঞ্জাম পেলে আমি ফরিদপুরে কমপক্ষে ১০০ জনের আর্চারি দল গঠন করতে পারবো।

### কেস ষ্টাডি-২ কাবাডি খেলায় জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন রতন কুমার দাশ (বর্তমানে কোচ)

আমি টাঙ্গাইল শহরের রতন কুমার দাশ, স্কুল জীবনের শুরু থেকে খেলাধূলার প্রতি আমার প্রচন্ড আগ্রহ। ১৯৭২ সালে যখন টাঙ্গাইল স্টেডিয়ামে কাবাডি টিম গঠিত হয় তখন আমি তৎকালিন ক্রীড়া সংস্থার সাধারন সম্পাদক আতোয়ার সাহেবকে কাবাডি টিমে আমাকে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। তিনি আমাকে সুযোগ করে দেন। টিমে খেলা শুরু করার দশ দিন পর আমি খেলার জন্য ঢাকা যাই। ঢাকায় আমার প্রথম খেলা হয় কুমিল্লার সাথে। এরপর আমাদের টিম ঢাকায় আর ও দু'টি ম্যাচ খেলে এবং আমরা জিতে যাই। ১৯৭৩ সালে আমি জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পাই। পরবর্তীতে আমি নিয়মিতভাবে জাতীয় দলে

খেলি। ১৯৭৯ সালে হায়দ্রাবাদে ভারতের সাথে আমাদের আটটি টেষ্ট ম্যাচ হয়। আমি এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪টি আর্ন্তজাতিক ম্যাচ খেলি। তারপর আমি টাঙ্গাইল জেলা টিমের ক্যাপ্টেন হিসাবে যোগ দিই এবং চারবার টাঙ্গাইলকে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ করে দিই। ১৯৮০ সালে আমি কাবাডিতে বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাই। জাতীয় দলে আমি একটানা ১৫ বৎসর ক্যাপ্টেন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি। আমার স্মরণীয় খেলার মধ্যে ১৯৭৯ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক ম্যাচ যেটাতে আমার দল জিতেছিল এবং আমি শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছিলাম। আমাদের দেশে কাবাডি খেলাকে উন্নত করতে হলে তৃণমূল অর্থাৎ প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কাবাডি খেলাকে সরকারি পৃষ্ঠপোশকতা দিতে হবে। টাঙ্গাইল স্টেডিয়াম অধিকতর উন্নয়নের ফলে আমি কোচ হিসেবে অনেক খেলোয়াড়কে প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে খেলতে পাঠিয়েছি। কোচ হিসেবে আমি নিয়মিতভাবে এই স্টেডিয়াম ব্যবহার করার মাধ্যমে টুর্ণামেন্ট আয়োজন ও ক্যাম্প করার সুযোগ পাচ্ছি। স্টেডিয়ামের বাইরে একটি শেডসহ গ্যালারী করে দিলে অনেক উৎসাহী ছেলে মেয়েরা কাবাডি খেলার সুযোগ পাবে বলে আমি মনে করি।

**কেস ষ্টাডি-৩ প্রতিভাবান মেয়ে ক্রিকেট খেলোয়াড় লিপি আকতার**

আমি টাঙ্গাইলের মেয়ে লিপি আকতার। আমার বয়স ১৮ বৎসর। বর্তমানে আমি ঘাটাইল কলেজে হিসাব বিজ্ঞানে অনার্স প্রথম পর্বে পড়ছি। গত জুন ২০১৭ সালে আমার এক বড় আপুর অনুরোধে আমি প্রথম স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলতে আসি। আমাদের কোচ আরাফাতের মাধ্যমে স্টেডিয়ামে প্রাকটিস শুরু করি। গত ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সালে আমি ঢাকার ইষ্ট এন্ড ক্লাবের হয়ে প্রথম বিভাগে খেলতে শুরু করি। প্রথমবার ঢাকায় ২২ দিনে আমি ৬ টি ম্যাচ খেলি। এই ম্যাচের একটিতে আমি পঞ্চাশ রান করেছিলাম যা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল। আমাদের টিমে বর্তমানে ১৫ জন খেলোয়াড় আছে। আমাদের থাকা খাওয়া ক্লাব মালিকের বাসায় হয়। আমরা শুধু বাড়ী থেকে ঢাকা আসা যাওয়ার গাড়ী ভাড়া পাই। গত মার্চ মাসে আমি জাতীয় ক্রিকেট লীগে খেলেছি। ভবিষ্যতে আমি জাতীয় মহিলা দলে খেলার আশা রাখি। আমার পরিবারের বাবা মা ভাই বোন সবাই আমাকে খেলায় সহযোগিতা করে এবং উৎসাহ দেয়। স্টেডিয়াম হওয়াতে আমার এবং অন্য মেয়ে খেলোয়াড়দের নিরাপদে ক্রিকেট খেলা সম্ভব হচ্ছে। আমাদের জন্য ভাল কোচের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। টাঙ্গাইলে মেয়েদের ক্রিকেট লীগ হলে আমাদের খেলায় দক্ষতা আর ও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

**কেস ষ্টাডি-৪ সুইমিং কোচ ও এ্যাথলেটিকস প্রশিক্ষক পূঁজা রায়**

আমি খুলনার মেয়ে পূঁজা রায় স্কুলে পড়ালেখা করার সময় থেকে খেলাধূলা করে আসছি। স্কুলে আমি নিয়মিতভাবে ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে অংশগ্রহণ করেছি এবং পুরস্কার জিতেছি। আমি যখন অনার্সে পড়ি তখন জানতে পারি যে খুলনার কিছু মেয়ে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য। আমার তখন ক্রিকেট খেলার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। আমি তখন আমার এক দাদাকে বলি আমাকে ঢাকায় খেলার সুযোগ করে দিতে। তিনি আমাকে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রুমানা ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ইতোমধ্যে আমি সাঁতার ও জিমনেসিয়ামে নিয়মিত প্রাকটিস করতে থাকে। রুমানার সহযোগিতা এবং খুলনা বিভাগের ক্রিকেট প্রশিক্ষকের মাধ্যমে নিজেকে একজন দক্ষ খেলোয়াড় হিসাবে গড়ে তুলি। পরবর্তীতে আমি প্রিমিয়ার লীগ, সুপার লীগ, ক্লাব কাপ ও জাতীয় পর্যায়ে ক্রিকেট খেলায়

অংশগ্রহন করি। খেলার পাশাপাশি আমি ধীরে ধীরে নিজেকে একজন প্রশিক্ষক হিসাবে গড়ে তুলি। বর্তমানে আমি খুলনা বিভাগে সুইমিং ও এ্যাথেলেটিক প্রশিক্ষক হিসাবে মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিই। খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়া কমপ্লেক্স সঠিকভাবে ব্যবহার করা গেলে এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে খুলনা বিভাগের মেয়েরা জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে সুনামের সাথে খেলে দেশের জন্য অনেক সুনাম বয়ে আনতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

# অধ্যায়-৬

# প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ (SWOT analysis)

## অধ্যায়-৬: প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ (SWOT analysis)

মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা হয়। নিম্নে সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ উপস্থাপন করা হল:

### ৬.১ প্রকল্পের সবল দিক

#### ৬.১.১ খেলার জন্য নিরাপদ স্থান:

- নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ ও পুরানো স্টেডিয়াম অধিকতর উন্নয়নের পূর্বে এলাকার খেলোয়াড়দের খেলাধুলা করতে বেশ সমস্যা হত। বড় মাঠের অভাবে তারা এলাকার ছোট ছোট মাঠ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে খেলত। উক্ত মাঠ সমূহে সকল খেলোয়াড় খেলার সুযোগ পেতেন না। বর্তমান স্টেডিয়ামসমূহ তাদের খেলাধুলা ও শরীর চর্চার সুযোগ করে দিয়েছে;
- স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম ও সুইমিং পুল নির্মাণের পূর্বে মহিলাদের খেলা-ধূলা চর্চা ও শরীর চর্চা করা বেশ কঠিন ছিল। তাছাড়া সামাজিক বাধা নিষেধ ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে ছেলেদের সাথে পাল্লা দিয়ে এলাকার মাঠে খেলা ও শরীর চর্চা করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম ও সুইমিংপুল নিরাপত্তার সাথে মহিলা/মেয়েদের নিয়মিত খেলাধূলা করা ও শরীর চর্চার সুযোগ করে দিয়েছে।

#### ৬.১.২ যুবকদের খেলার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি:

- যেসব কিশোর কিশোরি পূর্বে সুযোগের অভাবে খেলার প্রতি আগ্রহী ছিল না, তারা এখন নিয়মিত খেলা করছে এবং নিজের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করছে। ইতোমধ্যে পল্লী অঞ্চলের অনেক ছেলে মেয়ে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বর্তমানে জেলা, বিভাগ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনামের সাথে খেলছে এবং দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনছে;
- খেলায় মনোনিবেশ করার কারণে অনেক যুব পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করার চেষ্টা করছে এবং খেলা থেকে তাদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

#### ৬.১.৩ টুর্ণামেন্ট আয়োজন ও নতুন নতুন খেলা চর্চা:

- স্থাপনাসমূহের কারণে জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহ বিভিন্ন প্রকারের টুর্ণামেন্ট আয়োজন করার সুযোগ পাচ্ছে এবং ক্রীড়া সংগঠক হিসাবে নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছে;
- জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহ দেশি খেলার পাশাপাশি অনেক নতুন নতুন বিদেশি খেলার চর্চা করার সুযোগ পাচ্ছে যেমন- তায়কোয়ান্ডা (Taekwondo), উসো, জুডো ইত্যাদি;
- টুর্ণামেন্ট আয়োজনের কারণে তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত খেলার সুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

## ৬.২ প্রকল্পের দুর্বল দিক

### ৬.২.১ ডিপিপি/আরডিপিপি ডিজাইনে দুর্বলতা

- ডিপিপিতে উল্লেখিত লক্ষ্যের আলোকে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়নি। দু'টো উদ্দেশ্যই শুধুমাত্র অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিত। খেলাধূলার মান উন্নয়নের জন্য কোন উদ্দেশ্য রাখা হয়নি;
- প্রকল্প ডিজাইন করার পূর্বে কোন **বেইজ লাইন জরিপ** (baseline survey), **সম্ভাব্যতা যাচাই** (feasibility study), **স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ** (stakeholder analysis), **চাহিদা নিরুপণ** (Need Assessment) **করা হয়নি** যার ফলে প্রকল্পের মাধ্যমে খেলার জগতে তুলনামূলকভাবে কি উন্নতি সাধিত হয়েছে তা জানা যাচ্ছে না;
- এ প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল খেলাধূলার মান উন্নয়ন কিন্তু ডিপিপি/আরডিপিপিতে খেলাধূলার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন কম্পোনেন্ট রাখা হয়নি;
- ডিপিপি/আরডিপিপি ডিজাইনকালে কম্পোনেন্ট নির্ধারণ করার পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়নি, যেমন বড় আকারের সুইমিংপুল নির্মাণ;
- প্রকল্প পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের সংস্থান রাখা হয়নি এবং চাহিদা অনুপাতে প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা রাখা হয়নি;
- ডিপিপি/আরডিপিপি প্রণয়নকালে প্রকল্প পরবর্তীতে স্থাপনাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ এবং খেলাধূলার মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দ্দিষ্ট করা হয়নি।

### ৬.২.২ প্রকল্প পরবর্তী নির্মিত স্থাপণাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে ঘাটতি:

- এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি। ফলে স্থাপনাসমূহ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছেনা;
- স্থাপনাসমূহ সঠিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খেলাধুলায় সম্পৃক্ত সকল পক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়;
- অপ্রতুল জনবলের কারণে স্থাপনাসমূহ সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না;
- কোন কোন স্থানে কাজের মেয়াদ শেষে কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রেখে অব্যবহৃত অর্থ ফেরত দেয়া হয়েছে (যেমন-খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর জিমনেসিয়াম, ময়মনসিংহ স্টেডিয়ামের সীমানা প্রাচীর, হবিগঞ্জ স্টেডিয়ামের গ্যালারী/প্যাভিলিয়ন নির্মাণ);
- খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর দায়িত্ব বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। দায়িত্ব বুঝে নিতে না পারার কারণে নির্মিত স্থাপনাসমূহ দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে;
- বেশ কিছু স্থাপনার দেয়াল ফেটে গেছে, রং নষ্ট হয়ে গেছে, মেঝের টাইলস ভেঙ্গে গেছে, বাথরুমের ফিটিংসসমূহ নষ্ট হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগি হয়ে পড়ে আছে;

- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভূমি ও মাঠ উন্নয়ন সঠিকভাবে করা হয়নি এবং মাঠ তৈরির নিয়ম অনুযায়ী কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি পুরু এলুভিয়াল মাটির পরিবর্তে প্রধানতঃ বালিমাটি দ্বারা মাঠ ভরাট করা হয়েছে। ফলে বেশ কিছু স্টেডিয়ামের মাঠ খেলার জন্য যথোপযুক্ত হয়নি;
- পানিতে আয়রণ থাকার কারণে রাজশাহী সুইমিং পুলের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। আয়রণ থাকার কারণে ঘন ঘন পানি পাল্টাতে হয় যা ব্যয় সাশ্রয়ী নয়। পানি না থাকার কারণে শুকনো পুলের টাইল্স রোদের তাপে ফেটে যাচ্ছে ও খুলে পড়েছে;
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে টুর্ণামেন্ট আয়োজন করা, স্থাপনাসমূহ সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং খেলার মান উন্নয়নের জন্য ভাল কোচ নিয়োগ দেয়া করা সম্ভব হচ্ছে না।

### ৬.২.৩ সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা

- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও ফেডারেশনসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাবে স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও খেলাধূলার মান উন্নয়নে বিঘ্ন ঘটছে।

### ৬.২.৪ দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থা:

- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে নিয়মিত মনিটর করার কোন ব্যবস্থা নাই;
- কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রীড়া সম্পর্কিত সকল কর্মকান্ড সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচিত কমিটি নেই।

## ৬.৩ প্রকল্পের সুযোগ

**৬.৩.১ জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক স্থানীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহ:** বর্তমানে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও খেলায় উৎসাহী ব্যক্তিগণ খেলা ও খেলোয়াড়ের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। তারা স্পনসর হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থা সম্মিলিতভাবে এসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে খেলায় অর্থের অভাব অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হবে এবং সরকারের উপর নির্ভরশীলতা কমে যাবে। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ স্থাপনাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা দিবে এবং সরকারের উপর জেলা ক্রীড়া সংস্থার আর্থিক চাপ কমবে।

**৬.৩.২ খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের সুযোগ:** জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বিভিন্ন খেলার দেশি ও বিদেশি কোচকে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিলে এবং প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে দিলে তৃণমূল পর্যায়ে অনেক ভাল ভাল খেলোয়াড় তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের খেলাধূলার মান উন্নয়নে সহযোগিতা করতে আগ্রহী। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৬.৩.৩ **পেশাদার খেলোয়াড় তৈরি:** আধুনিক যুগে খেলা শুধুমাত্র বিনোদনের ও সুস্বাস্থ্যের বিষয় নয়। খেলা বর্তমানে জনগণের আয়ের উৎস। খেলার মাধ্যমে যুবসমাজ একটি সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত হতে পারে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থা যৌথ উদ্যোগে ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে যুবদেরকে খেলার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারে।

৬.৩.৪ **বিভাগীয় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি:** কার্যকরী পরিষদে বেশি সংখ্যক অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে সম্পৃক্ত করা হলে এলাকায় খেলার মান ও কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাবে। বিভিন্ন খেলার ফেডারেশনসমূহকে

তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে বিভাগীয় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহকে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য পরামর্শ দিলে স্থানীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

## ৬.৪ প্রকল্পের ঝুঁকি

- স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম ও সুইমিং পুলে নিয়মিত খেলাধুলা চর্চা না হলে তার অপব্যবহার শুরু হবে যা রোধ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়বে।
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে বিভাগীয় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে নিয়মিতভাবে পরামর্শ ও সহযোগিতা না দিলে উক্ত সংস্থাসমূহ গতানুগতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং সার্বিক খেলাধুলার মান কমে যাবে।
- যেসব নির্মিত স্থাপনাসমূহ দুর্বল ও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা দ্রুত মেরামত করা না হলে অতি শীঘ্রই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

# অধ্যায়-৭

# TOR অনুযায়ী প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়সমূহ উপস্থাপন

# অধ্যায়-৭ TOR অনুযায়ী প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়সমূহ উপস্থাপন

## ৭. সমীক্ষার TOR অনুযায়ী প্রভাব মূল্যায়নের বিষয়গুলো প্রতিবেদনে সন্নিবেশনের স্থান

| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রতিবেদনে সন্নিবেশনের স্থান |
|---|---|---|
| ১ | প্রকল্পের পটভূমি উদ্দেশ্য, অনুমোদন, সংশোধন, অর্থায়নের উৎস, বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যয় ইত্যাদিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পর্যালোচনা। | প্রকল্পের পটভূমি উদ্দেশ্য, অনুমোদন, সংশোধন, অর্থায়নের উৎস, বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যয় ইত্যাদিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পর্যালোচনা প্রথম অধ্যায়ে পৃষ্ঠা ৩-৯ এ বর্ণনা করা হয়েছে। |
| ২ | প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতির তথ্য, অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ এবং টেবিল ও গ্রাফিক আকারে পর্যালোচনা। | প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতির তথ্য, অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব) সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ এবং টেবিল ও গ্রাফিক আকারে পর্যালোচনা পঞ্চম অধ্যায়ের পৃষ্ঠা-৩৩-৭৬ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের পৃষ্ঠা ৭৮-৮১ এ বর্ণনা করা হয়েছে। |
| ৩ | প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন পরিমাপ করা। | প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন পরিমাপ পঞ্চম অধ্যায়ের পৃষ্ঠা ৩৩-৭৬ এ বর্ণনা করা হয়েছে। |
| ৪ | বিভিন্ন ক্রয় ও টেন্ডার প্রক্রিয়ায় পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা। | বিভিন্ন ক্রয় ও টেন্ডার প্রক্রিয়ায় পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা চতুর্থ অধ্যায়ের পৃষ্ঠা ২৪-৩১ এ বর্ণনা করা হয়েছে। |
| ৫ | প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ, ক্রয় সামগ্রী ও সেবা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ, সঠিকভাবে ও যথাযথ জনবল দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা। | প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ, ক্রয় সামগ্রী ও সেবা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ, সঠিকভাবে ও যথাযথ জনবল দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা। চতুর্থ অধ্যায়ের পৃষ্ঠা ২৪ (৪.১) এ বর্ণনা করা হয়েছে। |
| ৬ | টেন্ডার ডকুমেন্ট পর্যালোচনাপূর্বক সঠিক প্রক্রিয়ায় পণ্য ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং নির্মাণ কাজের গুণগত মান পরিমাণ যথাযথভাবে হয়েছে কিনা সে বিষয়টি পর্যালোচনা করা। | টেন্ডার ডকুমেন্ট পর্যালোচনাপূর্বক সঠিক প্রক্রিয়ায় পণ্য ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং নির্মাণ কাজের গুণগত মান পরিমাণ যথাযথভাবে হয়েছে কিনা সে বিষয়টি চতুর্থ অধ্যায় (৪.১ ও ৪.২) পৃষ্ঠা ২৪-২৮; সারণী-৭ ও ৮ পর্যালোচনা করা হয়েছে। |
| ৭ | ক্রীড়া অবকাঠামো সৃষ্টি ও ক্রীড়া সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিকভাবে প্রকল্প এলাকা তথাসমগ্র দেশের দীর্ঘমেয়াদী আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব পর্যালোচনা করা। | ক্রীড়া অবকাঠামো সৃষ্টি ও ক্রীড়া সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিকভাবে প্রকল্প এলাকা তথাসমগ্র দেশের দীর্ঘমেয়াদী আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব পঞ্চম অধ্যায় পয়েন্ট ৫.১৫; পৃষ্ঠা ৭৪-৭৬ এ পর্যালোচনা করা হয়েছে। |
| ৮ | প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সমস্যা যেমন বিলম্বে অর্থ অবমুক্ত, | প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সমস্যা যেমন বিলম্বে অর্থ অবমুক্ত, পণ্য |

| | | |
|---|---|---|
| | পণ্য সেবা ও পুর্ত কাজ সম্পাদনে বিলম্ব এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি হলে তা পর্যালোচনা। | সেবা ও পুর্ত কাজ সম্পাদনে বিলম্ব এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি হলে তা তৃতীয় অধ্যায় পৃষ্ঠা ২১-২২ এ পর্যালোচনা করা হয়েছে। |
| ৯ | প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প কর্মকর্তাদের কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান। | প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প কর্মকর্তাদের কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও মতামত ষষ্ঠ অধ্যায় পৃষ্ঠা ৭৮-৮১ এ প্রদান করা হয়েছে। |
| ১০ | সমীক্ষার ফাইন্ডিংস নিবিড় পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান। | সমীক্ষার ফাইন্ডিংস নিবিড় পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ অষ্টম অধ্যায় পয়েন্ট- ৮.২, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০ প্রদান করা হয়েছে। |
| ১১ | স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স ব্যবহার যাচাই করা এবং এ বিষয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভূমিকা বিশ্লেষণ করা। | স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স ব্যবহার যাচাই করা এবং এ বিষয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভূমিকা পঞ্চম অধ্যায় পয়েন্ট- ৫.১ থেকে ৫.৮; পৃষ্ঠা ৩৩-৫৩ এ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। |
| ১২ | প্রকল্পের সুবিধাভোগী/স্টেক হোল্ডারদের মতামত সংগ্রহ পর্যালোচনা করা। | প্রকল্পের সুবিধাভোগী/স্টেক হোল্ডারদের মতামত সংগ্রহ পঞ্চম অধ্যায় পয়েন্ট ৫.১১-৫.১৩ পৃষ্ঠা ৫৬-৭০ এ পর্যালোচনা করা হয়েছে। |
| ১৩ | জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক সুইমিংপুল, মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, জিমনেসিয়াম-এর রক্ষণাবেক্ষণ, এবং ক্লাবসমূহের ব্যবহার পর্যালোচনা করা। | জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক সুইমিংপুল, মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, জিমনেসিয়াম-এর রক্ষণাবেক্ষণ, এবং ক্লাবসমূহের ব্যবহার পঞ্চম অধ্যায় পয়েন্ট- ৫.৭ ও ৫.৮; পৃষ্ঠা ৪৮-৫৩ এ পর্যালোচনা করা। |
| ১৪ | জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাধুলার জন্য প্রকল্পে নির্মিত ক্রীড়া অবকাঠামোর ব্যবহার এবং এর সার্বিক ভূমিকা পর্যালোচনা। | জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাধুলার জন্য প্রকল্পে নির্মিত ক্রীড়া অবকাঠামোর ব্যবহার এবং এর সার্বিক ভূমিকা পঞ্চম অধ্যায় পয়েন্ট ৫.৯; পৃষ্ঠা ৫৩-৫৫ এ পর্যালোচনা করা হয়েছে। |
| ১৫ | প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্ম সম্পাদন। | প্রযোজ্য নহে |

# অধ্যায়-৮

# পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ ও সুপারিশমালা

## অধ্যায়-৮: সমস্যা ও সুপারিশমালা

# ৮. সমস্যা ও সুপারিশমালা

## ৮.১ পর্যবেক্ষণে ও পর্যালোচনায় প্রাপ্ত চিহ্নিত বিশেষ সমস্যাসমূহ

### ৮.১.১ ডিপিপি/আরডিপিপি প্রণয়নে দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতা

- ডিপিপিতে উল্লেখিত লক্ষ্যের আলোকে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়নি। বর্ণিত লক্ষ্যে উল্লেখ ছিল, 'অবকাঠামোগত সুবিধা উন্নয়নের মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলাদের খেলাধূলার মান উন্নয়ন করা'। কিন্তু ডিপিপিতে বর্ণিত দু'টো উদ্দেশ্যই শুধুমাত্র অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিত। খেলাধূলার মান উন্নয়নের জন্য কোন উদ্দেশ্য রাখা হয়নি। (অনুচ্ছেদ- ৬.২.১; পৃষ্ঠা-৮৩)
- প্রকল্প ডিজাইন করার পূর্বে কোন **বেইজ লাইন জরিপ** (baseline survey), **সম্ভাব্যতা যাচাই** (feasibility study), **স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ** (stakeholder analysis) এবং **চাহিদা নিরুপন** (Need Assessment), করা হয়নি যার ফলে প্রকল্পের মাধ্যমে খেলার জগতে কি উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তা তুলনামূলকভাবে জানা যাচ্ছে না। (অনুচ্ছেদ- ৬.২.১; পৃষ্ঠা-৮৩)
- সুইমিংপুল নির্মাণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল কাজ। সুইমিংপুল নির্মানের পূর্বে কোন প্রকারের সম্ভাব্যতা যাচাই ও চাহিদা নিরুপণ না করে এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ ব্যতিরেকে বড় আকারের সুইমিংপুল নির্মাণ প্রকল্প প্রণয়নে দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতাই প্রমানিত হয়। (অনুচ্ছেদ- ৫.৭; পৃষ্ঠা-৪৯ এবং ৫.৮ পৃষ্ঠা-৫২)

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে নির্মিত স্থাপনাসমূহের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়। তথ্য সংগ্রহকালে উপস্থিত ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি, খেলোয়াড়, কোচ, ব্যবসায়ী, ছাত্র-ছাত্রী, সাংবাদিক, শিক্ষক সবার সাথে আলাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। নিম্নে জেলাভিত্তিক সমস্যাসমূহ উপস্থাপন করা হল।

### ৮.১.২ স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা

- **চুয়াডাঙ্গা জেলা স্টেডিয়াম (নবনির্মিত)** স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়ন ও গ্যালারির দেয়ালে ফাটল দেখা গেছে। মাঠের পানি সরানোর জন্য বসানো পাইপলাইন ফেটে গিয়ে পানি বের হয়ে গ্যালারির এক অংশের নিচের মাটি সরে গিয়ে বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে এবং বর্তমানে গ্যালারির উক্ত অংশ ঝুঁকির মধ্যে আছে। (অনুচ্ছেদ- ৫.১; পৃষ্ঠা-৩৪)

চিত্র-১০ চুয়াডাঙ্গা স্টেডিয়ামের গ্যালারীর মাটি সরে যাওয়া

- নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ওয়াকওয়েতে বড় বড় গাছ জন্মেছে। (অনুচ্ছেদ- ৫.১; পৃষ্ঠা-৩৪)

চিত্র-১১ চুয়াডাঙ্গা স্টেডিয়ামের ওয়াকওয়েতে গাছ জন্মানো

- **হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম (নবনির্মিত):** কিছু কিছু টয়লেট সমূহের দরজা নেই এবং প্যানসমূহ নষ্ট হয়ে গেছে। জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে স্টেডিয়ামের কিছু অংশে (আনুমানিক ৩০০ ফুট) গ্যালারি নির্মাণ করা হয় নি যা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। মাঠে এলুভিয়াল মাটির পরিবর্তে নিম্নমানের মাটি ও বালি ব্যবহারের ফলে মাঠ খেলার জন্য সম্পূর্ণরূপে উপযোগী হয় নাই। (অনুচ্ছেদ- ৫.২; পৃষ্ঠা-৩৮)

চিত্র-১২ হবিগঞ্জ স্টেডিয়ামের পরিত্যক্ত টয়লেট

- প্রধান ফটকের বিপরীতে ময়লা আবর্জনা স্তূপীকৃত যা সমগ্র পরিবেশকে অস্বাস্থ্যকর করে তুলছে। স্টেডিয়ামের বাইরের চতুর্পাশ্বে আগাছায় পরিপূর্ণ। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নেই (মাত্র ২ জন ষ্টাফ)। (অনুচ্ছেদ- ৫.২; পৃষ্ঠা-৩৭)

চিত্র-১৩ হবিগঞ্জ স্টেডিয়ামের প্রবেশপথে আবর্জনা

- **ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়াম (অধিকতর উন্নয়ন):** অধিকাংশ টয়লেটের ফিটিংস নষ্ট হয়ে গেছে। স্টেডিয়ামের কিছু জমি অন্য মালিকের দখলে থাকায় সীমানা দেয়াল নির্মাণ সম্পূর্ণ করা যায়নি। মাঠের মাটিতে বালির আধিক্য দেখা গেছে। স্টেডিয়াম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নেই (মাত্র ২ জন ষ্টাফ)। (অনুচ্ছেদ- ৫.৩; পৃষ্ঠা-৪১)

চিত্র-১৪ ময়মনসিংহ স্টেডিয়ামের অপরিচ্ছন্ন প্রস্রাবখানা

- **নাটোর জেলা স্টেডিয়াম (অধিকতর উন্নয়ন):** কিছু কিছু টয়লেটের ফিটিংস নষ্ট হয়ে গেছে ।

- **খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (অধিকতর উন্নয়ন):** জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট নবনির্মিত জিমনেসিয়াম ও সুইমিং পুল হস্তান্তর করা হয়নি। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকার ফলে জিমনেসিয়াম ও সুইমিং পুলের অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসমূহ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জিমনেসিয়ামের ফ্লোর নির্মাণ অসম্পূর্ণ থাকার ফলে তা ব্যবহার করা যাচ্ছেনা। (অনুচ্ছেদ- ৫.৭; পৃষ্ঠা-৪৯)

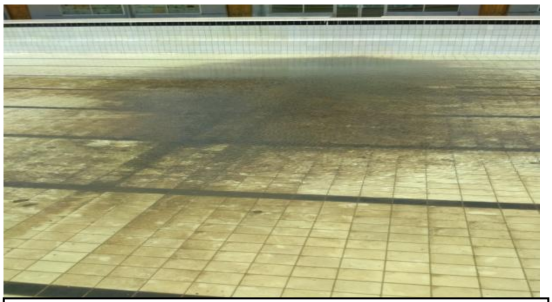

চিত্র-১৫ খুলনায় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এঅব্যবহৃত সুইমিংপুল

- খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর জিমনেসিয়ামের দেয়ালে প্রচুর ফাটল দেখা গেছে। (অনুচ্ছেদ- ৫.৭; পৃষ্ঠা-৪৯)

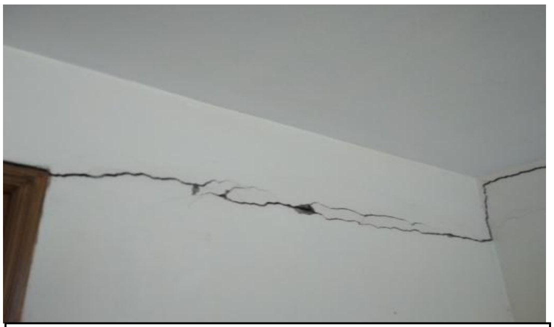

চিত্র-১৬ খুলনায় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এ জিমনেসিয়ামের দেয়ালে ফাটল

- খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের সুইমিং পুলের পানি উঠানোর পাম্প নষ্ট থাকার ফলে পানি ওঠানো যাচ্ছেনা। ফলে মেয়েরা সুইমিংপুলে সাঁতার শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। (অনুচ্ছেদ- ৫.৭; পৃষ্ঠা-৪৯)

চিত্র-১৭ খুলনায় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এ নষ্ট পানির পাম্প

- **রাজশাহী বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (অধিকতর উন্নয়ন):** হোস্টেল ভবনের দেয়ালের ভিতর ও বাইরের অংশে একাধিক ফাটল দেখা গিয়েছে। সুইমিং পুলে ও সংলগ্ন কক্ষ এবং টয়লেটের বেশ কিছু টাইল্‌স ভেঙ্গে গেছে। হোস্টেলে খেলোয়াড়দের থাকার জন্য খাট ও বিছানার ব্যবস্থা নাই। প্রয়োজনের সময় বেডিং ভাড়ায় এনে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সুইমিং পুলটি করা হয়েছে শুধুমাত্র মহিলা খেলোয়াড়দের জন্য কিন্তু বর্তমানে তা ছেলেরাও ব্যবহার করছে। এর ফলে মেয়েরা এই সুইমিং পুল ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত হবে এবং তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। (অনুচ্ছেদ- ৫.৮; পৃষ্ঠা-৫৩)

চিত্র-১৮ রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের সুইমিং পুলের টাইলস নষ্ট

- রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের বাইরের সড়ক উঁচু করার ফলে যে কোন লোক সহজে দেয়াল টপকিয়ে অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। কমপ্লেক্স-এর প্রধান গেইটে কোন পাহারার ব্যবস্থা না থাকায় মাঠ সর্বক্ষণ বাইরের ছেলেদের দখলে থাকে। উল্লেখ্য ডিপিপি'তে সীমানা দেয়াল উঁচু করার সংস্থান ছিল, কিন্তু বর্তমান দেয়াল উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ বায়ুচাপের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ হবে বিধায় আরডিপিপি'তে তা বাদ দেয়া হয়েছে।

চিত্র-১৯ রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর সীমানা দেয়াল

**৮.১.৩ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও ফেডারেশন সমূহের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগীতার অভাবঃ** জেলার ক্রীড়া স্থাপনাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ, টুর্ণামেন্ট আয়োজন, খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ, নতুন নতুন খেলার ব্যবস্থা করা, মনিটরিং এবং জেলার ক্রীড়া ক্ষেত্রের মান উন্নয়নে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সাথে জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও ফেডারেশন সমূহের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগীতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। (অনুচ্ছেদ- ৬.২.৩; পৃষ্ঠা-৮৪)

**৮.১.৪ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অপ্রতুল বরাদ্দঃ** জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থার জন্য বার্ষিক বরাদ্দকৃত অর্থ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। বেশিরভাগ জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে বিভিন্ন ধরনের খেলার টুর্ণামেন্ট সঠিকভাবে আয়োজন করতে পারছেনা এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারছেনা। (অনুচ্ছেদ- ৬.২.১; পৃষ্ঠা-৮৩)

**৮.১.৫ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের জনবল সমস্যাঃ** প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া পরিষদসমূহকে নিয়মিতভাবে নিবিড় মনিটর করতে পারছেনা। (অনুচ্ছেদ- ৬.২.১; পৃষ্ঠা-৮৩)

**৮.১.৬ বেশিরভাগ স্টেডিয়ামের মাঠ খেলার অনুপযোগি:** মাঠ উন্নয়নে সঠিক মাটি (এ্যালুভিয়াল) ব্যবহার না করায় এবং সঠিক ঘাস না লাগানোর ফলে অনেক স্টেডিয়ামের মাঠ খেলার জন্য পরিপূর্ণভাবে উপযোগি হয়নি। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সুত্রমতে মাঠের উপরিভাগে কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি পরিমাণ এ্যালুভিয়াল মাটি থাকলে খেলা ও ঘাস গজানোয় সুবিধা হয়, কিন্তু বাস্তবে তা পাওয়া যায়নি। কোন কোন স্টেডিয়ামে মাঠের পানি সরানোর মাঠের ঢাল (Slop) যতটুকু রাখা প্রয়োজন ছিল ততটুকু পরিমাণে রাখা হয়নি, ফলে বৃষ্টি হলে মাঠে পানি জমে থাকে। (অনুচ্ছেদ-৫.৭; পৃষ্ঠা-৪৯)

চিত্র-২০ খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর মাঠের মাটিতে বালির আধিক্য

**৮.১.৭ খেলার মান উন্নয়নে সমস্যা:** খেলোয়াড়দের খেলার মান উন্নয়নের জন্য ভাল কোচ আবশ্যক, কিন্তু জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহের কোচ সংগ্রহ করার দক্ষতা, ক্ষমতা বা সামর্থ্য নেই। (অনুচ্ছেদ- ৬.২.২; পৃষ্ঠা-৮৪)

**৮.১.৮ আরডিপিপি'তে সংস্থান ছিলনা কিন্তু প্রয়োজন আছে এমন বিষয়সমূহ:**

**ক) মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেট নির্মাণ:** প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বা অধিকতর উন্নয়নকৃত কোন স্টেডিয়ামেই মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে খেলতে বা খেলা দেখতে এসে মহিলাদের বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয় (পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত)।

খ) **রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর সীমানা দেয়াল উঁচু করা:** রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন বাইরের সড়কটি উঁচু করার ফলে যে কোন ব্যক্তি, গরু, ছাগল অতি সহজে দেয়াল টপ্‌কে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে যা কমপ্লেক্সে অবস্থানরত মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি (ডিপিপি পৃষ্ঠা-৪৪)।

গ) **নাটোর স্টেডিয়ামের সংকীর্ণ প্রবেশ পথ:** নাটোর স্টেডিয়ামের প্রবেশ পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ যা দিয়ে মানুষ, যানবাহন কিছুই প্রবেশ করতে পারেনা। ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের সময় এই সংকীর্ণ পথটিও ভেঙ্গে পার্শ্ববর্তী পুকুরে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে বিকল্প পথ ব্যবহারের মাধ্যমে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে হয় (পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত)।

## ৮.২ সমস্যার আলোকে সমাধানের জন্য সুপারিশ:

**৮.২.১ ডিপিপি প্রণয়নে আরও বেশি যত্নবান এবং সতর্ক থাকার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রদানকরা হল:**

- ডিপিপি প্রণয়নকালে লক্ষ্যের আলোকে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সকল উদ্দেশ্য জরুরী তার উপর গুরুত্ব দিয়ে ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে;
- প্রকল্প ডিজাইন করার পূর্বে **বেইজ লাইন জরিপ** (baseline survey), **সম্ভাব্যতা যাচাই** (feasibility study), **স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষন** (stakeholder analysis) **এবং চাহিদা নিরুপন** (Need Assessment) **সম্পন্ন** করতে হবে এবং ডিপিপি/আরডিপিপিতে খেলাধূলার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত কম্পোনেন্ট রাখতে হবে। স্থাপনাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এসেট ভ্যালুয়েশনের ভিত্তিতে নূন্যতম ২-৩% অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে;
- প্রকল্পে সুইমিংপুলের মত ব্যয়বহুল কম্পোনেন্ট রাখা ঠিক নয় যা খেলাধূলার অন্যান্য কম্পোনেন্টের চাইতে কম জরুরী এবং কম ব্যবহারযোগ্য অথচ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ

প্রয়োজন। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালে সুইমিংপুল না রাখাই উত্তম হবে; (অনুচ্ছেদ-৮.১.১ পৃষ্ঠা-৯০)

- প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটিতে সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি/প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

**৮.২.২ স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ:** প্রকল্পের আওতায় নির্মিত যেসব স্থাপনাসমূহ নষ্ট হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছে তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে চাহিদা মোতাবেক নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে। স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভূমিকা কি হবে তা সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকতে হবে। যদি কোন ক্রীড়া সংস্থা স্থাপনাসমূহ সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করে তার জন্য জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে তাদের বরাদ্দ কমিয়ে দিতে হবে। যেসব বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থা স্থাপনাসমূহ সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

মাঠ পর্যবেক্ষণের সময় রক্ষনাবেক্ষণ বিষয়ে যেসব সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে তার ভিত্তিতে সুপারিশ:

ক) চুয়াডাঙ্গা জেলা ষ্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়ন ও গ্যালারির দেয়ালে ফাটলসমূহ মেরামত করতে হবে। পানি সরানোর পাইপলাইন মেরামত করতে হবে এবং গ্যালারির নীচে মাটি সরে গিয়ে যে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে জরুরীভিত্তিতে তা ভরাট করতে হবে। ওয়াকওয়েতে যা'তে আগাছা না জন্মায় তার জন্য নিয়মিত পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। (অনুচ্ছেদ-৮.১.২ পৃষ্ঠা-৯০, ৯১; চিত্র-১০,১১);

খ) হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামের অসম্পূর্ণ অংশে গ্যালারী নির্মাণ করতে হবে। বর্তমান ব্যবহার অযোগ্য সকল টয়লেট মেরামত ও ব্যবহারযোগ্য করতে হবে। প্রধান ফটকের বিপরীতে স্তূপীকৃত আবর্জনা এবং আগাছা নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চাহিদা অনুপাতে জনবল নিয়োগ করতে হবে। (অনুচ্ছেদ- ৮.১.২ পৃষ্ঠা- ৯১; চিত্র-১২, ১৩);

গ) ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়ামের বেদখলে থাকা জমি দখলমুক্ত করে নিরাপত্তা, গরু-ছাগল প্রবেশ এবং অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ রোধকল্পে অতিশীঘ্র সীমানা দেয়াল নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চাহিদা অনুপাতে জনবল নিয়োগ করতে হবে। টয়লেটসমূহ মেরামত করে ব্যবহারযোগ্য করতে হবে। (অনুচ্ছেদ- ৮.১.২ পৃষ্ঠা- ৯১; চিত্র-১৪);

ঘ) খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর জিমনেসিয়ামের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন ও দেয়ালে ফাটল মেরামত করে তা ব্যবহারযোগ্য করতে হবে। নষ্ট পানির পাম্প মেরামত করে সুইমিং পুলটি চালু করতে হবে। এ কমপ্লেক্স সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য করে বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর করতে হবে। (অনুচ্ছেদ-৮.১.২; পৃষ্ঠা- ৯২; চিত্র-১৫,১৬,১৭);

ঙ) রাজশাহী বিভাগীয় মহিলা কমপ্লেক্সের হোস্টেল ভবনের দেয়ালের ভিতর ও বাইরের অংশের ফাটল মেরামত করতে হবে। খেলোয়াড়দের থাকার জন্য আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। টয়লেট মেরামত করে তা সকলের জন্য ব্যবহারযোগ্য করতে হবে। সুইমিং পুলের টাইলস মেরামত করতে হবে। সুইমিং পুলের পানির জন্য আয়রন রিমোভাল প্লান্ট বসাতে হবে। (অনুচ্ছেদ-৮.১.২; পৃষ্ঠা-৯৩; চিত্র-১৮);

**৮.২.৩ সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি:** জেলার ক্রীড়া স্থাপনাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ, মনিটরিং এবং জেলার ক্রীড়া ক্ষেত্রের মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সাথে বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং ফেডারেশনসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও সহযোগীতা আরও সুদৃঢ় করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও ফেডারেশন সমূহের দায়িত্ব ও ভূমিকা পরিষ্কারভাবে লিখিত আকারে থাকতে হবে। (অনুচ্ছেদ-৮.১.৩ পৃষ্ঠা-৯৩)

**৮.২.৪ জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহের অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি:** জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহের পূর্ববর্তী বৎসরের ক্রীড়া ক্ষেত্রে সার্বিক কর্মকান্ডের (যেমন- টুর্ণামেন্ট আয়োজনের সংখ্যা, ক্যাম্প আয়োজনের সংখ্যা, নতুন খেলার চর্চা, খেলোয়াড় তৈরি ও জাতীয় দলে তাদের অংশগ্রহণের সংখ্যা) ভিত্তিতে পরবর্তী বৎসরের অর্থ বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে। (অনুচ্ছেদ-৮.১.৪ পৃষ্ঠা-৯৩)

**৮.২.৫ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি:** জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহকে কার্যকরভাবে তদারকী করা ও বিভিন্ন প্রকারের পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। (অনুচ্ছেদ-৮.১.৫ পৃষ্ঠা-৯৩)

**৮.২.৬ খেলার মাঠ উন্নয়ন:** যে সকল স্টেডিয়ামের মাঠের মাটি খেলার উপযুক্ত নয় এবং ঘাসের পরিমান কম সে সকল মাঠের মাটি দ্রুত পরিবর্তন করে ও প্রয়োজনীয় ঘাস লাগিয়ে মাঠকে খেলার উপযোগী করে তুলতে হবে। (অনুচ্ছেদ-৮.১.৬ পৃষ্ঠা-৯৪)

**৮.২.৭ খেলার মান উন্নয়ন:** জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বিভিন্ন খেলার জন্য দেশী ও বিদেশী কোচসমূহের সাথে যোগাযোগ করবে এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহের সাথে তাদেরকে যোগাযোগ করিয়ে দিবে যেন সংস্থাসমূহ তাদের প্রয়োজনে কোচ এনে খেলোয়াড়দেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বাৎসরিক অর্থ বরাদ্দের মধ্যে কোচের ভাতা ও প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। (অনুচ্ছেদ-৮.১.৭ পৃষ্ঠা-৯৪)

**৮.২.৮ আরডিপিপি বর্হিভুত জরুরি নির্মাণকাজ:** যে সকল জরুরী নির্মাণকাজ আরডিপিপি'তে রাখা হয়নি অথচ করা জরুরী ছিল তা জরুরীভিত্তিতে পৃথক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। (অনুচ্ছেদ-৮.১.৮ পৃষ্ঠা-৯৪)

## ৮.৩ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থার জন্য বিশেষ সুপারিশ:

যদিও সমস্যার আলোকে উপরোক্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে তথাপি পরামর্শক টিম কর্তৃক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থার জন্য পৃথক পৃথকভাবে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করা হল:

**ক) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ:**

১. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহে বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কি না তা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নিয়মিতভাবে মনিটর করা হলে অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার ও চাহিদা জানা যাবে। ক্রীড়াসংস্থাসমূহের নিয়মিত অডিট হওয়া প্রয়োজন এবং তার ভিত্তিতে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা জরুরী।

২. বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহকে খেলাধূলার মান উন্নয়ন, খেলোয়াড়দের খেলায় আগ্রহ ও দক্ষতা বৃদ্ধি, জেলায় খেলার পরিবেশ সৃষ্টি, দক্ষ কোচের মাধ্যমে চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন খেলায় খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণদান, খেলা সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো ও স্থাপনাসমূহ নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা, স্থানীয় বিত্তবান ও ক্রীড়ানুরাগী ব্যক্তিদের সহায়তায় খেলাধূলার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করা, খেলাভিত্তিক টুর্ণামেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে খেলাধূলার প্রতি যুব সমাজকে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে অবক্ষয় রোধ ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩. বর্তমানে অব্যবহারযোগ্য মাঠ ও স্থাপনাসমূহ দ্রুত মেরামত করে তা খেলোয়াড়দের খেলার জন্য ব্যবহারযোগ্য করতে হবে।

৪. যেসব নির্মাণ কাজ করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু ডিপিপি/আরডিপিপিতে না থাকায় বা বরাদ্দ বাতিলের কারণে করা হয়নি সেসব নির্মাণ কাজ সম্ভাব্যতা যাচাই ও চাহিদা নিরুপনের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ/ অন্য প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে বাস্তবায়ন করা।

৫. প্রতি বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স-এর জন্য বার্ষিক ক্রীড়া পঞ্জিকা প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করা।
৬. যেসব বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থা নিয়মিত স্টেডিয়াম রক্ষণাবেক্ষণ,সফলভাবে টুর্ণামেন্টের আয়োজন করবে এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে বেশি সাফল্য দেখাতে পারবে সেসব জেলার বরাদ্দ বৃদ্ধি ও তাদেরকে পুরষ্কৃত করা। এর ফলে জেলাসমূহের মধ্যে ভাল কিছু করার প্রতিযোগীতা শুরু হবে।
৭. জেলা পর্যায়ে জাতীয় লীগের টুর্ণামেন্টসমূহ খেলার আয়োজন করা।
৮. যেসব বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থা নিয়মিতভাবে স্টেডিয়াম ও স্থাপনাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করবে না এবং টুর্ণামেন্টের আয়োজন করবে না তাদের অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দেয়া ও প্রয়োজনে কমিটির মধ্যে পরিবর্তন আনা।
৯. দেশের এবং বিদেশের ভাল ভাল কোচের মাধ্যমে জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু করা এবং দক্ষ খেলোয়াড় তৈরিতে বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে সহযোগিতা করা।
১০. জেলার ভাল খেলোয়াড়কে অধিকতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও জাতীয় পর্যায়ে খেলার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।

**খ) বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থা:**

১১. বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটি গঠনকালে এলাকার কয়েকজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে কমিটির সদস্য রাখতে হবে।
১২. প্রতিটি স্টেডিয়াম ও ক্রীড়া কমপ্লেক্সসমূহ (মাঠ, জিমনেসিয়াম, সুইমিং পুল, ইনডোর গেম গ্রাউন্ড) নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ ও সংস্কার করতে হবে।
১৩. ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে টুর্ণামেন্টের আয়োজন করে যুবশ্রেণিকে খেলার প্রতি আগ্রহী করে তোলা। এ ধরনের টুর্ণামেন্ট আয়োজন করা হলে অনেক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান স্পনসর করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে।
১৪. তৃণমূল থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে সেলিব্রিটিদের মাধ্যমে শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া ও শরীর চর্চা বিষয়ে বাজেট বরাদ্দ রাখা বাধ্যতামূলক করা ।
১৫. নষ্ট স্থাপনাসমূহ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। অধিকাংশ স্টেডিয়ামের টয়লেট, প্যান, হ্যান্ড-শাওয়ার নষ্ট, সিট কভার নাই/ভাঙ্গা এবং ব্যবহারের অযোগ্য। এগুলো মেরামত করতে হবে।
১৬. খেলার মাঠ ও স্থাপনাসমূহ নষ্ট হতে পারে এমন কোন কাজ বা অনুষ্ঠান/ইভেন্ট স্টেডিয়ামে বা জিমনেসিয়ামে না করা।
১৭. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সহায়তায় জেলাতে জাতীয় লীগের/ টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা।
১৮. এলাকার খেলানুরাগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল গড়ে তোলা।
১৯. স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম ও সুইমিং পুলে প্রতি বৎসর নিয়মিত টুর্ণামেন্টের আয়োজন বাধ্যতামূলক করা।
২০. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খেলাভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করা। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়মিত খেলাধূলা চর্চা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা। বাৎসরিক খেলাধূলার জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা। যারা খেলাধূলায় ভাল করছে তাদেরকে খেলায় উৎসাহিত করা। প্রয়োজনে তাদের লেখাপড়ায় আর্থিক ছাড় দেয়া।
২১. এলাকার ছাত্র-ছাত্রী, কিশোর কিশোরী ও যুবদেরকে নিয়মিত স্টেডিয়ামে খেলাধূলা করার জন্য উৎসাহিত করা।
২২. খেলার মাঠ ও স্থাপনাসমূহ সকল জনগণের সম্পদ বিধায় তা ব্যবহারে নিজে যত্নবান হওয়া এবং অন্যকে পরামর্শ দেয়া।
২৩. এলাকার যুবদেরকে/খেলোয়াড়দেরকে দেশিয় খেলার (কাবাডি, ভলিবল, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট) পাশাপাশি বিদেশের নতুন নতুন খেলা (জুডো, তায়কোয়ান্ডা, উসো, আর্চারি) চর্চা করার জন্য উৎসাহিত করা।

২৪.জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের খেলোয়াড়গণ নিজেদের সুবিধামত নিজ জেলায় গিয়ে স্থানীয় খেলোয়াড়দেরকে উৎসাহিত করা এবং বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করা।

# অধ্যায়-৯

# উপসংহার

## অধ্যায়-৯ উপসংহার

“২ টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ), ৪টি জেলা স্টেডিয়ামের (ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নাটোর ও ফরিদপুর) এবং ২টি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (রাজশাহী ও খুলনা) এর অধিকতর উন্নয়ন (সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও জেলাসমূহে খেলাধূলার অবকাঠামো নির্মাণ ও অধিকতর উন্নয়নের ফলে খেলাধূলা চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রকল্প এলাকার যুব সমাজকে খেলাধূলার প্রতি আগ্রহী করে তুলছে। এমন কি প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলের যুব শ্রেনিকে শহরে এসে খেলাধূলা চর্চার সুযোগ করে দিয়েছে।

এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে বিভাগীয় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে টুর্ণামেন্টের আয়োজন করতে সক্ষম ছিলনা। অবকাঠামো নির্মাণ ও অধিকতর উন্নয়নের ফলে সংস্থাসমূহ নিয়মিত ক্যাম্প ও টুর্ণামেন্ট আয়োজন করার সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমানে প্রায় জেলাতে দেশীয় খেলার পাশাপাশি অনেক বিদেশী খেলার চর্চা হচ্ছে। এলাকার অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় বর্তমান অবকাঠামো ব্যবহার করে বিভিন্ন খেলায় দক্ষতা অর্জন করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেয়ে দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনছে।

মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ক্রীড়াসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতার ফলে প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য অর্জন অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বিভাগীয় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহের মধ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য কোন প্রকারের কার্যকর সমন্বয় ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেই। অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ ও জনবলের অভাবে অবকাঠামোসমূহ সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষন করা যাচ্ছেনা। ক্রীড়াসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা এবং চাহিদার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ ও জনবল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মূখ্য ভূমিকা পালন করা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত সমস্যার আলোকে যে সকল সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে তা যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা হলে ভবিষ্যতে অনুরুপ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

# সংযোজনী

## সংযোজনী-১ ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব অর্জন

| ক্রঃনং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম | মূল ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় | | বরাদ্দ ও ব্যয়ের পার্থক্য(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| **ক) চুয়াডাঙ্গা জেলা স্টেডিয়াম** | | | | | | | | | |
| ১ | ভূমি উন্নয়ন | ১৫৮.৫৫ | ৭৪০৯১. | ৪৫৭.৭৬ | ২১০১১৭. | ৪৫৭.৭৬ | ২১০৪৭৮.৫৩ | ১০০ | ১০০ |
| ২ | খেলার মাঠ উন্নয়ন | | | | | | | | |
| | ক) মাটি ভরাট | ২৮.৮৯ | ৬৭৫০. | ২৬.৯৫ | ৬৭৫০.৫ | ২৬.৯৫ | ৬৭৪৯.৯৮ | ১০০ | ১০০ |
| | খ) ঘাস বীজ বোনা | ৫.৪ | ২২৫০০. | ৪.৯৬ | ২২৫০০. | ৪.৯৩ | ১৮২০৬.৬১ | ১০০ | ৮০.৯ |
| | **উপমোট =** | **১৯২.৮৪** | | **৪৮৯.৬৭** | | **৪৮৯.৬৪** | | ১০০ | |
| ৩ | গ্রীল ফেন্সিং | | | | | | | | |
| | ক) খেলার মাঠের চারদিকে আরসিসি ড্রেন/সীমানা প্রাচীর | ৪২.৫৭ | ৫৫০. | ৪৫.৫৭ | ৬৯৪.৫ | ৪৫.৫৭ | ৬৯৪.৫ | ১০০ | ১০০ |
| | খ) খেলার মাঠের চারদিকে গ্রীল ফেন্সিং ওয়ার্ক | ১৭.৮২ | ৫৫০. | ২৭.৮২ | ৯৭১. | ২৭.৭৮ | ৯৪৫. | ১০০ | ৯৭.৩ |
| | **উপমোট =** | **৬০.৩৯** | | **৭৩.৩৯** | | **৭৩.৩৫** | | ১০০ | |
| ৪ | গ্রাউন্ড স্লোর গ্যালারী | | | | | | | | |
| | ক) গ্রাউন্ড স্লোর | ৩৪৬.৭৮ | ৬৫০০.০০ ব.মি | ৩৪৬.৭৮ | ৬৫০০. | ৩৪৫.৮৯ | ৬২৬৪.১ | ১০০ | ৯৬.৪ |
| | খ) সুপারস্ট্রাকচার | ৪৫৩.৩১ | ৬৫০০.০০ ব.মি | ৩৮৪.২৭ | ৬৫০০. | ৩৮৩.৯৩ | ৫৯১১.৮৬ | ১০০ | ৯১.০ |
| | **উপমোট =** | **৮০০.০৯** | | **৭৩১.০৫** | | **৭২৯.৮২** | | ১০০ | |
| ৫ | দোতলা প্যাভিলিয়ন ভবন | | | | | | | | |
| | ক) ভিত্তি স্থাপন | ১০১.৬১ | ৭২৫.০০ আরএম | ৮৬.১৩ | ৭২৫. | ৮৬.১৩ | ৭২৫. | ১০০ | ১০০ |
| | খ) গ্রাউন্ড স্লোর | ৯৩.৮৯ | ৭২৫.০০ ব.মি | ৭৯.৫৯ | ৭২৫. | ৭৯.৫৯ | ৭২৫. | ১০০ | ১০০.০ |
| | গ) ১ম তলা | ৬২.৭ | ৫০২.০০ ব.মি | ৫৩.১৫ | ৫০২. | ৫৩.১৫ | ৫৯৬.৪৪ | ১০০ | ১০০ |
| | ঘ) অভ্যন্তরীণ পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা | ৬.৭৫ | ১২২৭.০০ ব.মি | ৫.৭২ | ১২২৭. | ৫.৭৮ | ১৩২১.৪৪ | ৯৮.৯৬ | ১০০ |
| | ঙ) অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ | ১২.২৭ | ১২২৭.০০ ব.মি | ১০.৪ | ১২২৭. | ১০.৪ | ১৩২১.৪৪ | ১০০ | ১০০ |
| | চ) বৈদ্যুতিক সংযোগ | ৪. | এলএস | ৬.৯৯ | এলএস | ৬.৯ | ০ | ১০০ | |
| | ছ) আসবাবপত্র | ৬. | এলএস | ২. | এলএস | ২. | ০ | ১০০ | |
| | **উপমোট =** | **২৮৭.২১** | | **২৪৩.৯৮** | | **২৪৩.৯৫** | | ১০০ | |
| ৬ | পায়ে হাঁটার রাস্তা | ১৮.৮৩ | ১২৬৯.০০ | ৫.৯৭ | ৪৭৫. | ৫.৯৭ | ৪৭৫. | ১০০ | ১০০ |

| ক্রঃনং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম | মূল ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় | | বরাদ্দ ও ব্যয়ের পার্থক্য(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** | **৭** | **৮** | **৯** | **১০** |
| | | | ব.মি | | | | | | |
| ৭ | সীমানা প্রাচীর | ৪৩.৯৯ | ৮০৫.০০ ব.,মি | ৫৯.০৭ | ১২৭৫. | ৫৯.১৭ | ১২৭৯. | ৯৯.৮৩ | ১০০ |
| ৮ | গণ শৌচাগার | ৩২. | ৮.০০ ব.মি | ২৭.১৮ | ৮. | ২৭.১৮ | ৮. | ১০০ | ১০০.০ |
| ৯ | সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা(আরসিসি) | ৮৮.৭৫ | ৫০০০.০০ আরএম | ৭০.৬৯ | ৪৭০০. | ৭০.৬৭ | ৪৬৫৮. | ১০০ | ৯৯.১ |
| | **মোট (ক) =** | **১৫২৪.১১** | | **১৭০১.** | | **১৬৯৯.৭৫** | | ১০০ | |
| **খ) হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম** | | | | | | | | | |
| ১ | ভূমি উন্নয়ন | ৩১৭.২ | ১৪৮২২২.০০ কিউমি | ২০৬.৫১ | ২৫৮১৩৫. | ২০৩.৮৩ | ২৫৪৭৮৭.৫ | ১০১ | ৯৮.৭ |
| ২ | পেলাসিডিং | ২৮. | ৩৬৮০. | ২৫.২৬ | ৩৬৮০. | ২৫.১২ | ৩৬৬০.৪৯ | ১০০ | ৯৯.৫ |
| ৩ | খেলার মাঠ উন্নয়ন | | | | | | | | |
| | ক) মাটি ভরাট | ২৮.৮৯ | ৬৭৫০. | ২০.১৩ | ৬৭১০. | ২০.০৬ | ৬৬৮৭.২২ | ১০০ | ৯৯.৭ |
| | খ) ঘাস বীজ বোনা | ৫.৪ | ২২৫০০.০০ আরএম | ৪. | ২০০০০. | ৩.৯৬ | ১৯৮০০. | ১০০ | ৯৯.০ |
| | **উপমোট =** | **৩৪.২৯** | | **২৪.১৩** | | **২৪.০২** | | ১০০ | |
| ৪ | ফেন্সিং | | | | | | | | |
| | ক) খেলার মাঠের চারদিকে আরসিসি ড্রেন/সীমানা প্রাচীর | ৪২.৫৭ | ৫৫০.০০ আরএম | ৫৫.৯৫ | ৫০৪. | ৫৫.৯৫ | ৫০৪. | ১০০ | ১০০ |
| | খ) খেলার মাঠের চারদিকে গ্রীল ফেন্সিং ওয়ার্ক | ১৭.৮২ | ৫৫০. | ২৬.৮৩ | ৫০৪. | ২৬.৮৩ | ৫০৪. | ১০০ | ১০০ |
| | **উপমোট =** | **৬০.৩৯** | | **৮২.৭৮** | | **৮২.৭৮** | | ১০০ | |
| ৫ | গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্যালারী | | | | | | | | |
| | ক) গ্রাউন্ড ফ্লোর | ৩৪৬.৭৮ | ৬৫০০.০০ ব.মি | ৩৩০.৯২ | ৫৩৫৩. | ৩৩০.৯২ | ৫৩৫৩. | ১০০ | ১০০ |
| | খ) সুপারস্ট্রাকচার | ৪৫৩.৩১ | ৬৫০০.০০ ব.মি | ৫৪৩.৬ | ৫৩৫৩. | ৫৪৩.৬ | ৫৩৫৩. | ১০০ | ১০০ |
| | **উপমোট =** | **৮০০.০৯** | | **৮৭৪.৫২** | | **৮৭৪.৫২** | | ১০০ | |
| ৬ | দোতলা প্যাভিলিয়ন ভবন | | | | | | | | |
| | ক) ভিত্তি স্থাপন | ১০১.৬১ | ৭২৫.০০ আরএম | ৮৭.৫১ | ৭৬৬. | ৮৭.৫১ | ৭৬৬. | ১০০ | ১০০ |
| | খ) গ্রাউন্ড ফ্লোর | ৯৩.৮৯ | ৭২৫.০০ ব.মি | ১০৯.৬১ | ৭৬৬. | ১০৯.৬১ | ৭৬৬. | ১০০ | ১০০ |
| | গ) ১ম তলা | ৬২.৭ | ৫০২.০০ ব.মি | ৫৯.১৩ | ৪৩০. | ৫৯.১৩ | ৪৩০. | ১০০ | ১০০ |
| | ঘ) অভ্যন্তরীণ পয়:নিষ্কাশন | ৬.৭৫ | ১২২৭.০০ ব.মি | ১৪.১৭ | ১১৯৬. | ১৪.১৭ | ১১৯৬. | ১০০ | ১০০ |

| ক্রঃনং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম | মূল ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় | | বরাদ্দ ও ব্যয়ের পার্থক্য(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| | ব্যবস্থা | | | | | | | | |
| | ঙ) অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ | ১২.২৭ | ১২২৭.০০ ব.মি | ১৬.৩৭ | ১১৯৬. | ১৬.৩৭ | ১১৯৬. | ১০০ | ১০০ |
| | চ) বৈদ্যুতিক সংযোগ | ৪. | এলএস | ০.৭৫ | এলএস | ০.৭৫ | ১ | ১০০ | |
| | ছ) আসবাবপত্র | ৬. | এলএস | ৫. | এলএস | ৪.৯৮ | ১ | ১০০ | |
| | **উপমোট =** | **২৮৭.২১** | | **২৯২.৫৪** | | **২৯২.৫২** | | ১০০ | |
| ৭ | পায়ে হাঁটার রাস্তা | ১৮.৮৩ | ১২৬৯.০০ ব.মি | ২৫. | ৯৬৯. | ২৫. | ৯৬৯ | ১০০ | ১০০ |
| ৮ | সীমানা প্রাচীর | ৪৩.৯৯ | ৮০৫.০০ ব.,মি | ৬৪.০৩ | ৮৩৪. | ৬৪.০৩ | ৮৩৪ | ১০০ | ১০০ |
| ৯ | গণ শৌচাগার | ৩২. | ৮.০০ ব.মি | ৩০.৫৭ | ৬. | ২৫.৪৮ | ৫. | ১০০ | ৮৩.৩ |
| ১০ | সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা(আরসিসি) | ৮৮.৭৫ | ৫০০০.০০ আরএম | ৮৪.৭৮ | ৪৭৯৮. | ৮৪.৭৮ | ৪৭৯৮. | ১০০ | ১০০ |
| | **মোট (খ) =** | **১৭১০.৭৬** | | **১৭১০.১২** | | **১৭০২.০৮** | | ১০০ | |
| **গ) ময়মনসিংহ জেলা স্টেডিয়াম** | | | | | | | | | |
| ১ | বাউন্ডারী ওয়াল (আরসিসি) | ৪৯.১৯ | ৯০০.০০ আরএম | ৭৮.৩ | ৯০০. | ৭৮.২৫ | ৬৫৫. | ১০০ | ৭২.৮ |
| ২ | দোতলা প্যাভিলিয়ন ভবন | | | | | | | | |
| | ক) ফাউন্ডেশন (৩য় তলা) | ১০১.৬১ | ৭২৫.০০ ব.মি | ৯৩.৯৪ | ৮৫৪. | ৮৬.৫৯ | ৮৫৪. | ১০০ | ১০০ |
| | খ) নীচতলা | ৯৩.৮৯ | ৭২৫.০০ ব.মি | ৮১.১৩ | ৮৫৪. | ৭৭.৮৪ | ৮৫৪. | ১০০ | ১০০ |
| | গ) দ্বিতীয় তলা | ৬২.৭ | ৫০২.০০ ব.মি | ৪৯. | ৫০০. | ৪৯. | ৫০০. | ১০০ | ১০০ |
| | ঘ) স্যানিটারি কাজ | ৬.৭৫ | ১২২৭.০০ ব.মি | ১২.১৯ | ১৩৫৪. | ১২.১৯ | ১৩৫৪. | ১০০ | ১০০ |
| | ঙ) বৈদ্যুতিক কাজ | ১২.২৭ | ১২২৭ ব.মি | ১৩.৫৪ | ১৩৫৪. | ১৩.৫৪ | ১৩৫৪. | ১০০ | ১০০ |
| | চ) পানি ও বৈদ্যুতিক সাপ্লাই | ১.৫ | এলএস | ২. | | ০ | | | |
| | ছ) আসবাবপত্র | ৬. | এলএস | ১০. | | ৯.৫৫ | | ১০০ | |
| | **উপমোট =** | **২৮৪.৭১** | | **২৬১.৮** | | **২৪৮.৭১** | | ১০০ | |
| ৩ | নীচ তলা গ্যালারী (১২ স্টেপ) | | | | | | | | |
| | ক) পিএল পর্যন্ত ফাউন্ডেশন | ৪২৬.৮ | ৮০০০.০০ ব.মি | ৩১৮.৫৬ | ৫৫২১. | ২৯৭.৩৯ | ৫৫২১. | ১০০ | ১০০ |
| | খ) সুপারস্ট্রাকচার | ৫৫৭.৯২ | ৮০০০ ব.মি | ৪৮১.৮২ | ৫৮২৭. | ৪৩৭.৮১ | ৫৮২৭. | ১০০ | ১০০ |
| | **উপমোট =** | **৯৮৪.৭২** | | **৮০০.৩৮** | | **৭৩৫.২** | | ১০০ | |

| ক্রঃনং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম | মূল ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় | | বরাদ্দ ও ব্যয়ের পার্থক্য(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ৪ | খেলার মাঠ উন্নয়ন | | | | | | | | |
| | ক) মাটি ভরাট | ৬৭.৪১ | ৩১৫০০.০০ কিউএম | ১৩৬.৩২ | ৫৮০১০. | ১৩৩.১৭ | ৫৮০১০. | ১০০ | ১০০ |
| | খ) এলওভিএল মাটি ভরাট | ৩৫.৭৪ | ৮৩৫০ কিউএম | ২৯.২৩ | ৮৩৫০. | ২৯.০৭ | ৮৩৫০. | ১০০ | ১০০ |
| | গ) ঘাস বীজ বোনা | ৫.৯৪ | ২৪৭৫০.০০ ব.মি | ৫.১৯ | ২১৬১০. | ৫.১১ | ২১৬১০. | ১০০ | ১০০ |
| | **উপমোট =** | **১০৯.০৯** | | **১৭০.৭৩** | | **১৬৭.৩৫** | | ১০০ | |
| ৫ | মাঠের চারপাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ | ৪৭.২১ | ৬১০ আরএম | ৫৬.৯৫ | ৫৪৯. | ৫৬.১৬ | ৫৪৯. | ১০০ | ১০০ |
| ৬ | এমএস এ্যাঙ্গেল দ্বারা বেড়া | ১৯.৭৬ | ৬১০ আরএম | ১৭.৭৯ | ৫৪৯. | ১৭.৭৯ | ৫৪৯. | ১০০ | ১০০ |
| ৭ | ওয়াকওয়ে | ১৬.৫৬ | ১১১৬ ব.মি | ১৫.৬৯ | ১০৫৭. | ১৫.৬৯ | ১০৫৭. | ১০০ | ১০০ |
| ৮ | এপ্রোচ রোড (আরসিসি) | ৮৮.৭৫ | ৫০০০ ব.মি | ৯২.৩ | ৫২০০. | ৬০.৮৮ | ৫২০০ | ১০০ | ১০০ |
| | **মোট (গ) =** | **১৬০০.** | | **১৪৯৩.৯৪** | | **১৩৮০.০৩** | | ১০০ | |
| **ঘ) নাটোর জেলা স্টেডিয়াম** | | | | | | | | | |
| ১ | খেলার মাঠ উন্নয়ন | | | | | | | | |
| | ক) মাটি ভরাট | ১২.২ | ৫৭০০ কিউএম | ১২.২৬ | ৬৪৫০. | ৯.২১ | ৪৮৪৮.৬ | ১০০ | ৭৫.২ |
| | খ) এলওভিএল মাটি দ্বারা ড্রেসিং | ৪৫.৮৪ | ১০৭১০.০০ কিউএম | ৩২.১ | ১০৭০০. | ৩২.১ | ১০৭০০. | ১০০ | ১০০ |
| | গ) ঘাস লাগানো | ৫.৪ | ২২৫০০.০০ ব.মি | ৫.৫২ | ২৩০০০. | ৫.৫২ | ২২৯৯৮.৯৪ | ১০০ | ১০০ |
| | **উপ-মোট =** | **৬৩.৪৪** | | **৪৯.৮৮** | | **৪৬.৮৩** | | ১০০ | |
| ২ | এমএস এ্যাঙ্গেল দ্বারা বেড়া | ৪.০৫ | ১২৫.০০ আরএম | ২.৬২ | ১২৮. | ২.৬২ | ১২৮. | ১০০ | ১০০ |
| | আরসিসি ড্রেন এবং গার্ড ওয়াল | ২৭.০৯ | ৩৫০.০০ আরএম | ৪২.১৫ | ৪৩০. | ৪২.১৫ | ৪৩০. | ১০০ | ১০০ |
| | আরসিসি ড্রেন কভার | ৪.১৫ | ৫৫০. | ২.৬ | ৫৩০. | ২.৬ | ৫৩০. | ১০০ | ১০০ |
| | **উপমোট =** | **৩১.২৪** | | **৪৪.৭৫** | | **৪৪.৭৫** | | ১০০ | |
| ৩ | নীচতলা গ্যালারী নির্মাণ | | | | | | | | |
| | ক) পিএল ফাউন্ডেশন | ৩১২.৪২ | ৫৮৫৬.০০ ব.মি | ৩০৬.৯৯ | ৫৪৮০. | ৩০৫.৩ | ৫৪৫০. | ১০০ | ৯৯.৫ |
| | খ) সুপার স্ট্রাকচার | ৪০৮.৪ | ৫৮৫৬.০০ ব.মি | ৩৮৮.৫৯ | ৪৫৭০. | ৩৮৬.২ | ৪৫৪২. | ১০০ | ৯৯.৪ |
| | গ) গ্যালারী বর্ধিতকরণ | | | ৭৭.৩৫ | ৯১০. | ৭৭.০৩ | ৯০৬. | ১০০ | ৯৯.৬ |

| ক্রঃনং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম | মূল ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় | | বরাদ্দ ও ব্যয়ের পার্থক্য(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| | ঘ) গ্যালারী ও প্যাভিলিয়ন সংস্কার | ১৩. | এলএস | ২২. | | ২২. | | ১০০ | |
| | **উপমোট =** | **৭৩৩.৮২** | | **৭১৪.৯৫** | | **৭১০.৫৩** | | ১০০ | |
| ৪ | অভ্যন্তরীণ সড়ক ও কার পার্কিং | ৪৫.৪৪ | ২৫৬০.০০ ব.মি | ৫৭.১৬ | ৩৮৭০. | ৫৬.৭ | ৩৮৩৯. | ১০০ | ৯৯.২ |
| | **মোট (ঘ) =** | **৮৭৭.৯৮** | | **৯৪৯.৩৬** | | **৯৪১.৪৩** | | ১০০ | |
| **ঙ) টাঙ্গাইল জেলা স্টেডিয়াম** | | | | | | | | | |
| ১ | খেলার মাঠ উন্নয়ন | | | | | | | | |
| | ক) এলওভিএল মাটি দ্বারা ড্রেসিং | ৩৪.৪৫ | ৮০৫০.০০ কিউএম | ৩০.৯৬ | ১০৩২০. | ৩০.৯৬ | ১০৩২০. | ১০০ | ১০০ |
| | খ) ঘাস লাগানো | ৫.৪ | ২২৫০০০.০০ ব.মি | ৫.২৪ | ২১৮৫০. | ৫.১৬ | ২১৫১৮. | ১০০ | ৯৮.৫ |
| | **উপ-মোট =** | **৩৯.৮৫** | | **৩৬.২** | | **৩৬.১২** | | ১০০ | |
| ২ | এমএস এ্যাঙ্গেল দ্বারা বেড়া | ১৭.৮২ | ৫৫০.০০ আরএম | ৩১.৪৬ | ৫৭৪. | ৩১.৪৬ | ৫৭৪. | ১০০ | ১০০ |
| ৩ | আরসিসি ড্রেন এবং গার্ড ওয়াল | ৪২.৫৭ | ৫৫০.০০ আরএম | ৬১.৬ | ৫৬০. | ৬২.৪৮ | ৫৬৮. | ৯৮.৫৯ | ১০১.৪ |
| ৪ | নীচতলা গ্যালারী নির্মাণ | | | | | | | | |
| | ক) পিএল ফাউন্ডেশন | ১৪৫.৭৫ | ২৭৩২.০০ ব.মি | ১৩৬. | ২৬২০. | ১৩৪.৬৫ | ২৫৯৪. | ১০০ | ৯৯.০ |
| | খ) সুপারস্ট্রাকচার | ১৯০.৫৩ | ২৭৩২.০০ ব.মি | ২০০.০৯ | ২৬২০. | ১৯৮.১ | ২৫৯৪. | ১০০ | ৯৯.০ |
| | গ) গ্যালারী ও প্যাভিলিয়ন সংস্কার | ৮. | এলএস | ১৩.২৫ | | ১২.০২ | | ১০০ | |
| | **উপমোট =** | **৩৪৪.২৮** | | **৩৪৯.৩৪** | | **৩৪৪.৭৭** | | ১০০ | |
| ৫ | এপ্রোচ ও অভ্যন্তরীণ সড়ক | ৮৮.৭৫ | ৫০০০.০০ ব.মি | ৭১.৭৪ | ৪৩০৯. | ৭১.৬৩ | ৪৩০২. | ১০০ | ৯৯.৮ |
| ৬ | প্যাভিলিয়ন ভবন বর্ধিতকরণ | | | | | | | | |
| | ক) নীচতলা | ৪৯.২১ | ৩৮০.০০ ব.মি | ৪৭.৮৮ | ৩৭২. | ৪৭.৮৮ | ৩৭২. | ১০০ | ১০০ |
| | খ) প্রথম তলা | ৪৭.৪৬ | ৩৮০.০০ ব.মি | | | | | | |
| | গ) স্যানিটারি কাজ | ৪.১৮ | ৭৬০.০০ ব.মি | ৩.৪৬ | ৩৭২. | ৩.৪৬ | ৩৭২. | ১০০ | ১০০ |
| | ঘ) বৈদ্যুতিক কাজ | ৭.৬ | ৭৬০.০০ ব.মি | ৪.৮৮ | ৩৭২. | ৪.৮৮ | ৩৭২. | ১০০ | ১০০ |
| | **উপমোট =** | **১০৮.৪৫** | | **৫৬.২২** | | **৫৬.২২** | **০.** | ১০০ | |

| ক্রঃনং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম | মূল ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় | | বরাদ্দ ও ব্যয়ের পার্থক্য(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** | **৭** | **৮** | **৯** | **১০** |
| ৭ | ওয়াকওয়ে নির্মাণ | ১৪.৮৪ | ১০০০.০০ ব.মি | ১৫.৩৪ | ১০২০. | ১৫.৩৪ | ১০২০. | ১০০ | ১০০ |
| ৮ | মেইন গেইট | ৫. | এলএস | ৩.৬৩ | ৫. | ৩.৬৩ | | ১০০ | ০.০ |
| **মোট (ঙ)** | | **৬৬১.৫৭** | | **৬২৫.৫৩** | | **৬২১.৬৫** | | ১০০ | |
| **চ) ফরিদপুর জেলা স্টেডিয়াম** | | | | | | | | | |
| ১ | খেলার মাঠ উন্নয়ন | | | | | | | | |
| | ক) এলওভিএল মাটি দ্বারা ড্রেসিং | ২৫.৬ | ৫৯৮০.৪৬ কিউএম | ৪৬.৯৮ | ১০৮০০. | ৪৬.৯৮ | ১০৮০০. | ১০০ | ১০০ |
| | খ) ঘাস লাগানো | ৪.৭১ | ১৯৬২০.৯৫ ব.মি | ৩.৭১ | ১৫৪৩৮. | ৩.৭ | ১৫৪৩৮. | ১০০ | ১০০ |
| | **উপ-মোট =** | **৩০.৭১** | | **৫০.৬৮** | | **৫০.৬৮** | | ১০০ | |
| ২ | বাউন্ডারী ওয়াল (আরসিসি) | ৮.৭৪ | ১৬০.০০ আরএম | ২৩.০৫ | ৩৬২. | ২২.৯২ | ৩৬০. | ১০০ | ৯৯.৪ |
| ৩ | গ্যালারী নির্মাণ | | | | | | | | |
| | ক) পিএল ফাউন্ডেশন | ১২৫.৩৭ | ২৩৫০.০০ ব.মি | ২৯৩.৬৯ | ৫০৬৮. | ২৯৩.৬৯ | ৫০১১.৩৮ | ১০০ | ৯৮.৯ |
| | খ) সুপারস্ট্রাকচার | ১৬৩.৮৯ | ২৩৫০.০০ ব.মি | ৪৩৪.৬২ | ৪৫৩২. | ৪৩৪.৬২ | ৪৫৬৬. | ১০০ | ১০০ |
| | গ) পাবলিক টয়লেট | | | ১৮.৯২ | ৪. | ১৮.৯২ | ৪. | ১০০ | ১০০ |
| | উপমোট = | ২৮৯.২৬ | | ৪৭.২৩ | | ৭৪৭.২৩ | | ৬.৩২ | |
| ৪ | ওয়াকওয়ে | ৬.২৩ | ৪২০.০০ ব.মি | ৬২.৭৩ | ৪৩২৬. | ৬২.৪১ | ৪২৯১. | ১০০ | ৯৯.২ |
| ৫ | আরসিসি ড্রেন এবং গার্ড ওয়াল | ৪২.৫৭ | ৫৫০.০০ আরএম | ৪৭.৪৫ | ৪৯০. | ৪৭.৪৫ | ৪৯২. | ১০০ | ১০০ |
| | **মোট (চ)** | **৩৭৭.১১** | | **৯৩১.১৪** | | **৯৩০.৬৯** | | ১০০ | |
| **ছ) খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স** | | | | | | | | | |
| ১ | মাঠ উন্নয়ন | | | | | | | | |
| | ক) এলওভিল মাটি দ্বারা খেলার মাঠের উন্নয়ন | ৪২.২৪ | ৯৮৬৮ কিউএম | ৪২.৯৩ | ১০২৭০. | ৪২.৯ | ১০২৬৪.৪৯ | ১০০ | ৯৯.৯ |
| | খ) মাঠ উন্নয়নমূলক কাজ | | | ৭৫.১৮ | ৩৩৬৮৯ . | ৭৫.০২ | ৩৩৬৪৩.৭৫ | ১০০ | ৯৯.৯ |
| | গ) ঘাস | ৭.৭৭ | ৩২৩৭৫.০০ ব.মি | ৭.৫৩ | ৩১৩৮০. | ৭.৫৩ | ৩১৩৭৩. | ১০০ | ১০০ |
| | **উপমোট =** | **৫০.০১** | | **১২৫.৬৪** | | **১২৫.৪৫** | | ১০০ | |
| ২ | হোস্টেল বিল্ডিং (২য় তলা) | | | | | | | | |
| | ক) সুপারস্ট্রাকচার (শুধু ২ম তলা) | ৭৮.৪৪ | ৬২৮.০০ ব.মি | ১১৯.১৮ | ৬২৮. | ১১৯.১৮ | ৬২৮. | ১০০ | ১০০ |

| ক্রঃনং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম | মূল ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় | | বরাদ্দ ও ব্যয়ের পার্থক্য(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| | খ) অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটারি কাজ | ৩.৪৫ | ৬২৮.০০ ব.মি | ২.৩৮ | ৬২৮. | ২.১২ | ৬২৮. | ১০০ | ১০০ |
| | গ) অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ | ৬.২৮ | ৬২৮.০০ ব.মি | ৯.৪৫ | ৬২৮. | ৮.৪৪ | ৬২৮. | ১০০ | ১০০ |
| | **উপমোট =** | **৮৮.১৭** | | **১৩১.০১** | | **১২৯.৭৪** | | ১০০ | |
| ৩ | রুফটপ আরসিসি | ১.২৬ | ৭০.০০ ব.মি | ১.৪২ | ৭৯. | ১. | ৭০. | ১০০ | ৮৮.৬ |
| ৪ | অভ্যন্তরীণ সড়ক আরসিসি | ২৭.৭১ | ১৫৬১.০০ ব.মি | ৩৫.৫৪ | ১৬৩৮. | ৩৫.৪৮ | ১৬৩৮. | ১০০ | ১০০ |
| ৫ | বাউন্ডারী ওয়াল কাঁটা তার লাগানো | ১০.৯৩ | ২০০.০০ আরএম | ১৮.২৭ | ২২৩. | ১৮.১৬ | ২২৩. | ১০০ | ১০০ |
| ৬ | জিমনেসিয়াম নির্মাণ | | | | | | | | |
| | ক) পাইল ফাউন্ডেশন | ৩৩৮.৭৪ | ২৪১৭ ব.মি | ১৯৬.৫ | ২৪১৭. | ১৯৬.৪ | ২৪১৭. | ১০০ | ১০০ |
| | খ) সুপারস্ট্রাকচার, স্টীলের ছাদসহ | ৩০৬.৪৩ | ২৪১৭.০০ ব.মি | ৪৩৭.১৩ | ২৪১৭. | ৪৩১.৭ | ২৪১৭. | ১০০ | ১০০ |
| | গ) স্যানিটারি কাজ | ১২.০৯ | ২৪১৭.০০ ব.মি | ২৫.৬৪ | ২৪১৭. | ২২.৯৭ | ২৪১৭. | ১০০ | ১০০ |
| | ঘ) বৈদ্যুতিক কাজ | ২৪.১৭ | ২৪১৭.০০ ব.মি | ৫৭.১৬ | ৪০০০. | ৫৭.১২ | ৪০০০. | ১০০ | ১০০ |
| | **উপমোট =** | **৬৮১.৪২** | | **৭১৬.৪৩** | | **৭০৮.১৯** | | ১০০ | |
| ৭ | সারফেস ড্রেন | ৪.৫৭ | ২৭৫.০০ আরএম | ২২.৫১ | ১০৮৭. | ২০.২৯ | ১০২২. | ১০০ | ৯৪.০ |
| ৮ | বাউন্ডারী ওয়াল (বার্বেট তারসহ) | ৭.৬৫ | ১৪০.০০ আরএম | | | | | | |
| ৯ | ১.৫ হর্স পাওয়ার নলকূপ স্থাপন | ২. | ১. | ১.০৭ | ১. | ১.০৭ | ১. | ১০০ | ১০০ |
| ১০ | অভ্যন্তরীণ সড়ক (আরসিসি) | ১০.৬৫ | ৬০০.০০ ব.মি | ১৪.২৮ | ৫৮৬. | ১৩.৯৯ | ৫৫৭.১২ | ১০০ | ৯৫.১ |
| ১১ | ফ্লাড লাইট (ইনডোর গেইম) | ১২. | ১০০. | ১২. | ১০০. | ১১.১৭ | ৯৩. | ১০০ | ৯৩.০ |
| ১২ | জিমনেসিয়ামের যন্ত্রপাতি | ১০. | এলএস | ১০. | ০ | ১০. | ০ | ১০০ | |
| ১৩ | আসবাবপত্র | ১৫.৫ | এলএস | ১৫.৫ | ০ | ১৫.৫ | ০ | ১০০ | |
| | **উপমোট =** | **৭৪৩.৮** | | **৭৫.৩৬** | | **৭২.০২** | | ১০০ | |
| ১৪ | সুইমিং পুল নির্মাণ | | | | | | | | |
| | ক) ভূমি উন্নয়ন কাজ | ৬.৬৭ | ৩১১৭.০০কি উমি | ৪.৭৩ | ৪৭২৫. | ২.১৬ | ১৭৩২.৮৯ | ১০০ | ৩৬.৭ |

| ক্রঃনং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম | মূল ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় | | বরাদ্দ ও ব্যয়ের পার্থক্য(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| | খ) সুইমিং পুল (ডেক এবং পুল টাইলসসহ) | ২২১.২৮ | ১৬১০.০০ ব.মি | ৩৭৪.৬৯ | ১৮৭৪. | ৩৭৪. | ১৮৭৪. | ১০০ | ১০০ |
| ১৫ | প্যাভিলিয়ন ভবন (অফিস ও ড্রেসিং রুম) | | | | | | | | |
| | ক) অফিস ভবন পাইল ফাউন্ডেশন | ১৬.৮২ | ১২০.০০ ব.মি | ১৬.৮২ | ৪৮০. | ১৬.৮২ | ৪৮০. | ১০০ | ১০০ |
| | খ) বেইজমেন্ট ফাউন্ডেশন | ২১.৪ | ১২০.০০ ব.মি | ২১.৪ | ৪৮০. | ২১.৪ | ৪৮০. | ১০০ | ১০০ |
| | গ) সুপারস্ট্রাকচার | ২৯.৯৮ | ২৪০.০০ ব.মি | ২৯.৯৮ | ৪৮০. | ২৯.৯৮ | ৪৮০. | ১০০ | ১০০ |
| | ঘ) অভ্যন্তরীণ স্যানিটারি কাজ (নীচ ও প্রথম তলা) | ২.৬৪ | ৪৮০.০০ ব.মি | ১১.৯৭ | ৪৮০. | ৭.৯৩ | ৪৮০. | ১০০ | ১০০ |
| | ঙ) অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ | ৪.৮ | ৪৮০.০০ ব.মি | ১৫.০৩ | ৪৮০. | ১৩.৩৯ | ৪৮০. | ১০০ | ১০০ |
| | **উপমোট =** | **৭৫.৬৪.** | | **৯৫.২** | | **৮৯.৫২** | | ১০০ | |
| ১৬ | গ্যালারী নির্মাণ | | | | | | | | |
| | ক) ফাউন্ডেশন | ৪১.৬১ | ৭৮০.০০ ব.মি | ৪৭.৯ | ৮৯৮. | ৪৭.৯ | ৮৯৮ | ১০০ | ১০০ |
| | খ) সুপারস্ট্রাকচার | ৫৪.৪ | ৭৮০.০০ ব.মি | ৬২.৬২ | ৮৯৮. | ৬২.০২ | ৮৯৮৯ | ১০০ | ১০০ |
| | **উপমোট =** | **৯৬.০১** | | **১১০.৫২** | | **১০৯.৯২** | | ১০০ | |
| ১৭ | সুইমিং পুলের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি | ১৫. | এলএস | ৪৫. | | ৪৫. | | ১০০ | |
| ১৮ | সংযোগ সড়ক (আরসিসি) | ৯.৯ | ৫৫৮.০০ ব.মি | ১১.৮৬ | ৫৫৮. | ১১.৮৬ | ৪৭১.১৯ | ১০০ | ৮৪.৪ |
| ১৯ | পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন | ২০. | ১ | ৩৭.৫৪ | ১ | ৩৪.৬৪ | ১ | ১০০ | ১০০ |
| ২০ | ফিল্টারেশন প্লান্ট | ১৫০. | ১ | ১৩০. | ১ | ১৩০. | ১ | ১০০ | ১০০ |
| ২১ | শেড নির্মাণ | ১৭৭.৫৪ | ২৩৩৬.০০ ব.মি | ৩০. | ৪৫০. | ৩০. | ২১১.৪৩ | ১০০ | ৪৭.০ |
| | **উপমোট =** | **৭৭২.০৪** | | **৮৩৯.৫৪** | | **৮২৭.১** | | ১০০ | |
| **মোট (ছ)** | | **১৬৯৩.৯২** | | **১৯৪৩.২১** | | **১৯১৭.১৪** | | ১০০ | |
| **জ) রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স** | | | | | | | | | |
| ১ | মাঠ উন্নয়ন | | | | | | | | |
| | ক) এলওভিল মাটি দ্বারা খেলার মাঠের উন্নয়ন | ৪২.২৪ | ৯৮৬৮.০০ কিউএম | ২.১২ | ৭০৬৫. | ২.০৪ | ৬৮১০.১৪ | ১০০ | ৯৬.৪ |
| | খ) ঘাস | ৭.৭৭ | ৩২৩৭৫.০০ | | | | | | |

| ক্রঃনং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম | মূল ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় | | বরাদ্দ ও ব্যয়ের পার্থক্য(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| | | | ব.মি | | | | | | |
| | **উপমোট =** | **৫০.০১** | | **২.১২** | | **২.০৪** | | ১০০ | |
| ২ | হোস্টেল কাম অফিস বিল্ডিং (২য় তলা পর্যন্ত) ৬ তলা ফাউন্ডেশন | | | | | | | | |
| | ক) পাইল ফাউন্ডেশন | ১১০. | ৬২৮.০০ ব.মি | ১০১. | ৭৪৩. | ১০১. | ৭৪৩. | ১০০ | ১০০ |
| | খ) নীচতলা | ৮১.৩৩ | ৬২৮.০০ ব.মি | ১০৯. | ৭৪৩. | ১০৯. | ৭৪৩. | ১০০ | ১০০ |
| | গ) ২য় তলা | ৭৮.৪৪ | ৬২৮.০০ ব.মি | ১০০.১৯ | ৭৪৩. | ১০০.১৯ | ৭৪৩. | ১০০ | ১০০ |
| | ঘ) রুফটপ আরসিসি | ১.৬২ | ৯০.০০ ব.মি | ১.৫ | ৯০. | ১.৫ | ৯০. | ১০০ | ১০০ |
| | ঙ) চিলে কোঠা | ৪.৬২ | ৩৭.০০ ব.মি | ৩. | ৩৭. | ৩. | ৩৭. | ১০০ | ১০০ |
| | চ) স্যানিটারি কাজ | ৭.১১ | ১২৯৩.০০ ব.মি | ১০.৪ | ১২৯৩. | ১০.৪ | ১২৯৩. | ১০০ | ১০০ |
| | ছ) বৈদ্যুতিক কাজ | ১২.৯৩ | ১২৯৩.০০ ব.মি | ১৩.১৯ | ১২৯৩. | ১৩.১৯ | ১২৯৩. | ১০০ | ১০০ |
| | **উপমোট =** | **২৯৬.০৫** | | **৩৩৮.২৮** | | **৩৩৮.২৭** | | ১০০ | |
| ৩ | সারফেস ড্রেন | ১.৯৩ | ১১৬.০০ আরএম | ২.২৫ | ১১৬. | ১.৭৮ | ৯১.৮ | ১০০ | ৭৯.১ |
| ৪ | ১.৫ হর্স পাওয়ার নলকূপ স্থাপন | ২. | এলএস | ১১.৬ | ০ | ৯.৮৮ | ০ | ১০০ | |
| ৫ | অভ্যন্তরীণ সড়ক (আরসিসি) | ১০.৬৫ | ৬০০.০০ ব.মি | ১৬.৯৬ | ৮৯০. | ১৬.৮৮ | ৮৮৫.৭৯ | ১০০ | ৯৯.৫ |
| ৬ | বাউন্ডারী ওয়ালের ভার্টিক্যাল বর্ধিতকরণ | ১০. | এলএস | | | | | | |
| ৭ | সুইমিং পুল নির্মাণ | | | | | | | | |
| ৮ | ভূমি উন্নয়ন কাজ | ৬.৬৭ | ৩১১৭.০০ কিউএম | ২.৮৬ | ২০০০. | ২.৮৪ | ১৯৮২.৫৮ | ১০০ | ৯৯.১ |
| ৯ | সুইমিং পুলের ডেক ও টাইলস | ২২১.২৮ | ১৬১০.০০ ব.মি | ৩৬৯. | ১৯০০. | ৩৬৮.২৩ | ১৮৯৬.০৪ | ১০০ | ৯৯.৮ |
| ১০ | প্যাভিলিয়ন ভবন (অফিস ও ড্রেসিং রুম | | | | | | | | |
| | ক) অফিস ভবন পাইল ফাউন্ডেশন | ১৬.৮২ | ১২০.০০ ব.মি | ৩৩. | ৪৮০. | ৩৩. | ৪৮০. | ১০০ | ১০০ |
| | খ) বেইজমেন্ট ফ্লোর ফাউন্ডেশন | ২১.৪ | ১২০.০০ ব.মি | ২৭. | ৪৮০. | ২৭. | ৪৮০. | ১০০ | ১০০ |

| ক্রঃনং | ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম | মূল ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় | | বরাদ্দ ও ব্যয়ের পার্থক্য(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা) | আর্থিক | বাস্তব |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** | **৭** | **৮** | **৯** | **১০** |
| | গ) সুপারস্ট্রাকচার | ২৯.৯৮ | ২৪.০০ ব.মি | ৪৩.২৫ | ৪৮০. | ৪৩.২৫ | ৪৮০. | ১০০ | ১০০ |
| | ঘ) অভ্যন্তরীণ স্যানিটারি কাজ (নীচ ও প্রথম তলা) | ২.৬৪ | ৪৮০.০০ ব.মি | ১৬.৬১ | ৪৮০. | ১৬.৬১ | ৪৮০. | ১০০ | ১০০ |
| | ঙ) অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ | ৪.৮ | ৪৮০.০০ ব.মি | ২০.৬ | ৪৮০. | ২০.৬ | ৪৮০. | ১০০ | ১০০ |
| | **উপমোট** = | **৭৫.৬৪** | | **১৪০.৪৫** | | **১৪০.৪৫** | | ১০০ | |
| ১১ | গ্যালারী নির্মাণ | | | | | | | | |
| | ক) ফাউন্ডেশন | ৪১.৬১ | ৭৮০.০০ ব.মি | ৩৯.০২ | ৭০০. | ৩৯.০২ | ৭০০. | ১০০ | ১০০ |
| | খ) সুপারস্ট্রাকচার | ৫৪.৪ | ৭৮০.০০ ব.মি | ৫৯.৯১ | ৭০০. | ৫৯.৯১ | ৭০০. | ১০০ | ১০০ |
| | **উপমোট** = | **৯৬.০১** | | **৯৮.৯২** | | **৯৮.৯২** | | ১০০ | |
| ১২ | সুইমিং পুলের সরঞ্জামাদি | ১৫. | এলএস | ২২.৩৪ | | ২২.১৯ | | ১০০ | |
| ১৩ | সংযোগ সড়ক (আরসিসি) | ৯.৯ | ৫৫৮.০০ ব.মি | ২.২৪ | ১২০. | ২.২১ | ১১৮.৬৩ | ১০০ | ৯৮.৯ |
| ১৪ | পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন | ২০. | ১ | ১৮. | ১ | ১৮. | ১ | ১০০ | ১০০ |
| ১৫ | ফিল্টারেশন প্ল্যান্ট | ১৫০. | ১ | ৪৮.১৬ | ১ | ৪৮.১৫ | ১ | ১০০ | ১০০ |
| ১৬ | শেড নির্মাণ | ১৭৭.৫৪ | ২৩৩৬.০০ ব.মি | ১১৪.৭৩ | ৮৪০. | ১১৪.৩১ | ৮৩৬.৯২ | ১০০ | ৯৯.৬ |
| | **মোট (জ)** | **১১৪২.৬৭** | | **১১৮৭.৯** | | **১১৮৪.১৬** | | ১০০.৩২ | |
| ১৭ | পরিদর্শন গাড়ী ক্রয় (ডাবল কেবিন পিকআপ) | ২৫. | ১ | ৪২. | ১ | ৪১.৪ | ১ | ১০০ | ১০০ |
| **উপমোট (ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট)** = | | **৯৬১৩.১৩** | | **১০৫৮৪.২** | | **০.** | | | |
| ১৮ | কন্সালটেন্সি সার্ভিস | ১২৫. | ২৪ | ১২২. | ২৪ | ১১৬.১৫ | ৫০৮৩৩৩ | ১০০ | |
| ১৯ | ডিপিপি প্রস্তুতশরন | ৫. | | ৪. | | ৩.১৯ | | ১০০ | |
| ২০ | টেন্ডার প্রস্তুতকরন | ৩. | | ২. | | ২. | | ১০০ | |
| ২১ | সম্মানী- ষ্টিয়ারিং কমিটি, পিআইসি, ডিপিইসি, টিইসি | ৫. | | ৩. | | ২.৮২ | | ১০০ | |
| ২২ | অপ্রত্যাশিত, জ্বালানি, বিবিধ | ৩০. | | ১০. | | ১০. | | ১০০ | |
| | উপমোট (১৮ থেকে ২২) | ১৬৮. | | ১৮৩. | | ১৭৫.৭৬ | | ১০০ | |
| **সর্বমোট (রেভিনিউ ও ক্যাপিটাল)** = | | **৯৭৮১.১৩** | | **১০৭২৫.২** | | **১০৫৫২.৪৯** | | ১০০ | ১০০ |

# সংযোজণী-২ সংগৃহীত তথ্যের সংকলণ

সারণী-১ স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স ভিত্তিক উত্তরদাতা পুরুষ-মহিলা খেলোয়াড়ের বিবরণ

| স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স এর নাম | **সাক্ষাৎকারপ্রদানকারী খেলোয়াড়ের সংখ্যা** | | |
|---|---|---|---|
| | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| চুয়াডাঙ্গা | ৯ | ৩ | **১২** |
| হবিগঞ্জ | ৮ | ৪ | **১২** |
| ময়মনসিংহ | ১২ | | **১২** |
| টাঙ্গাইল | ৮ | ৪ | **১২** |
| নাটোর | ১৯ | | **১৯** |
| ফরিদপুর | ৮ | ৪ | **১২** |
| রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স | ৭* | ৬ | **১৩** |
| খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স | ০ | ১২ | **১২** |
| **মোট তথ্য প্রদানকারী:** | **৭১** | **৩৩** | **১০৪** |
| **শতকরা:** | **৬৮** | **৩২** | **১০০** |

* এই সুইমিং পুলে পুরুষ/ ছেলেদের সাঁতার শিখার সুযোগ দেয়া হয়

সারণী -২ খেলাভিত্তিক উত্তরদাতা খেলোয়াড়দের বিবরণ

| খেলার নাম | **স্টেডিয়ামভিত্তিক সাক্ষাৎকারপ্রদানকারী খেলোয়াড়ের সংখ্যা** | | | | | | | | মোট খেলোয়াড় | শতকরা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | চুয়াডাঙ্গা | হবিগঞ্জ | ময়মনসিংহ | টাঙ্গাইল | নাটোর | ফরিদপুর | রাজশাহী ম ক্রী ক | খুলনা ম ক্রী ক | | |
| ১. ক্রিকেট | ৮ | ২ | ৫ | ৯ | ৮ | ১ | ৩ | ৪ | **৪০** | **৩৮** |
| ২. ফুটবল | | ২ | ৪ | ২ | ৮ | ৩ | | | **১৯** | **১৮** |
| ৩. হ্যান্ড বল | | | | | | ২ | ১ | ৪ | **৭** | **৭** |
| ৪. ভলিবল | | ১ | | | | | ১ | ৪ | **৬** | **৬** |
| ৫. সাঁতার | | | | | | | ৬ | | **৬** | **৬** |
| ৬. কাবাডি | | ৪ | | | | | ১ | | **৫** | **৫** |
| ৭. হকি | ১ | | ৩ | | | ১ | | | **৫** | **৫** |
| ৮. আর্চারি | ৩ | | | | | ২ | | | **৫** | **৫** |
| ৯. ব্যাডমিন্টন | | ২ | | | ১ | | | | **৩** | **৩** |
| ১০. তায়কোয়ান্ডা | | | | | ২ | | ১ | | **৩** | **৩** |
| ১১.এ্যাথলেটিক | | | | ১ | | | | | **১** | **১** |
| ১২. উসো | | | | | | ২ | | | **২** | **২** |
| ১৩. জুডো | | | | | | ১ | | | **১** | **১** |
| ১৪. দাবা | | ১ | | | | | | | **১** | **১** |
| মোট সাক্ষাৎকার দাতার সংখ্যা: | **১২** | **১২** | **১২** | **১২** | **১৯** | **১২** | **১৩** | **১২** | **১০৪** | **১০০** |

সারণী -৩ পেশাভিত্তিক উত্তরদাতা খেলোয়াড়দের বিবরণ

| পেশার নাম | স্টেডিয়ামভিত্তিক সাক্ষাৎকারপ্রদানকারী খেলোয়াড়দের পেশা | | | | | | | | মোট খেলোয়াড় | শতকরা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | চুয়াডাঙ্গা | হবিগঞ্জ | ময়মনসিংহ | টাঙ্গাইল | নাটোর | ফরিদপুর | রাজশাহী ম ক্রী ক | খুলনা ম ক্রী ক | | |
| ১. ছাত্র/ছাত্রী | ১০ | ৭ | ৮ | ১০ | ১৭ | ৯ | ১০ | ১২ | ৮৩ | ৮০ |
| ২. খেলা | ১ | ৩ | ৩ | ১ | ২ | ৩ | ২ | | ১৫ | ১৪ |
| ৩. ব্যবসা | ১ | ১ | | ১ | | | | | ৩ | ৩ |
| ৪. চাকুরী | | ১ | ১ | | | | | | ২ | ২ |
| ৫. অন্যান্য (গৃহিনী) | | | | | | | ১ | | ১ | ১ |
| মোট সাক্ষাৎকার দাতার সংখ্যা: | ১২ | ১২ | ১২ | ১২ | ১৯ | ১২ | ১৩ | ১২ | ১০৪ | ১০০ |

সারণী -৪ **জেলাভিত্তিক তথ্য**

| **জেলা** | **উপজেলার সংখ্যা** | **জনসংখ্যা (লক্ষ)** | | | **স্থাপনার বিবরণ** | **মোট জমির পরিমান (একর)** | **দর্শক ধারন ক্ষমতা** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **পুরুষ** | **মহিলা** | **মোট** | | | |
| চুয়াডাঙ্গা | ৪ উপজেলা | ৫.৬ | ৫.৬ | ১১.২ | স্টেডিয়াম | ১২.৮৩ | ১৫,০০০ |
| হবিগঞ্জ | ৮ উপজেলা | ১০.২ | ১০.৬ | ২০.৮ | স্টেডিয়াম | ১১ | ১৫,০০০ |
| ময়মনসিংহ | ১৩ উপজেলা | ২৫.৪ | ২৫.৭ | ৫১.১ | স্টেডিয়াম | ১৫.৫ | ১৫,০০০ |
| টাঙ্গাইল | ১২ উপজেলা | ১৭.৬ | ১৮.৪ | ৩৬.০ | স্টেডিয়াম | ১০.২৫ | ১২,০০০ |
| নাটোর | ৬ উপজেলা | ৮.৫ | ৮.৫ | ১৭.০ | স্টেডিয়াম | ১৩ | ১৩,০০০ |
| ফরিদপুর | ৯ উপজেলা | ৯.৪ | ৯.৭ | ১৯.১ | স্টেডিয়াম | ৮ | ১৪,০০০ |
| রাজশাহী বিভাগ | ৮ জেলা | ৯২.৫ | ৯২.২ | ১৮৪.৭ | সুইমিং পুল | ৮ | ৫০০ |
| খুলনা বিভাগ | ১০ জেলা | ৭৮.৪ | ৭৮.৪ | ১৫৬.৮ | সুইমিং পুল ও জিমনেসিয়াম | ৯ | ৭০০ |

## মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য সংকলন

## সারণী -৫ খেলোয়াড়দের মতামত (শতকরা হারে)

| চুয়াডাঙ্গা ষ্টেডিয়াম | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না |
|---|---|---|---|---|
| **ভূমি উন্নয়ন** | ০ | ৪২ | ৫৮ | ০ |
| **মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো** | ০ | ৪২ | ৫৮ | ০ |
| **সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ সড়ক** | ২৫ | ৭৫ | | |
| **গ্যালারী নির্মাণ** | ২৫ | ৭৫ | | |
| **প্যাভিলিয়ন নির্মাণ** | ৮ | ৮৩ | ৯ | |
| **গ্রীল ফেন্সিং নির্মাণ** | | ৭৫ | ২৫ | |
| **বাউন্ডারী ওয়াল** | ৮ | ৬৭ | ২৫ | |
| **ওয়াক ওয়ে** | ৮ | ৫৮ | ৩৪ | |
| **টয়লেট নির্মাণ** | | ৫০ | ৪২ | ৮ |

**সারণী -৬ খেলোয়াড়দের মতামত (শতকরা হারে)**

| হবিগঞ্জ ষ্টেডিয়াম | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না |
|---|---|---|---|---|
| ভূমি উন্নয়ন | ২৫ | ৫৮ | ১৭ | |
| মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো | ১০ | ৩৫ | ৫০ | ৫ |
| সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ সড়ক | | ৫৮ | ৪২ | |
| গ্যালারী নির্মাণ | | ৭৫ | ২৫ | |
| প্যাভিলিয়ন নির্মাণ | ৩৩ | ৪২ | ২৫ | |
| গ্রীল ফেন্সিং নির্মাণ | ৩৩ | ৫০ | ১৭ | |
| বাউন্ডারী ওয়াল | ১৭ | ৫৮ | ২৫ | |
| ওয়াক ওয়ে | ১৭ | ৬৭ | ৮ | ৮ |
| টয়লেট নির্মাণ | ১৭ | ৫৮ | ২৫ | |

**সারণী -৭ খেলোয়াড়দের মতামত (শতকরা হারে)**

| ময়মনসিংহ ষ্টেডিয়াম | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না |
|---|---|---|---|---|
| ভূমি উন্নয়ন | ০ | ৩৩ | ৬৭ | |
| মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো | ০ | ২৫ | ৪৭ | ২৮ |
| সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ সড়ক | ৮ | ৮৩ | ৯ | |
| গ্যালারী নির্মাণ | | ৫৮ | ৪২ | |
| প্যাভিলিয়ন নির্মাণ | ৮ | ৫৮ | ৩৪ | |
| গ্রীল ফেন্সিং নির্মাণ | | ৫৮ | ৪২ | |
| বাউন্ডারী ওয়াল | | ২৫ | ৫৮ | ১৭ |
| ড্রেনেজ সিষ্টেম | | ৫৮ | ৪২ | |
| টয়লেট নির্মাণ | | ৫৮ | ৪২ | |

**সারণী -৮ খেলোয়াড়দের মতামত (শতকরা হারে)**

| নাটোর ষ্টেডিয়াম | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না |
|---|---|---|---|---|
| ভূমি উন্নয়ন | ৪৭ | ৪৭ | ৬ | |
| মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো | ৫০ | ৩৭ | ৯ | ৪ |
| সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ সড়ক | ১১ | ৮৪ | ৫ | |
| গ্যালারী নির্মাণ | | ২৬ | ৭৪ | |
| প্যাভিলিয়ন সংস্কার | ২১ | ৭৪ | ৫ | |
| গ্রীল ফেন্সিং নির্মাণ | ৩৭ | ৬৩ | ০ | ০ |
| ড্রেনেজ সিষ্টেম | ২১ | ৭৯ | ০ | ০ |

**সারণী -৯ খেলোয়াড়দের মতামত (শতকরা হারে)**

| টাঙ্গাইল ষ্টেডিয়াম | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না |
|---|---|---|---|---|
| ভূমি উন্নয়ন | ১৭ | ৩৩ | ৫০ | |
| মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো | ০ | ৩৫ | ৫৫ | ১০ |
| সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ সড়ক | ৮ | ৫০ | ৪২ | |

| টাঙ্গাইল ষ্টেডিয়াম | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না |
|---|---|---|---|---|
| **গ্যালারী নির্মাণ** | **১৭** | **৫০** | **৩৩** | |
| **প্যাভিলিয়ন নির্মাণ** | **১৭** | **৬৭** | **১৬** | |
| **গ্রীল ফেন্সিং নির্মান** | **৮** | **৪২** | **৫০** | |
| **বাউন্ডারী ওয়াল** | **০** | **০** | **০** | **০** |
| **ড্রেনেজ সিষ্টেম** | **২৫** | **৬৭** | **৮** | |
| **ওয়াক ওয়ে** | **৮** | **৮** | **৭৫** | **৯** |

**সারণী -১০ খেলোয়াড়দের মতামত(শতকরা হারে)**

| ফরিদপুর ষ্টেডিয়াম | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না |
|---|---|---|---|---|
| **ভূমি উন্নয়ন** | **৩৩** | **৫০** | **১৭** | |
| **মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো** | **৪৫** | **৩০** | **২৫** | |
| **সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ সড়ক** | **১৭** | **৫৮** | **২৫** | |
| **গ্যালারী নির্মাণ** | **৮** | **৭৫** | **১৭** | |
| **ওয়াক ওয়ে** | **১৭** | **৭৫** | **৮** | |
| **গ্রীল ফেন্সিং নির্মাণ** | **২৫** | **৫৮** | **১৭** | |
| **বাউন্ডারী ওয়াল** | **৮** | **২৫** | **৬৭** | |
| **ড্রেনেজ সিষ্টেম** | **২৫** | **৬৭** | **৮** | |
| **টয়লেট নির্মান** | **১৭** | **৭৫** | **৮** | |

**সারণী -১১ খেলোয়াড়দের মতামত (শতকরা হারে)**

| খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না |
|---|---|---|---|---|
| ভূমি উন্নয়ন | | | ৫৮ | ৪২ |
| মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো | | ৩ | ৪৩ | ৫৪ |
| সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ সড়ক | | ৫০ | ৫০ | |
| বাউন্ডারী ওয়াল | ১৫ | ৭০ | ১৫ | |
| ড্রেনেজ সিষ্টেম | ২০ | ৫৬ | ২৪ | |
| হোষ্টেল নির্মান | | ৮৩ | ১৭ | |
| সুইমিং পুল | ০ | ০ | ০ | ০ |
| জিমনেসিয়াম | ০ | ০ | ০ | ০ |

**সারণী -১২ খেলোয়াড়দের মতামত (শতকরা হারে)**

| রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না |
|---|---|---|---|---|
| ভূমি উন্নয়ন | | ৮ | ৬১ | ৩১ |
| মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো | | ৫ | ৫২ | ৪৩ |
| সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ সড়ক | | ৭ | ৮৫ | ৮ |
| বাউন্ডারী ওয়াল | | ৫৫ | ৪৫ | |
| ড্রেনেজ সিষ্টেম | ২৫ | ৫৫ | ২০ | |
| টয়লেট নির্মান | | ৮ | ২৩ | ৬৯ |
| সুইমিং পুল | | ৮ | ২৩ | ৬৯ |
| হোষ্টেল নির্মান | | ৬২ | ৩৮ | |

**সারণী -১৩** স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স ভিত্তিক উত্তরদাতা পুরুষ-মহিলা দর্শকদের বিবরণ

| স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স এর নাম | **তথ্য প্রদানকারী দর্শকদের সংখ্যা** | | |
|---|---|---|---|
| | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| চুয়াডাঙ্গা | **১৫** | ৩ | **১৮** |
| হবিগঞ্জ | **১৫** | ৩ | **১৮** |
| ময়মনসিংহ | **১৮** | | **১৮** |
| টাঙ্গাইল | **১৮** | | **১৮** |
| নাটোর | **১৮** | | **১৮** |
| ফরিদপুর | **১৮** | | **১৮** |
| রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স | ১০ | ৮ | **১৮** |
| খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স | ০ | ০ | ০ |
| **মোট তথ্য প্রদানকারী:** | **১১২** | **১৪** | **১২৬** |
| **শতকরা:** | **৮৯** | **১১** | **১০০** |

**সারণী -১৪** দর্শকদের প্রদত্ত তথ্যের সংকলন (ভূমি উন্নয়ন, মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো এবং সংযোগ সড়ক)

| স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের নাম | **ভূমি উন্নয়ন** (শতকরা) | | | | | **মাঠ উন্নয়ন ও ঘাস লাগানো** (শতকরা) | | | | | **সংযোগ সড়ক** (শতকরা) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না | জানি না | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না | জানি না | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না | জানি না |
| চুয়াডাঙ্গা | | ৭২ | ২৮ | | | | ৪৫ | ৪০ | ১৫ | | ৬ | ৮৯ | ৫ | | |
| হবিগঞ্জ | | ৩৯ | ৬১ | | | | ৩৫ | ৫৫ | ১০ | | | ২৮ | ৭২ | | |
| ময়মনসিংহ | | ২৮ | ৬৭ | ৫ | | | ২৫ | ৪৭ | ২৮ | | | ৮৩ | ১৭ | | |
| টাঙ্গাইল | | ২৮ | ৭২ | | | | ২৫ | ৭৫ | | | | ৫০ | ৪৪ | ৬ | |
| নাটোর | ৩৩ | ৬১ | ৬ | | | ২৮ | ৫২ | ২০ | | | | ৭৮ | ২২ | | |
| ফরিদপুর | ৩৩ | ৫৬ | ১১ | | | ৩০ | ৬২ | ৮ | | | | ৬৭ | ৩৩ | | |
| রাজশাহী মক্রীক | | ৬৫ | ৩৫ | | | | ৩০ | ৬৫ | ৫ | | | ১৭ | ৪৪ | ৩৯ | |
| খুলনা মক্রীক | | | | | | | | | | | | | | | |

নোট: যেহেতু খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স এর খেলাধূলার স্থাপনাসমূহ এখন ও ব্যবহার উপযোগী হয় নি তাই কোন দর্শক আসে না।

**সারণী -১৫** দর্শকদের প্রদত্ত তথ্যের সংকলন **(গ্যালারী, প্যাভিলিয়ন ও ফেন্সিং নির্মাণ)**

| স্টেডিয়ামের নাম | **গ্যালারী** (শতকরা) | | | | | **প্যাভিলিয়ন** (শতকরা) | | | | | **গ্রীল ফেন্সিং নির্মাণ** (শতকরা) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না | জানি না | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না | জানি না | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না | জানি না |
| চুয়াডাঙ্গা | ১১ | ৬৭ | ২২ | | | | ৭২ | ২৮ | | | | ৭৮ | ২২ | | |
| হবিগঞ্জ | | ৬১ | ৩৯ | | | ৩৩ | ৬১ | ৬ | | | | ৭৮ | ২২ | | |
| ময়মনসিংহ | ১১ | ৫০ | ৩৯ | | | ১১ | ৭৮ | ১১ | | | | ১১ | ৫৬ | ৩৩ | |
| টাঙ্গাইল | ৬ | ১১ | ৭২ | ১৭ | | | ৭২ | ২৮ | | | | ৬ | ৬৭ | ২৭ | |
| নাটোর | ১১ | ৭৮ | ১১ | | | ৪৪ | | ৫৬ | | | | ৫০ | ৫০ | | |
| ফরিদপুর | ৩৯ | ৫০ | ১১ | | | ১৭ | ৭৮ | ৫ | | | | ৩৯ | ৪৪ | ১৭ | |

**সারণী -১৬** দর্শকদের প্রদত্ত তথ্যের সংকলন **(বাউন্ডারী ওয়াল, ড্রেনেজ সিস্টেম ও টয়লেট নির্মাণ)**

| স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের নাম | **সীমানা দেয়াল**(শতকরা) | | | | | **ড্রেনেজ সিস্টেম** (শতকরা) | | | | | **টয়লেট নির্মাণ** (শতকরা) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না | জানি না | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না | জানি না | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না | জানি না |
| চুয়াডাঙ্গা | | ৮৩ | ১৭ | | | | ৮৯ | ১১ | | | | ৪৪ | ৫৬ | | |
| হবিগঞ্জ | | ৬১ | ৩৯ | | | | ৬১ | ৩৯ | | | | ৫৬ | ৩৩ | ১১ | |
| ময়মনসিংহ | | ২২ | ৭৮ | | | | ৬৭ | ৩৩ | | | | | ৭৮ | ২২ | |
| টাঙ্গাইল | | ০ | ০ | | | | ৬ | ৭৮ | ১৭ | | | ৬ | ৭২ | ২২ | |
| নাটোর | ১১ | ৫৬ | ৩৩ | | | ৪৪ | ৫৬ | | | | ৬ | ৭৮ | ১৬ | | |
| ফরিদপুর | | ১১ | ৮৯ | | | ২৮ | ৭২ | | | | | ৫৬ | ৪৪ | | |
| রাজশাহী মক্রীক | ৬ | ৮৮ | ৬ | | | | | | | | | ৩০ | ৪৫ | ২৫ | |
| খুলনা মক্রীক | | | | | | | | | | | | | | | |

**সারণী -১৭** দর্শকদের প্রদত্ত তথ্যের সংকলন **(জিমনেসিয়াম, সুইমিং পুল ও হোস্টেল নির্মান)**

| মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স | **জিমনেসিয়াম** (শতকরা) | | | | | **সুইমিং পুল** (শতকরা) | | | | | **হোস্টেল নির্মাণ** (শতকরা) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না | জানি না | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না | জানি না | খুব ভাল | ভাল | মোটামুটি | ভাল না | জানি না |
| রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স | | | | | | ১৩ | ৪৪ | ১৭ | ২৬ | | | | | | |
| খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স | | | | | | | | | | | | | | | |

**সারনী-১৮ দলীয় আলোচনায় (FGD)অংশগ্রহনকারীদের নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বরঃ**

| জেলা | অংশগ্রহনকারীদের নাম | পদবী | মোবাইল নম্বর |
|---|---|---|---|
| চুয়াডাঙ্গা (৭) | **টুটুল মোল্লা** | যুগ্ন সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৯১৭-৯৩৬১৫৯ |
| | সুরেশ কুমার আগরওয়ালা | নির্বাহী সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১১-৮৬৯৫৭৬ |
| | খন্দকার জেহাদ-ই-জুলফিকার | ক্রিকেট কোচ, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১১-০২১৩১৫ |
| | রফিকুল ইসলাম | সাংবাদিক | ০১৭১৩-৯০০৬৩৫ |
| | বদরউদ্দিন খান | নির্বাহী সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১১-৩৯৭৭৩৭ |
| | আবদুল মালেক | ক্লাব কর্মকর্তা | ০১৯১১-২৫৫৫৫৭ |
| | বিপ্লব হোসেন | ক্লাব কর্মকর্তা | ০১৯১০-৯১৮৮৫০ |
| হবিগঞ্জ (৬) | মোঃ ফরহাদ হোসেন কলি | সাধারন সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১১-৯৪১৪৯৯ |
| | মোঃ শফিকুজ্জামান হিরাজ | যুগ্ন- সাধারন সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১১-৯৭৪৪৩৪ |
| | মঈন উদ্দিন আহমেদ হিরন | সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭৯৮-৫৪৫২৫৫ |
| | মোঃ হুমায়ুন খান | সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১২-৮৫৫৮৯১ |
| | মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী পারভেজ | সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১২-০৫১৪৯৫ |
| | জসিম উদ্দিন আহমেদ সুজন | সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭৮৪-৫৩০২৩০ |
| ময়মনসিংহ (৬) | একেএম দেলোয়ার হোসেন মুকুল | সভাপতি, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন | ০১৭১৮-০৮৪৮০১ |
| | মোঃ সুলতান আহমেদ | শিক্ষক | ০১৭২৮-৭২৬৬০৪ |
| | মোঃ কামাল উদ্দিন | কোচ, সোনালী ক্লাব | ০১৭২৫-৪২৫৪৫০ |
| | মুশফিক আহমেদ শাহী | সাধারন সম্পাদক, ফ্রেন্ডস ইলেভেন ক্লাব | ০১৯২৩-৮৯৮৬০০ |
| | বাপন চৌধুরী | সাংবাদিক, সদস্য আবাহনী ক্রীড়া চক্র | ০১৭১১-৫৭৭১৫১ |
| | হাসেম উদ্দিন চানু | সাবেক খেলোয়াড় | ০১৭১৭-৭৮৪০৭০ |
| নাটোর (৬) | সৈয়দ মোস্তাক আলী মুকুল | সাধারন সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১১-২৮২৬৪৩ |
| | মোঃ লুৎফুর রহমান আনন্দ | সহ-সভাপতি, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১৬-৮৮৪১৮৩ |
| | বাবুল আকতার | কার্যনির্বাহী সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭৩২-৩৬৭৪৮৩ |
| | আকরাম খান | সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১১-৪৬৬০৩৪ |
| | ফারুক হোসেন রাজু | সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১৩-৮৬০৬০৪ |
| | খন্দকার মোস্তাফিজ দুলু | সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭০৭-৭২০০৯৬ |
| টাঙ্গাইল (৭) | মির্জা মইনুল হোসেন লিন্টু | সাধারন সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১১-৭৮০৩৬৩ |
| | মতিনুজ্জামান সুখন | সহ-সাধারন সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১১-৪৬৮৮৬৮ |
| | ইফতেখারুল অনুপম | ক্রীড়া সাংবাদিক | ০১৭১১-০৪০৯৭৮ |
| | ঝোটন ঘোষ ভ্রমর | সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১৬-৭৬১২৫৭ |
| | শাহিনূর ইসলাম | সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১২-৭০৬৩৩৪ |
| | সামসুল হক | সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৮৩৩-৩১৮২০১ |
| | মোহাম্মদ হোসেন সাঈদ | সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৮৩৫-৬৬৭৬৬৬ |
| ফরিদপুর (৮) | এস এম আহসান তুহিন | সাধারন সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১১-৪২১১৭৫ |
| | মোঃ মুবিজুল হক ফিরোজ | সহ-সভাপতি, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১১-৪৮১৬৬৪ |
| | মানিক কুমার দাশ | ক্রীড়া সাংবাদিক | ০১৭৭৬-৬১৯৫৮৮ |
| | ইব্রাহিম শেখ রেজওয়ান | আর্চারিতে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত খেলোয়াড় | ০১৭৫৬-৬৮৭৯৭৩ |
| | প্রশান্ত | জাতীয় হকি দলের কোচ | ০১৭১৬-৮৫১১৭১ |
| | ইমরান | ক্রিকেট খেলোয়াড় | ০১৭৮৭-১৭৭৭১৭ |
| | রিপন কুমার দাশ | ফুটবল খেলোয়াড়, ম্যানচেষ্টার ইউকে | নম্বর বলতে পারেনি |
| | সুস্মিতা | আর্চারিতে রৌপ্য পদক প্রাপ্ত (সেনা বাহিনী দল) | ০১৭৩৪-৮৩৭২৭৭ |
| খুলনা (৮) | হোসনে আরা খান | সহ-সভানেত্রী, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭৪৫-৭৮৭৫৪১ |
| | ফেরদৌসি আলী | সাধারন সম্পাদক, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১১-৩৮৯৩৫৯ |

| জেলা | অংশগ্রহনকারীদের নাম | পদবী | মোবাইল নম্বর |
|---|---|---|---|
| | পারভীন রহমান | সহ-সাধারন সম্পাদক, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭৮৬-৪৮০৯৩৩ |
| | পরী বানু | সহ-সাধারন সম্পাদক, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা | ০৪১-৭২৩৩৫৯ |
| | ফিরোজা বানু | কোষাধ্যক্ষ, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭৯৯-০৪৮৭২৭ |
| | নাহিদা রহমান | সদস্য, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৯১১-৬০৩১৫৭ |
| | পুজা রায় | সুইমিং/এ্যাথেলেটিক কোচ | ০১৬৮৪-০৬৭৫৯৩ |
| | সুইটি আকতার হালিমা | ভলিবল কোচ | ০১৯০৪-৫৬৬৮৩১ |
| রাজশাহী (৭) | মাহমুদা জামান | ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১১-৮৩৮৪৩৭ |
| | কিবরিয়া আকতার বানু | ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১১-৩০১২৮২ |
| | মাকসুদা আলম | সাধারন সম্পাদক, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭২৩-৯৬৮৮২২ |
| | মো: রাশেদ আরেফিন | ক্রিকেট কর্মকর্তা, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৮১৬-৬৫০৮২৫ |
| | হেলেন খান | সাংবাদিক | ০১৭১১-৩১৩০৫১ |
| | জাহানারা বেগম | কোষাধ্যক্ষ, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১৬-৮০৯০১০ |
| | নুসরাত আকতার | চাকুরী | ০১৭১৪-৯২৬৭৯৭ |
| **মোট:** | **৫৫** জন | | |

**সারণী-১৯ মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (KII): সাক্ষাৎকারদাতাদের নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর:**

| জেলা | নাম | পদবী | মোবাইল নম্বর |
|---|---|---|---|
| চুয়াডাঙ্গা | মো: সাইফ রাসেল | একাডেমি পরিচালক, ক্রিকেট | ০১৯৩৬-১৮১১৩৮ |
| | মো: নঈম হাসান | সাধারণ সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭৬৮-৭৬০৭৮৭ |
| | মো: শহিদুল কাদের | নির্বাহী সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১২-৯৪৯৬৭২ |
| হবিগঞ্জ | মো: আশরাফুল আলম | প্রকল্প প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্বে), এনএসসি | ০১৭১১-৭৮০৬২০ |
| | মো: হুমায়ুন কবীর চৌধুরী সাহেদ | কোষাধ্যক্ষ, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১১-০৬৪৭৯২ |
| | মো: আবদুল মোতালেব মমরাজ | সাবেক পৌর কমিশনার সদস্য | ০১৭৮৫-২০০৮১২ |
| | মো: ফরহাদ হোসেন কলি | সাধারণ সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১২-৯৪১৪৯৯ |
| ময়মনসিংহ | শ্রী রাম ভজন ঘোষ | অফিস সহায়ক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭০৩-৪২৩০৫০ |
| | মো: রফিকুল ইসলাম | ব্যবসায়ী | ০১৬৮৩-২৭৭৪৩৫ |
| | মো: আব্দুল কাদের | হিসাব রক্ষক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৯১৩-৫৩৮১২৬ |
| টাঙ্গাইল | মো: শফিকুল ইসলাম | প্রকল্প প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্বে), এনএসসি | ০১৭১১-৭০৩৮৮৪ |
| | মো: বাবুল খান | প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য | ০১৭২০-০৭৮৬৫৮ |
| | মো: বিপ্লব | ফুটবল কোচ, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন | ০১৭২০-১৪৩২৮০ |
| নাটোর | আবদুল মাজেদ | উপসহকারী প্রকৌশলী, এনএসসি | ০১৮১৯-১১০৬৩৮ |
| | মো: ফরহাদ হোসেন | যুগ্ম:সা: সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭৩১-২৮১৪৭১ |
| | মো: আবদুল মতিন | গ্রাউন্ডস ম্যান, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭৪৪-৩৭২০৭২ |
| ফরিদপুর | শিবুনাল খাসকেল | উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এনএসসি | ০১৭১১-৬৩৬০৯৪ |
| | মানিক কুমার দাস | জেলা ক্রীড়া সাংবাদিক | ০১৭৭৬-৬১৯৫৮৮ |
| | আশুতোষ গুহ | ক্রীড়া শিক্ষক | ০১৭১৬-৪৩৫৬৪৪ |
| খুলনা | মীর আব্দুল খালেক | কার্য-সহকারী, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৯২১-৯৩২৮৫৭ |
| | মো: হাসান হিমালয় | সাংবাদিক, ভোরের আলো | ০১৯১৮-৮০৫১৪৬ |
| | মো: শেখ মুহিদ আহাম্মদ | কোচ/নির্বাহী সদস্য, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৯১১-৬৯৪৩৭৬ |
| | সিলভি হারুন | দপ্তর সম্পাদক, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৯১১-৬০৩১৫৭ |
| রাজশাহী | নুরুল ইসলাম (রিফাত) | অফিস সহায়ক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭২৮-৭৪৮৫৭১ |
| | মো: আব্দুর রহমান | ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেলা ক্রীড়া সংস্থা | ০১৭১১-৮১৭০৪০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | মো: মনিরুজ্জামান | ব্যবসায়ী/সরবরাহকারী | ০১৭১২-২৭৯০৬১ |
| | নুর ইসলাম | ম্যানেজার, সুইমিং পুল, রাজশাহী | ০১৭২৮-৭৪৮৫৭১ |
| **মোট:** | **২৭** জন | | |

## সংযোজণী-৩ জেলাভিত্তিক উদীয়মান খেলোয়াড়দের তালিকা

| জেলা | খেলার নাম | খেলোয়াড়ের নাম | বর্তমানে কোথায় খেলছে |
|---|---|---|---|
| চুয়াডাঙ্গা | হ্যান্ডবল | ১. অনিক | জাতীয় মহিলা হ্যান্ডবল দলের সদস্য |
| | হ্যান্ডবল | ২. রাতিন | জাতীয় মহিলা হ্যান্ডবল দলের সদস্য |
| | হ্যান্ডবল | ৩. মুন্না | জাতীয় মহিলা হ্যান্ডবল দলের সদস্য |
| | আর্চারি | ৪. ইতি খাতুন | জাতীয় মহিলা আর্চারি দলের সদস্য |
| | আর্চারি | ৫. অবনী | জাতীয় মহিলা আর্চারি দলের সদস্য |
| | আর্চারি | ৬. বর্ষা | জাতীয় মহিলা আর্চারি দলের সদস্য |
| | আর্চারি | ৭. বিথি | জাতীয় মহিলা আর্চারি দলের সদস্য |
| | আর্চারি | ৮. মারুফা | জাতীয় মহিলা আর্চারি দলের সদস্য |
| হবিগঞ্জ | **ফুটবল** | ৯. মামুন | |
| | ফুটবল | ১০. সোহেল | |
| | ক্রিকেট | ১১. শেখ জালাল উদ্দিন (০১৭৪২-৭২৬৩৩৮) | |
| | হকি | ১২. অসীম গোপ (০১৬৭৩-০৫২৪১০) | জাতীয় হকি দলের গোলকীপার |
| | হ্যান্ডবল | ১৩. আসাদুজ্জামান সানি | |
| | হ্যান্ডবল | ১৪. শাহনূর আলম | |
| | ব্যাডমিন্টন | ১৫. মাহমুদুল হাসান রকি (০১৭৭৯-৬০৬০৭০) | |
| | ক্রিকেট | ১৬. সরফরাজ | |
| | ফুটবল | ১৭. সম্রাট | |
| ময়মনসিংহ | ক্রিকেট | ১৮. সাইফুল | |
| | ক্রিকেট | ১৯. আরাফাত | |
| | ক্রিকেট | ২০. সানি | |
| | ক্রিকেট | ২১. মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত | |
| | ফুটবল | ২২. আজিজুল | মুক্তিযোদ্ধা |
| | ফুটবল | ২৩. মাসুম | আরামবাগ |
| | ফুটবল | ২৪. জিকু | বিজেএমসি |
| | ফুটবল | ২৫. আকরাম | পুলিশ টিম |
| | ফুটবল | ২৬. সহিদুল | আরামবাগ |
| নাটোর | ক্রিকেট | ২৭. সুজন হাওলাদার | প্রিমিয়ার লীগ আবাহনি |
| | ক্রিকেট | ২৮. মকলেছুর রহমান | ঢাকা ডিভিশন |
| | ক্রিকেট | ২৯. হাছিব হোসেন শাকিল | ঢাকা স্কাউট সবুজ সংঘ |
| | ক্রিকেট | ৩০. শোভন দাস ছানি | ঢাকা স্কাউট সবুজ সংঘ |
| | ক্রিকেট | ৩১. মেহেদি হাসান | ঢাকা স্কাউট সবুজ সংঘ |
| | ক্রিকেট | ৩২. গোলাম কিবরিয়া | অনুর্ধ ১৭ |
| | ক্রিকেট | ৩৩. নাফিউর রহমান | অনুর্ধ ১৬ |
| | ক্রিকেট | ৩৪. গোপাল মন্ডল | আনুর্ধ ১৫ |

| জেলা | খেলার নাম | খেলোয়াড়ের নাম | বর্তমানে কোথায় খেলছে |
|---|---|---|---|
| | ক্রিকেট | ৩৫. মুজিব শেখ | বিকেএসপি |
| | ক্রিকেট | ৩৬. হিমেল | বিকেএসপি |
| | ক্রিকেট | ৩৭. রানা | বিকেএসপি |
| | ক্রিকেট | ৩৮. করিফুর ইসলাম হৃদয় | অনুর্ধ ১৬ |
| | ক্রিকেট | ৩৯. আবির হোসেন শুভ | বিভাগীয় ক্যাম্প |
| | এ্যাথলেটিক্স | ৪০. রাজেদুল ইসলাম শিপন | |
| | সেপাক টাকরু | ৪১. জিয়াউর রহমান | |
| | এ্যাথলেটিক্স | ৪২. মোঃ মাহফুজুর রহমান | |
| | এ্যাথলেটিক্স | ৪৩. মোতালেব হোসেন | |
| | সেপাক টাকরু | ৪৪. রুবেল হোসেন | |
| | এ্যাথলেটিক্স | ৪৫. সুলতান আহমেদ | |
| | এ্যাথলেটিক্স | ৪৬. নয়ন | |
| | এ্যাথলেটিক্স | ৪৭. ইদিল | |
| | এ্যাথলেটিক্স | ৪৮. আলামিন | |
| | কাবাডি | ৪৯. আবু রায়হান | |
| | এ্যাথলেটিক্স | ৫০. রেখা | |
| | এ্যাথলেটিক্স | ৫১. উজেফা খাতুন | |
| | খোকো | ৫২. মাহাবুব | আন্তজেলা/ঢাকা |
| | খোকো | ৫৩. ফরিদ | আন্তজেলা/ঢাকা |
| | খোকো | ৫৪. বিউটি | আন্তজেলা/ঢাকা |
| | খোকো | ৫৫. শাহাজাদি | আন্তজেলা/ঢাকা |
| টাঙ্গাইল | ফুটবল | ৫৬. মামুন মিয়া | ঢাকার বিভিন্ন ক্লাবে খেলছে |
| | ফুটবল | ৫৭. জাহিদ হোসেন | ঢাকার বিভিন্ন ক্লাবে খেলছে |
| | ফুটবল | ৫৮. ওয়হান হোসেন | ঢাকার বিভিন্ন ক্লাবে খেলছে |
| | ফুটবল | ৫৯. রাসেল মাহমুদ লিটন | ঢাকার বিভিন্ন ক্লাবে খেলছে |
| | ফুটবল | ৬০. বিশ্বনাথ ঘোষ | ঢাকার বিভিন্ন ক্লাবে খেলছে |
| | ফুটবল | ৬১. মানিক মিয়া | ঢাকার বিভিন্ন ক্লাবে খেলছে |
| | ক্রিকেট | ৬২. মেহেদি মারুফ | ঢাকার বিভিন্ন ক্লাবে খেলছে |
| ফরিদপুর | আর্চারি | ৬৩. সুস্মিতা (দক্ষিন এশিয়া গেমসে রৌপ্য পদক প্রাপ্ত) | বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর নিয়মিত খেলোয়াড় |
| | আর্চারি | ৬৪. ইব্রাহিম শেখ রেজওয়ান (দক্ষিন এশিয়া গেমসে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) | বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগীতায় নিয়মিত অংশগ্রহন করে |
| | ফুটবল | ৬৫. রিপন কুমার দাশ, ম্যানচেষ্টার দল, ইউ কে | |
| | হকি | ৬৬. প্রশান্ত | জাতীয় দলের কোচ |
| | হকি | ৬৭. চয়ন | জাতীয় দলের খেলোয়াড় |
| | হকি | ৬৮. কৌশিক | জাতীয় দলের খেলোয়াড় |
| | হকি | ৬৯. মুসা | জাতীয় দলের খেলোয়াড় |
| | ক্রিকেট | ৭০. ইমরান | বয়সভিত্তিক জাতীয় দলের খেলোয়াড় |
| | ক্রিকেট | ৭১. বাবলু | বিভাগীয় ক্রিকেট কোচ |
| | কাবাডি | ৭২. রেখা আকতার | জাতীয় দলের খেলোয়াড় |
| | ফুটবল | ৭৩. মোরসালিন | অনুর্ধ্ব ১৬ জাতীয় দলের খেলোয়াড় |
| | ফুটবল | ৭৪. মিলন | অনুর্ধ্ব ১৬ জাতীয় দলের খেলোয়াড় |
| | ফুটবল | ৭৫. আনন্দ | অনুর্ধ্ব ১৬ জাতীয় দলের খেলোয়াড় |
| | হ্যান্ডবল | ৭৬. চায়না আকতার | জাতীয় দলের খেলোয়াড় |

| জেলা | খেলার নাম | খেলোয়াড়ের নাম | বর্তমানে কোথায় খেলছে |
|---|---|---|---|
| | হ্যান্ডবল | ৭৭. শুভ শেখ | জাতীয় দলের খেলোয়াড় |
| খুলনা | ক্রিকেট | ৭৮. সালমা আকতার | প্রাক্তন ক্যাপ্টেন, জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দল |
| | ক্রিকেট | ৭৯. রুমানা আকতার | বর্তমান ক্যাপ্টেন, জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দল |
| | ক্রিকেট | ৮০. বৈশাখী, উইকেট কীপার | জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দল |
| | ক্রিকেট | ৮১. শুকতারা | খুলনা মহিলা ক্রিকেট দল |
| | ক্রিকেট | ৮২. জাহানারা বেগম | খুলনা মহিলা ক্রিকেট দল |
| | ক্রিকেট | ৮৩. শায়লা শারমিন | খুলনা মহিলা ক্রিকেট দল |
| | ক্রিকেট | ৮৪. তাহেরা | খুলনা মহিলা ক্রিকেট দল |
| | ক্রিকেট | ৮৫. রোকাইয়া ইয়াসমিন কেয়া | খুলনা মহিলা ক্রিকেট দল |
| | ক্রিকেট | ৮৬. তাজিয়া | খুলনা মহিলা ক্রিকেট দল |
| | ভলিবল | ৮৭. সোহেলী সুলতানা | বর্তমান ক্যাপ্টেন, জাতীয় মহিলা ভলিবল দল |
| | ভলিবল | ৮৮. মুক্তা | খুলনা মহিলা ভলিবল দল/ জাতীয় দল |
| | ভলিবল | ৮৯. তমা | খুলনা মহিলা ভলিবল দল/ জাতীয় দল |
| | ভলিবল | ৯০. রানু | খুলনা মহিলা ভলিবল দল/ জাতীয় দল |
| | ভলিবল | ৯১. রোকাইয়া | খুলনা মহিলা ভলিবল দল/ জাতীয় দল |
| | ভলিবল | ৯২. সুমন ইসলাম | খুলনা মহিলা ভলিবল দল/ জাতীয় দল |
| | ভলিবল | ৯৩. ইতি ইসলাম | খুলনা মহিলা ভলিবল দল/ জাতীয় দল |
| | ভলিবল | ৯৪. সিলভি | খুলনা মহিলা ভলিবল দল/ জাতীয় দল |
| | ভলিবল | ৯৫. হালিমা | খুলনা মহিলা ভলিবল দল/ জাতীয় দল |
| | ক্যারাতে | ৯৬. ফিরোজা | গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত জাতীয় দলের খেলোয়াড় |
| | হ্যান্ডবল | ৯৭. সুশিলা | খুলনা মহিলা হ্যান্ডবল দল/ জাতীয় দল |
| | হ্যান্ডবল | ৯৮. মরিয়ম | খুলনা মহিলা হ্যান্ডবল দল/ জাতীয় দল |
| | হ্যান্ডবল | ৯৯. ডায়না | খুলনা মহিলা হ্যান্ডবল দল/ জাতীয় দল |
| | হ্যান্ডবল | ১০০. উল্লাসি | খুলনা মহিলা হ্যান্ডবল দল/ জাতীয় দল |
| | হ্যান্ডবল | ১০১. তৃপ্তি | খুলনা মহিলা হ্যান্ডবল দল/ জাতীয় দল |
| | হ্যান্ডবল | ১০২. রেখা | খুলনা মহিলা হ্যান্ডবল দল/ জাতীয় দল |
| | হ্যান্ডবল | ১০৩. রাজিয়া সুলতানা | খুলনা মহিলা হ্যান্ডবল দল/ জাতীয় দল |
| | হ্যান্ডবল | ১০৪. রুমিনা সুলতানা | খুলনা মহিলা হ্যান্ডবল দল/ জাতীয় দল |
| রাজশাহী | ভলিবল | ১০৫. বণ্যা | জাতীয় মহিলা ভলিবল দলের খেলোয়াড় |
| | ভলিবল | ১০৬. শীলা | জাতীয় মহিলা ভলিবল দলের খেলোয়াড় |
| | ভলিবল | ১০৭. রাখী | জাতীয় মহিলা ভলিবল দলের খেলোয়াড় |
| | ভলিবল | ১০৮. পিংকী | জাতীয় মহিলা ভলিবল দলের খেলোয়াড় |
| | ক্রিকেট | ১০৯. পান্না ঘেষে | জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় |
| | হ্যান্ডবল | ১১০. লাকি | জাতীয় মহিলা হ্যান্ডবল দলের খেলোয়াড় |
| | হ্যান্ডবল | ১১১. পিংকী | জাতীয় মহিলা হ্যান্ডবল দলের খেলোয়াড় |
| | কাবাডি | ১১২. শীলা | জাতীয় মহিলা কাবাডি দলের খেলোয়াড় |
| | কাবাডি | ১১৩. বণ্যা | জাতীয় মহিলা কাবাডি দলের খেলোয়াড় |

**নোট:**

- খুলনা বিভাগের অনেক মেয়ে ক্রিকেট ও ভলিবল খেলোয়াড় বর্তমানে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, সেনা বাহিনী ও বিজেএমসি খেলোয়াড় হিসেবে চাকুরি করে এবং তাদের পক্ষে খেলছে।
- ফরিদপুর জেলার অনেক খেলোয়াড় বর্তমানে আনসার, নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনীতে খেলোয়াড় হিসাবে চাকুরী নিয়ে তাদের পক্ষে খেলছে।

**সংযোজণী-৪ জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত খেলাভিত্তিক ক্যাম্প**

| খেলার নাম | আয়োজিত ক্যাম্প সংখ্যা | | | | | | | | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | চুয়াডাঙ্গা | হবিগঞ্জ | ময়মনসিংহ | নাটোর | টাঙ্গাইল | ফরিদপুর | খুলনা | রাজশাহী | |
| ১. ক্রিকেট | ২ | ১২ | ১২ | ৮ | ৪ | ২০ | ১০ | | ৬৮ |
| ২. ফুটবল | ১ | ৩ | ৮ | ৮ | ২ | ২৫ | ১২ | | ৫৯ |
| ৩. কাবাডি | ১ | ৪ | | | ১ | ৪ | ১৩ | | ২৩ |
| ৪. হ্যান্ডবল | ১ | ২ | | | ৪ | ২০ | ১০ | | ৩৭ |
| ৫. থ্রোবল | | | | | | | ১৫ | | ১৫ |
| ৬. কারাতে | | | | | | | ৫ | | ৫ |
| ৭. ভলিবল | ১ | ৪ | | | | | ১০ | | ১৫ |
| ৮. হকি | ১ | | | ২ | ৩ | ২০ | | | ২৬ |
| ৯. ব্যাডমিন্টন | ১ | ১ | | ১ | ৪ | | | | ৭ |
| ১০. টেবিল টেনিস | | ২ | | | | | | | ২ |
| ১১. আর্চারি | ৩ | | | | | ২৫ | | | ২৮ |
| ১২. সেপাক টাকরু | | | | ৪ | | | | | ৪ |
| ১৩. এ্যাথলেটিকস্ | | | | ৪ | | ৪ | | | ৮ |
| ১৪. খোকো | | | | ৪ | | | | | ৪ |
| ১৫. উসু | | | | | ৩ | ৪ | | | ৭ |
| ১৬. সাঁতার | | | | | ১ | ৪ | | | ৫ |
| ১৭. বক্সিং | | | | | | ৪ | | | ৪ |
| ১৮. রোলার স্কেটিং | | | | | | ৪ | | | ৪ |
| ১৯. রাগবী | | ১ | | | | | | | ১ |
| **মোট:** | **১১** | **২৯** | **২০** | **৩১** | **২২** | **১৩৪** | **৭৫** | **০** | **৩২২** |

# সংযোজণী-৫ প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রদত্ত সমস্যা ও সুপারিশসমূহ

## ৫.১ রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স

| সমস্যা | সুপারিশ |
|---|---|
| ৫.১.১ মাঠের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে একটি অবকাঠামো ও কিছু গাছপালা রয়েছে যা মাঠের আয়তনকে ছোট করে দিয়েছে। মাঠের লম্বা ঘাস দেখে প্রতীয়মান হয় যে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়না; | ৫.১.১ মাঠের প্রকৃত আয়তন ঠিক রাখার লক্ষ্যে মাঠের মধ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো ও গাছপালা অপসারন করে এবং মাঠের লম্বা ঘাস কেটে ও মাটি ভরাট করে খেলাধূলার উপযোগী করতে হবে; |
| ৫.১.২ হোস্টেল কাম অফিস ভবনের বাইরের অংশে বড় ধরনের ফাটল পরিলক্ষিত হয়; | সুপারিশ দেয়া হয়নি; |
| ৫.১.৩ কমপ্লেক্সের পাশের বাইসড়ক উঁচু করায় হোস্টেল সংলগ্ন সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা মেয়েদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়; | ৫.১.৩ মেয়েদের নিরাপত্তার দিক বিবেচনায় কমপ্লেক্সেও সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা বৃদ্ধি/ কাটাতার বেষ্টিত করে ঝুঁকিমুক্ত করতে হবে; |
| ৫.১.৪ হোস্টেল কাম অফিস ভবনের জন্য কোন আসবাবপত্র বরাদ্দ রাখা হয়নি; | ৫.১.৪ সুপারিশ দেয়া হয়নি; |
| ৫.১.৫ এত বড় আকারের সুইমিং পুলের চাহিদা ও ব্যবহার উপযোগিতা কম বলে প্রতীয়মান হয়; | ৫.১.৫ সুপারিশ দেয়া হয়নি; |
| ৫.১.৬ সুইমিংপুলে সরবরাহের জন্য উত্তোলিত পানি তে আয়রন উঠে আসে ফলে উত্তোলিত পানি বেশীদিন ধরে রাখা যায়না; | ৫.১.৬ সুপারিশ দেয়া হয়নি; |
| ৫.১.৭ পুলের কয়েক জায়গার টাইলস ভাঙ্গা পরিলক্ষিত হয়। এতে পুলের পানি লিক করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়; | ৫.১.৭ ভবিষ্যতে সুইমিং পুলের পানি যাতে লিক না করে সে জন্য সুইমিং পুলের কয়েকজায়গায় ভাঙ্গা টাইলস যথাশীগ্রই মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে; |
| ৫.১.৮ পুলের প্যাভিলিয়ন ভবনের নীচ তলায় ফিল্টারেশন প্লান্টসহ কার পার্কিং ছাড়া পুরো জায়গাটি খালি রাখা হয়েছে। এটাকে যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে ব্যবহার উপযোগী করা যায়নি। এ ছাড়া নীচ তলার কিছু অংশে পানি জমে ভিজে স্যাঁতস্যাতে হয়ে গেছে এবং লাগানো প্লাষ্টার ঝরে পড়ছে। দেয়ালের দুএক জায়গায় ফাটল ও দেখা দিয়েছে। | ৫.১.৮ পুলের প্যাভিলিয়ন ভবনের নীচ তলার স্যাঁতস্যাতে হয়ে যাওয়া এবং ঝরে পড়া প্লাস্টারের প্রয়োজণীয় সংস্কার করতে হবে। পাশাপাশি পুলের প্যাভিলিয়ন ঝবনের দেয়ালে এবং হোস্টেল কাম অফিস ভবনের দৃশ্যমান ফাটলেরও প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। |

## ৫.২ নাটোর জেলা স্টেডিয়াম

| সমস্যা | সুপারিশ |
|---|---|
| ৫.২.১ স্টেডিয়ামের গ্যালারীর একটা অংশের সংস্কার কাজ যথাযথ হয়নি বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে; | ৫.২.১ স্টেডিয়ামের গ্যালারীর যে অংশের সংস্কার কাজ যথাযথ হয়নি বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে সে অংশ সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে; |
| ৫.২.২ প্যাভিলিয়ন ভবনের ভিআইপি বক্সে জানালায় যে গ্লাস সরবরাহ করা হয়েছে তা পুরুত্ব কম থাকায় গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম অনুভুত হয় এবং বিশেষ করে ক্রিকেট খেলার সময় বলের আঘাতে তা ভেঙ্গে যায়; | ৫.২.২ প্যাভিলিয়ন ভবনের ভিআইপি বক্সের জানালায় সরাবরাহকৃত গ্লাসের পুরুত্ব তুলনামূলক ভারী হতে হবে যা'তে করে ক্রিকেট খেলার সময় বলের আঘাতে তা সহজে ভেঙ্গে না যায় এবং গ্রীষ্মকালে কম গরম অনুভুত হয়; |
| ৫.২.৩ প্রকল্পের আওতায় প্যাভিলিয়ন ভবনের জন্য কোন আসবাবপত্রের সংস্থান না থাকায় তা খালি রয়েছে বলে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়। | ৫.২.৩ সুপারিশ দেয়া হয়নি; |
| ৫.২.৪ প্যাভিলিয়ন ভবনের নিচ তলায় ড্রেসিং রুমের সংস্থান রাখা হয়েছে যা ত্রুটিপূর্ণ। দোতলায় হলে ভাল হতো যা করে খেলোয়াড়রা মাঠের খেলা দেখে প্রস্তুতি নিতে | ৫.২.৪ খেলোয়াড়দের সুবিধার্থে মাঠের খেলা দেখে প্রস্তুতি নেয়ার নিমিত্ত প্যাভিলিয়ন ভবনের দো-তলায় ড্রেসিং রুমের সংস্থান রাখা যায় কি না সে বিষয়কি কর্তৃপক্ষ বিবেচনা |

| | |
|---|---|
| পারে; | করতে পারে; |
| ৫.২.৫ পরিদর্শনকালে জানালার গ্লাসের ফ্রেম বেঁকে যাওয়াসহ ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে ফলস সিলিং-এর একপাশ ভিজে স্যাঁতস্যাতে হওয়া পরিলক্ষিত হয়; | ৫.২.৫ নীচ তলা ড্রেসিংরুমের জানালার গ্লাসের বেঁকে ফ্রেম এবং ছাদ চুয়ে পানি পড়ে ফলস সিলিং-এর একপাশ ভিজে স্যাঁতস্যাতে হওয়া অংশ দ্রুত সংস্কার করত হবে। |

## ৫.৩ হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম

| সমস্যা | সুপারিশ |
|---|---|
| ৫.৩.১ স্টেডিয়ামের মিডিয়া সেন্টার নির্মাণের নিমিত্ত ৩০০ ফুট গ্যালারী নির্মাণের সংস্থান বাদ দেয়া হয়। কিন্তু আরডিপিপি'তে নতুন করে প্রস্তাব দেয়া হয়নি যার জন্য স্টেডিয়ামের ঐ অংশটুকুর কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে বলে প্রতীয়মান হয়। বর্তমানে টুর্ণামেন্ট আয়োজনের সময় এর প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করা হয়; | ৫.৩.১ সুপারিশ দেয়া হয়নি; |
| ৫.৩.২ জায়গা অধিগ্রহনের সমস্যা থাকার কারনে স্টেডিয়ামের প্রায় ৬০০ ফুট জায়গা সীমানা প্রাচীর ছাড়া নির্দ্দিষ্ট উচ্চতা সম্পন্ন শুধু কাঁটা তার দিয়ে বেষ্টিত রয়েছে। ফলে খুব শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধান না করা গেলে অদূর ভবিষ্যতে খেলার সময় দর্শক নিয়ন্ত্রন ও স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে; | ৫.৩.২ সুপারিশ দেয়া হয়নি; |
| ৫.৩.৩ 'হবিগঞ্জ আধুনিক স্টেডিয়াম' হিসেবে স্টেডিয়ামটির নাম করণ করা হলেও প্রধান ফটকে কোন সাইনবোর্ড টাঙ্গানো হয়নি; | ৫.৩.৩ 'হবিগঞ্জ স্টেডিয়ামটির প্রধান ফটকে নাম করণ সম্বলিত সাইনবোর্ড টাঙ্গাতে হবে; |
| ৫.৩.৪ প্রধান ফটকের বাম ও বিপরীত পাশে এ এলাকার ময়লা আবর্জনা স্তুপিকৃত করা হয় যা স্টেডিয়ামের পরিবেশের জন্য অস্বাস্থ্যকর ও অশোভনপ্রদ; | ৫.৩.৪ স্টেডিয়ামের পরিবেশ সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর করার লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগীতায় প্রধান ফটকের বাম ও বিপরীত পাশে এ এলাকার স্তুপিকৃত ময়লা আবর্জনা দ্রুত অপসারণের উদ্যোগ নিতে হবে; |
| ৫.৩.৫ এত বড় স্টেডিয়ামে প্রবেশ ও বাহিরের জন্য শুধু একটা ফটক রাখা হয়েছে। বিশেষ করে ফুটবল টুর্ণামেন্টের সময় দর্শক সমাগম বেশী হয় বিধায় একটা ফটক দিয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়না; | ৫.৩.৫ সুপারিশ দেয়া হয়নি; |
| ৫.৩.৬ প্রকল্পের আওতায় মোট ৫টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হলেও মহিলাদের জন্য আলাদা কোন টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়নি; | ৫.৩.৬ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পাবলিক টয়লেটের মধ্যে মহিলাদের আলাদাভাবে ব্যবস্থা রাখতে হবে; |
| ৫.৩.৭ পরিদর্শনকালে প্রাণ কোম্পানীর স্পন্সরসিপে কনসার্ট প্রোগ্রামের চলমান প্রস্তুতি পরিলক্ষিত হয়। এতে করে মাঠে স্থাপনা নির্মাণের কারণে মাঠ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং এর ব্যবহার উপযোগীতা হারায়। পরবর্তীতে এটাকে পুনরায় খেলাধূলার উপযোগী করতে সরকারী অর্থ ব্যয় হয়; | ৫.৩.৭ স্টেডিয়ামকে খেলাধূলার উপযোগী রাখতে এবং সরকারি অর্থেরও সাশ্রয় করার লক্ষ্যে এখানে কনসার্ট প্রোগ্রাম না করার বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। |
| ৫.৩.৮ প্যাভিলিয়ন ভবন ও গ্যালারীর দেয়ালের কয়েক জায়গায় ফাটল পরিলক্ষিত হয়; | ৫.৩.৮ এ স্টেডিয়ামের প্যালিভিয়ন ভবন ও গ্যালারীর দেয়ালের কয়েক জায়গায় পরিলক্ষিত ফাটল যথাশীঘ্র মেরামত করতে হবে; |
| ৫.৩.৯ স্টেডিয়াম রক্ষণাবেক্ষণ ও খেলাধূলা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত জনবল নেই। বিদ্যমান জনবল দিয়ে যথাযথভাবে কার্যক্রম সম্পাদন কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। | ৫.৩.৯ বিদ্যমান জনবল দিয়ে যথাযথভাবে কার্যক্রম সম্পাদন কষ্টসাধ্য বিধায় স্টেডিয়াম রক্ষণাবেক্ষণ ও খেলঅধূলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগ দেয়া যেতে পারে; |

# সংযোজণী-৬

**০৭/০৫/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত “২টি নতুন জেলা ষ্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ), ৪টি জেলা ষ্টেডিয়ামের (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) এবং ২টি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (খুলনা ও রাজশাহী) এর অধিকতর উন্নয়ন (সংশোধিত) ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির ২য় সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নরুপ**

| ক্র: নং | টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশসমূহ | সংশোধিত প্রথম খসড়া প্রতিবেদনে প্রতিফলন |
|---|---|---|
| ৫.১ | প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি তে বর্ণিত লগ-ফ্রেম আলাদাভাবে বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদনে সংযোজন করতে হবে; | প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি তে বর্ণিত লগ-ফ্রেম আলাদাভাবে বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদনে সংযোজন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা: ৩-৫) |
| ৫.২ | FGD, KII, কেইস স্টাডি ও স্থানীয় কর্মশালা প্রত্যেকটি অংশের আলাদা আলাদা প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ/ সার্বিক ফলাফল প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করতে হবে; | FGD, KII, কেইস স্টাডি ও স্থানীয় কর্মশালা প্রত্যেকটি অংশের আলাদা আলাদা প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ/ সার্বিক ফলাফল প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৬৮-৭৫) |
| ৫.৩ | প্রতিবেদনে Executive Summary সঠিকভাবে পুনর্বিন্যাস করতে হবে; | প্রতিবেদনে Executive Summary সঠিকভাবে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে (পৃষ্ঠা i-v) |
| ৫.৪ | আইএমইডি’র পরিপত্রে উল্লিখিত খসড়া প্রতিবেদনের ফরমেট অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন পূর্বক পুনর্গঠন করতে হবে; | আইএমইডি’র পরিপত্রে উল্লিখিত খসড়া প্রতিবেদনের ফরমেট অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন পূর্বক পুনর্গঠন করা হয়েছে। |
| ৫.৫ | প্রতিবেদনে পরিলক্ষিত ভুল-ত্রুটি, শব্দ চয়ন এবং বানান যথাযথভাবে সংশোধন করে প্রতিবেদনে প্রতিফলন করতে হবে; | প্রতিবেদনে পরিলক্ষিত ভুল-ত্রুটি, শব্দ চয়ন এবং বানান যথাযথভাবে সংশোধন করে প্রতিবেদনে প্রতিফলন করা হয়েছে। |
| ৫.৬ | পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে বর্ণিত TOR এ উল্লেখিত বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ঠ জায়গায় সন্নিবেশ করতে হবে এবং তা প্রতিবেদনের কোথায় সন্নিবেশ করা হয়েছে তা সঠিক দিক নির্দেশনা থাকতে হবে; | পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে বর্ণিত TOR এ উল্লেখিত বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ঠ জায়গায় সন্নিবেশ করতে হবে এবং তা প্রতিবেদনের কোথায় সন্নিবেশ করা হয়েছে তা সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে (পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫) |
| ৫.৭ | প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সুইমিং পুলের বর্তমান অবস্থা নিরুপণ পূর্বক এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা থাকেত হবে | প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সুইমিং পুলের বর্তমান অবস্থা নিরুপণ (পৃষ্ঠা-৮৮) পূর্বক এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছে (পৃষ্ঠা-৯১-৯২) |

## সংযোজণী-৭

**১৬/০৫/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "২টি নতুন জেলা ষ্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ), ৪টি জেলা ষ্টেডিয়ামের (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) এবং ২টি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (খুলনা ও রাজশাহী) এর অধিকতর উন্নয়ন (সংশোধিত) " শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নরুপ**

| ক্র: নং | ষ্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ | সংশোধিত খসড়া রিপোর্টে প্রতিফলন |
|---|---|---|
| ৩.১ | প্রতিবেদনে প্রণীত নির্বাহী সার-সংক্ষেপ শিরোনামবিহীন, সংক্ষিপ্ত, সুনির্দ্দিষ্ট, সহজভাষ্য ও পূর্ণাঙ্গ হতে হবে। | প্রতিবেদনে প্রণীত নির্বাহী সার-সংক্ষেপ শিরোনামবিহীন, সংক্ষিপ্ত, সুনির্দ্দিষ্ট, সহজভাষ্য ও পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং-i-iii ) |
| ৩.২ | প্রতিবেদনে উপস্থাপিত SWOT Analysis আরও ভাল করে বিশ্লেষণ করে পূণর্বিণ্যাস করতে হবে। | প্রতিবেদনে উপস্থাপিত SWOT Analysis আরও ভাল করে বিশ্লেষণ করে পূণর্বিণ্যাস করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং-৭৮-৮১ ) |
| ৩.৩ | প্রতিবেদনের সংযোজনী-১(ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি) অংশে ১০ নং কলামে অনেক জায়গায় বাস্তব অগ্রগতি ১০০% এর বেশী উল্লেখ করা হয়েছে যা পুনরায় যাচাইপূর্বক উপস্থাপন করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফুটনোট ব্যবহার করতে হবে। | প্রতিবেদনের সংযোজনী-১(ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি) অংশে ১০ নং কলামে অনেক জায়গায় বাস্তব অগ্রগতি ১০০% এর বেশী উল্লেখ করা হয়েছে যা পুনরায় যাচাইপূর্বক উপস্থাপন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং-৯২-১০১ ) |
| ৩.৪ | প্রতিবেদনের সপ্তম অধ্যায়ে সমীক্ষার TOR অনুযায়ী প্রভাব মূল্যায়নের বিষয়সমূহ প্রতিবেদনে সন্নিবেশের স্থান হিসেবে পৃষ্ঠার রেফারেন্স সুনির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। | প্রতিবেদনের সপ্তম অধ্যায়ে সমীক্ষার TOR অনুযায়ী প্রভাব মূল্যায়নের বিষয়সমূহ প্রতিবেদনে সন্নিবেশের স্থান হিসেবে পৃষ্ঠার রেফারেন্স সুনির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং-৮৩-৮৪) |
| ৩.৫ | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত FGD এবং KII এ অংশগ্রহনকারীদের বিস্তারিত তালিকা সংযোজনী-২ এর অংশ হিসেবে সন্নিবেশ করতে হবে। | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত FGD এবং KII এ অংশগ্রহনকারীদের বিস্তারিত তালিকা সংযোজনী-২ এর অংশ হিসেবে সন্নিবেশ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং-১০৮-১১০) |
| ৩.৬ | সংশোধিত ১ম খসড়া প্রতিবেদনে সংশোধিত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা সংযোজন করতে হবে। | সংশোধিত ১ম খসড়া প্রতিবেদনে সংশোধিত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা সংযোজন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং- ১৯) |
| ৩.৭ | প্রতিবেদনে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ ও সুপারিশমালা সঠিক ও সুনির্দ্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে পুনঃরায় যাচাই করতে হবে। সুপারিশমালা প্রয়োজনে রেফারেন্স (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে। | প্রতিবেদনে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে চিহ্নিতসমস্যাসমূহ ও সুপারিশমালা সঠিক ও সুনির্দ্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে পুনঃরায় যাচাই করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং-৮৬-৯০) |
| ৩.৮ | প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দ্বৈততা পরিহারপূর্বক সকল গানিতিক, ব্যাকরণগত, ভাষাগত ও বানানগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করতে হবে। | প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দ্বৈততা পরিহারপূর্বক সকল গানিতিক, ব্যাকরণগত, ভাষাগত ও বানানগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা হয়েছে। |

## সংযোজণী-৮

**৩১/০৫/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "২টি নতুন জেলা ষ্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ), ৪টি জেলা ষ্টেডিয়ামের (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) এবং ২টি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (খুলনা ও রাজশাহী) এর অধিকতর উন্নয়ন (সংশোধিত) " শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের চুড়ান্ত কর্মশালার র‌্যাপেটির্য়াসের রিপোর্ট (সিদ্ধান্ত/সুপারিশ) অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নরুপ**

| ক্র: নং | চুড়ান্ত কর্মশালার সিদ্ধান্তসমূহ | সংশোধিত খসড়া রিপোর্টে প্রতিফলন |
|---|---|---|
| ১.১ | সমীক্ষা প্রতিবেদনের Executive Summary আরও গঠনমূলক করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে; | সমীক্ষা প্রতিবেদনের Executive Summary আরও গঠনমূলক করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা-i-iv) |
| ১.২ | সমীক্ষা প্রতিবেদনের সারণী ও সংযোজনীতে উপস্থাপিত তথ্যের অসঙ্গতি/অসামঞ্জস্যতা সংশোধনপূর্বক প্রতিফলিত করতে হবে; | সমীক্ষা প্রতিবেদনের সারণী ও সংযোজনীতে উপস্থাপিত তথ্যের অসঙ্গতি/অসামঞ্জস্যতা সংশোধনপূর্বক প্রতিফলিত করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা-৪ ও ৯৬) |
| ১.৩ | প্রতিবেদনের চতুর্থ অধ্যায়ে ক্রয় কার্যক্রমের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপনপূর্বক পুনর্বিন্যাস করতে হবে; | প্রতিবেদনের চতুর্থ অধ্যায়ে ক্রয় কার্যক্রমের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপনপূর্বক পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা-২৪) |
| ১.৪ | প্রতিবেদনে বানান জনিত ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতে হবে; | প্রতিবেদনে বানান জনিত ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে; |
| ২.১ | প্রকল্প প্রণয়নে দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতা এবং লগফ্রেমে বর্ণিত নির্দেশকসমূহের প্রতিপালন- এ বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে প্রতিবেদনে যথাযথভবে আলোকপাত করতে হবে; | প্রকল্প প্রণয়নে দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতা এবং লগফ্রেমে বর্ণিত নির্দেশকসমূহের প্রতিপালন- এ বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে প্রতিবেদনে যথাযথভবে আলোকপাত করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা-৮৩) |
| ৩.১ | আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিপি/আরডিপিপি'র ডিজাইন, প্রণয়নগত ত্রুটি, কম্পোনেন্টের ঘাটতি ইত্যাদি বিষয়সমূহ পুনঃরায় বিশদভাবে পর্যবেক্ষণকরতঃ সুপারিশে প্রতিফলন করতে হবে; | আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিপি/আরডিপিপি'র ডিজাইন, প্রণয়নগত ত্রুটি, কম্পোনেন্টের ঘাটতি ইত্যাদি বিষয়সমূহ পুনঃরায় বিশদভাবে পর্যবেক্ষণকরতঃ সুপারিশে প্রতিফলন করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা-iii, ৮৩, ৯০, ৯৪) |
| ৩.২ | সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি আরও বিশ্লেষণাত্নক করতে হবে; | সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি আরও বিশ্লেষণাত্নক করা হয়েছে; |
| ৩.৩ | প্রকল্প গ্রহনের পূর্বে বেইজলাইন সার্ভে/ ফিজিবিলিটি ষ্টাডি/ নিড এ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা না হলে পরবর্তীতে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের নির্দেশক নির্ণয়ে সমস্যার বিষয়ে সুপারিশে প্রতিফলন থাকতে হবে; | প্রকল্প গ্রহনের পূর্বে বেইজলাইন সার্ভে/ ফিজিবিলিটি ষ্টাডি/ নিড এ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা না হলে পরবর্তীতে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের নির্দেশক নির্ণয়ে সমস্যার বিষয়ে সুপারিশে প্রতিফলন করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা- iii, ৮৩, ৯০, ৯৪) |
| ৪.১ | প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপিতে বর্ণিত উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রভাব মূল্যায়নের খসড়া প্রতিবেদনের সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে হবে; | প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপিতে বর্ণিত উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রভাব মূল্যায়নের খসড়া প্রতিবেদনের সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা-৯৪) |
| ৪.২ | সুপারিশমালায় বর্ণিত বিষয়ের Reference/ Evidence উল্লেখ করা যেতে পারে; | প্রযোজ্য নহে |
| ৫.১ | প্রণীত প্রতিবেদনে উল্লেখিত কেস স্টাডি পুর্নবিন্যাস করতে হবে; | প্রণীত প্রতিবেদনে উল্লেখিত কেস স্টাডি পুর্নবিন্যাস করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা-৭৮ ) |
| ৬.১ | প্রতিবেদনে ব্যবহৃত আলোকচিত্রের নিচে ক্যাপশন/বিবরণ উল্লেখ করতে হবে; | প্রতিবেদনে ব্যবহৃত আলোকচিত্রের নিচে ক্যাপশন/বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে; |
| ৭.১ | প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (NSC) বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থা (DSA)এবং বিভিন্ন ফেডারেশনের মধ্যে বিরাজমান ত্রিমুখী সমন্বয়হীনতা ও সহযোগীতার অভাবের বিষয়টি | প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (NSC) বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থা (DSA)এবং বিভিন্ন ফেডলেশনের মধ্যে বিরাজমান ত্রিমুখী সমন্বয়হীনতা ও সহযোগীতার অভাবের বিষয়টি বিশ্লেষণপূর্বক এ |

| ক্র: নং | চূড়ান্ত কর্মশালার সিদ্ধান্তসমূহ | সংশোধিত খসড়া রিপোর্টে প্রতিফলন |
|---|---|---|
| | বিশ্লেষণপূর্বক এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ উল্লেখ করতে হবে; | বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ উল্লেখ করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা-৯০, ৯৪) |
| ৮.১ | প্রতিবেদনের ৮ম অধ্যায়ে সুপারিশমালা অংশ সংক্ষিপ্ত, পূর্ণাঙ্গ এবং সুনির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে পরিমার্জন আবশ্যক; | প্রতিবেদনের ৮ম অধ্যায়ে সুপারিশমালা অংশ সংক্ষিপ্ত, পূর্ণাঙ্গ এবং সুনির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে পরিমার্জন করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা-৯০-৯৪) |
| ৮.২ | SWOT Analysis বর্ণিত দুর্বল দিক ও ঝুঁকি নিরসনকল্পে করণীয় বিষয়গুলো সুপারিশমালায় প্রতিফলিত করতে হবে। | SWOT Analysis বর্ণিত দুর্বল দিক ও ঝুঁকি নিরসনকল্পে করণীয় বিষয়গুলো সুপারিশমালায় প্রতিফলিত করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা-৯৪) |

## সংযোজনী-৯

**০৩/০৬/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "২টি নতুন জেলা ষ্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ), ৪টি জেলা ষ্টেডিয়ামের (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) এবং ২টি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (খুলনা ও রাজশাহী) এর অধিকতর উন্নয়ন (সংশোধিত) " শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নরুপ**

| ক্র: নং | টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ | সংশোধিত খসড়া রিপোর্টে প্রতিফলন |
|---|---|---|
| ১. | খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি কর্মশালার র‍্যাপোর্টিয়ার্সের রিপোর্টে উল্লেখিত সুপারিশের আলোকে যথাযথভাবে পুনর্গঠন এবং আলোচনা অনুযায়ী জরুরীভিত্তিতে প্রতিবেদনটি সংশোধন সাপেক্ষে যথাশীঘ্র এ বিভাগে দাখিল করতে হবে। | প্রতিবেদনটি যথাযথভাবে পুনর্গঠন এবং সংশোধন করে দাখিল করা হলো। |

## সংযোজনী-১০

**০৪/০৬/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "২টি নতুন জেলা ষ্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ), ৪টি জেলা ষ্টেডিয়ামের (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) এবং ২টি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (খুলনা ও রাজশাহী) এর অধিকতর উন্নয়ন (সংশোধিত) " শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গঠিত ষ্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নরুপ**

| ক্র: নং | ষ্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ | সংশোধিত খসড়া রিপোর্টে প্রতিফলন |
|---|---|---|
| ১. | খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি কর্মশালার র‍্যাপোর্টিয়ার্সের রিপোর্টে উল্লেখিত সুপারিশের আলোকে এবং টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যথাযথভাবে পুনর্গঠন এবং আলোচনা অনুযায়ী জরুরীভিত্তিতে প্রতিবেদনটি সংশোধন সাপেক্ষে যথাশীঘ্র এ বিভাগে দাখিল করতে হবে। | প্রতিবেদনটি যথাযথভাবে পুনর্গঠন এবং সংশোধন করে দাখিল করা হলো। |

পার্টিসিপেশন প্রমোটার্স বাংলাদেশ লিমিটেড

বাসা-৮/এ/৮, রোড- ১৪ (নতুন), ধানমন্ডি আর/এ, ঢাকা-১০২৯

মোবইল: ০১৭১২১০৬৫৫৬; ০১৭৬৬৮১১৪৯২; ই-মেইল: ppsbd07@gmail.com